আল্লাহো আকবর ।

রেজেষ্টেরী করা আসল

গাজি কালু ও চাম্পাবতী

কন্যার পুথী ।

আদি ও আসল আর যত হইয়াছে সকলই নকল

আবদুর রহিম প্রণীত

শ্রী আবদুল করিম দ্বারা প্রকাশীত ।

সাং গলাচিপা পোঃ আঃ হোসেনপুর জিঃ ময়মনসিংহ

এই পুস্তক আমার পিতা মুন্সী আবদুর রহিম
সাহেবের রচনা আমি আবদুল করিম
ঢাকা চওকের মসজিদের নীচে আজিমী প্রেসে
পূর্ব্ব হইতে সুদ্ধ ও সরস কাগজ দ্বারা ছাপাইলাম ।
সত্য মিথ্যা পুস্তক দেখিলেই জানিতে পারিবেন
বৃক্ষের নাম কি, ফলে পরিচয় ।

সন ১৯১৯ সাল ।

শ্রী হামিদর রহমান খাঁ প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত ।

মুল্য ।।০ আনা মাত্র ।

আল্লাহো আকবর ।

রেজেষ্টেরী করা আসল

গাজি কালু ও চাম্পাবতী।

কন্যার পুথি ।

আদি ও আসল আর যত হইয়াছে সকলই নকল

আবদুর রহিম প্রণীত

শ্রী আবদুল করিম দ্বারা প্রকাশীত ।

সাং গলাচিপা পোঃ আঃ হোসেনপুর জিঃ ময়মনসিংহ

এই পুস্তক আমার পিতা মুন্সী আবদুর রহিম
সাহেবের রচনা আমি আবদুল করিম
ঢাকা চওকের মসজিদের নীচে আজিমী প্রেসে
পূর্ব্ব হইতে সুদ্ধ ও সরস কাগজ দ্বারা ছাপাইলাম ।
সত্য মিথ্যা পুস্তক দেখিলেই জানিতে পারিবেন
বৃক্ষের নাম কি, ফলে পরিচয় ।

সন ১৯১৯ সাল ।
শ্রী হামিদররহমান খাঁ প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত।
মুল্য ।।০ আনা মাত্র ।

বিজ্ঞাপন।

——০ঃ)*(ঃ০——

ময়মন সিংহ জিলা বিচে গলাচিপা গ্রাম ॥ গলাচিপা গ্রামে আছি করিয়া মোকাম * মহকুমা কিশোর গঞ্জ এলাকাতে তার ॥ বাটীর কাছেতে এক আছেত বাজার * আশুতিয়া বলিয়া নাম সেই বাজারের। তাহার পশ্চিম দিগে ঘর অধীনের * কেতাব রচিতে আর দিলে নাহি চায় ॥ কতেক লোকেতে জান কলম চুকায় মোর এবারত সব নকল করি নিতে ॥ কিছু২ নকল করি নিছে অনেকেতে * কতেক পুস্তক আমি ছিলাম রচিয়া ॥ কত জনে নকল করি দিল ছাপাইয়া * আমার রচনা পদ ছাপা নাহি জাবে ॥ বুদ্ধিমান দানা লোকে বুঝিয়া লইবে * যতেক সায়ের লোক হইল বাঙ্গালাতে ॥ মুসলমান বিচে আর এই জামানাতে * হয়েছি আসল আমি কবিতা সবার ॥ এক পদ নকল নাহি করেছি কাহার এখন সাএর যত নুতন হইয়াছে ॥ অনেকে আমার পদ নকল করে নিছে * তাহাদের পুস্তকে মোর পদ অলঙ্কার ॥ জেমন শোনার বাট্যা কাপড়ে সুতার * হয়েছি আসল আমি তাহারা নকল ॥ আমার নকল তারা হয় সে সকল * যে কেহ করিবে নকল রচনা আমার ॥ স্ববংশে বিনাশ আল্লা করিবে তাহার * আখেরেতে ঠাই তার হইবে জাহান্নাম ॥ বৃথা নাহি যাইবেক আমার কালাম *

কেতাব রেজেষ্টেরীর বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে যানাইতেছি যে, অত্র গাজী কালু নামক কেতাব আমি বহু কাল যাবৎ নিজে ছাপিয়া ও ছাপাইয়া আসিতেছি, এবং ১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে আমি আমার নিজ নামে রেজেষ্টেরী করিয়াছি, অতএব আমার অনুমতী ভিন্ন কেহ ছাপিবেন না, যদিশ্বাত ছাপেন কিম্বা ছাপা করাণ তবে উক্ত আইনানুসারে আমার সম্পূর্ণ খেসারতের দায়ীক হইবেন।

আবদুর রহিম।

শ্রীশ্রী হকনাম

গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথী

আব্দুর রহিম ও আব্দুল করিম নামের মোহর দেখিয়া লইবেন
নচেৎ ঠকিবেন সাবধাণ সাবধাণ ॥

——০ঃ)✻(ঃ০——

পয়ার ॥ প্রথমে বন্দিনু প্রভু সুচি নিরঞ্জন ॥ এতিন ভুবনে যত তাহার সৃজন ✻ সৃজিয়া সকল জীব আহার জোগায় ॥ দুঃখ সুখ মৃত্যু রোগ তাহার অজ্ঞায় ✻ মৃত্তিকা গগণে নাহি তার সমতুল ॥ পুজিবার জোগ্য সেই সকলের মুল ✻ তাহার বর্ণনা করি কিবা শক্তি মোর ॥ পতিত পবন প্রভু করুনা সাগর ✻ মহা২ পাপী কত আমার সমান ॥ কৃপা করি উদ্ধারিয়া স্বর্গে দিবে স্থান ✻ তাহার পরম সখা নবী মহাম্মদ ॥ তাঁর পরে লক্ষ কোটি ছালাম দরুদ ✻ সখা সঙ্গি যত তাঁন আর ভাজ্যা গণ ॥ নবী বংশে যত আর হইল উৎপন ✻ সবাকারে কোটি২ ছালাম আমার ॥ সদয় রহুক প্রভু উপরে তেনার ✻

✻ কাহিনী আরম্ভ ✻

ত্রিপদী ছন্দ ॥ বৈরাট নগরে ধাম, ছেকান্দর সাহা নাম, রূপ জিনি পুর্ণ শশধর ॥ নগরের সোভা তার, অতি সে চমৎকার, স্বর্গ তুল্য দেখিতে সুন্দর ✻ ছিল সাহা হেন ধনি, ধনেতে কারুন যিনি, দাতা ছিল হাতেম সমান ॥ শক্তি হেন ছিল তার, রস্তম হারিবে আর, হারিবেক শাম নুরিমান ✻ আকাসের তারা যত, সমরে সেনা তত, গনিবার সাধ্য নাহি কার ॥ যত রাজা ভুমণ্ডলে, কর দিত সবে মিলে, তাবে ছিল তাবত সংসার ✻ বলিরাজা দর্প করে কহিলেন জবনেরে, রাজ কর না দিব কথন ॥ তবে সাহা ছেকান্দ

লইতে বলির কর, গেল চলে তাহার ভবন * বলি রাজা হৈয়া ক্রোধ, করিল অনেক যুদ্ধ, শেষে রাজা হারিল সমরে ॥ হারিয়া সে বলি রায়, ছেকান্দর সাহা পায়, গলে বসন বান্ধিয়া সে পড়ে * অজুপা নামিনী কন্যা, ছিল তার অতি ধন্যা, ছেকান্দর হাতে সুপে দিল ॥ তবে সাহা ছেকান্দর, অজুপারে দিন পর; আনিয়া সে বিবাহ করিল * কন্যা দিয়া রাজা বলি, পতালেতে গেল চলি, বৈরাটেতে রহে ছেকান্দর ॥ তবে কিছু দিন পরে, অজুপা সতীর ঘরে, হৈল এক পুত্র শু সুন্দর *

পয়ার ॥ বৈরাট নগরে ঘর সাহা ছেকান্দর ॥ অজুপা তাহার পত্নী অতি মনোহর * হইল সন্তান এক অজুপার ঘরে, ॥ চাঁন্দের সমান রূপ ঝলমল করে * রূপেতে হইল আলো সমস্ত ভ-বন ॥ রাখিল তাহার নাম জুলহাস শুজন * দিনে দিনে এই পুত্র বাড়িতে লাগিল ॥ দ্বাদশ অব্দের জবে বয়েস হইল * এক দিন চলিলেন করিতে সিকার ॥ লইয়া অনেক লোক সাতে আপনার * হইলেন উপস্থিত এক কাননেতে ॥ কাননের মধ্যে মৃগ খুজে সক-লেতে * হটাৎ হরীন এক উঠে দৌর দিল ॥ ভুপের নন্দন তার পশ্চাতে চলিল * মায়ার হরীন সেই কি করে তখন ॥ একটি সুড়ঙ্গ দিয়া করিল গমন * দেখিয়া নৃপের সুত না পারে থামিতে ॥ সুড়ঙ্গের পথে চলে হরীন মারিতে * এখানেতে লোক সবে না দেখে তাহায় ॥ কাননে২ তারা খুজিয়া বেড়ায় * অনেক খুজিল নাহি পাইল দর্শন ॥ আক্ষেপ করিয়া সবে চলিল তখন * সুড় ঙ্গেতে গিয়া সেথা ছেকান্দর সুতে ॥ দেখে হেন অন্ধকার রজনী হইতে * এদিগ সেদিগ কিছু দেখিতে না পায় ॥ বিপাকে পড়িয়া জুবা করে হায়২ * পায়ের ঠাহরে তবে চলিতে লাগিল ॥ এগার কোসের পথ যদি চলে গেল * চক্ষু মেলি দেখে এক সুন্দর নগর ॥ সুবর্ণের অট্যালিকা সুবর্ণের ঘর * সুবর্ণের বৃক্ষ আর সুবর্ণের ফুল ॥ সোনার কুকিল কাগ ভৃঙ্গ বুলবুল * কিট পতং যত কিছু সকলি সোনার ॥ স্বর্গের সমান পুরি দেখিতে বাহার * দেখিয়া সে জুল-হাস আশ্চর্য্য হইয়া ॥ ধীরে ধীরে পুরি মধ্যে প্রবেসিল গিয়া * জঙ্গ বাহাদুর নাম সে দেশী রাজার ॥ পুত্রের সমান করে পালন প্রজার *

ছেকান্দর সুতে সেই অতিতের মতে ॥ উপনিত হৈল গিয়া রাজার বাটীতে ※ দেখিয়া তাহার রূপ সেই রাজ্যেস্বর ॥ অজ্ঞান হইয়া পড়ে পালঙ্গ উপর ※ কতক্ষন পরে রাজা চেতন পাইয়া ॥ জিজ্ঞাসিল জুল-হাসে কোলে বসাইয়া ※ কি নাম তোমার বাছা ঘর কোথা হয় ॥ কেবা তোর মাতা পিতা দেহ পরিচয় ※ জুলহাস বলে শুন পরিচয় মোর ॥ বৈরাট নগরে ঘর পিতা ছেকান্দর ※ অজুপা শুসিলা হয় অমার জননী ॥ বাপের দুলাল্য আমি মায়ের পরানী ※ আমি বিনা পুত্র কন্যা কেহ নাহি আর ॥ মরিবেন মাতা পিতা সোগেতে আ-মার ※ জঙ্গ রাজা বলে বাছা সান্ত কর মন ॥ আমার রাজ্যতা এই জানিবে আপন ※ এক কন্যা বিনা মোর আর কেহ নাই ॥ তাহাকে বিবাহ করি থাক এই ঠাই ※ এসব রাজ্যত্য আমি তোমাকে সুপিব ॥ তোমাকে রাজ্যত্য দিয় তীর্থেচলি জাব ※ তব জোগ্য কন্যা সেই পরম সুন্দরী ॥ পাঁচ তোলা নাম তার বিনি হুর পরি ※ শুনিয়া বৈরাট পতি স্বীকার করিল ॥ শুভ দিনে বিভা তবে জঙ্গ রাজা দিল পাইয়া সুন্দরী কন্যা জুলহাস সুজন ॥ রহিলেন মাতা পিতা হৈয়া বিস্মরণ ※ এখানেতে লোক সব অনেক খুজিয়া ॥ ছেকান্দর সাহা কাছে কহিল আসিয়া ※ অদৃশ্য হইয়া গেছে তোমার নন্দন ॥ খুজিনু অনেক মোরা না হৈল দর্শন ※ শুনা মাত্রে ছেকান্দর মূণ্ডে হাত দিয়া ॥ অজ্ঞান হইয়া ভুমে পরিল ঢলিয়া ※ পুত্র পুত্র বলি সাহা কান্দে উচৈস্বরে ॥ হাহাকার শব্দ হৈল বৈরাট নগরে ※ অজুপা সুন্দরী কান্দে লুটিয়া ধুলায় ॥ দাস দাসী সবে কান্দে করি হায় হায় ※ আনিয়া জৌতিস গণ গনিয়া তখন ॥ কহিলেন সবাকারে সান্ত কর মন ※ জীবমানে আছে পুত্র পাতাল নগরে ॥ জঙ্গ রাজা নামে তার কন্যা বিভা কৈরে ※ কিছু কাল পরে পুঃন পাইবে তাহায় ॥ তবে সবে কহিলেন ভাবিয়া খোদায় ※ মনেং কান্দে রাণী হইয়া আকুল ॥ আহা পুত্র সদাকাল মুখে এই বুল ※ এক দিন কেন্দেং নাথ কাছে কয় ॥ সাগর দেখিতে মোর মনে ইচ্ছা হয় ※ না পারি থাকিতে আর গৃহেতে বসিয়া ॥ শুনিয়া দিলেন সাহা ছওারি করিয়া ※ মহাফায় আরোহিয়া গিয়া সে সাগরে ॥ জলের তরঙ্গ দেখে হরিস অন্তরে ※ হুতি মধ্যে দেখে এক সিন্দুক কাঠের ॥ আসিয়া লাগিল সেই কুলেতে

ঘাটের * দাসী গণে আজ্ঞা দিল অজুপা সুন্দরী ॥ সিন্দুক উঠায়ে মোরে দেহ শীঘ্র করি * যেই দাসী যায় সেই সিন্দুক ধরিতে ॥ সিন্দুক ভাসিয়া যায় মধ্য সাগরেতে * একে একে সব দাসী ফিরিয়া আসিল ॥ অজুপা সুন্দরী তবে পশ্চাতে চলিল ॥ জলেতে নাবিয়া সতী হাত বারাইতে ॥ আসিয়া সিন্দুক সেই অজুপার হাতে * তখনি খুলিয়া দেখে সিন্দুক ভিতর ॥ ছয় মাসের শিশু এক পরম সুন্দর * কোলেতে লইয়া শিশু অজুপা সুন্দরী ॥ ঘরেতে আসিয়া দ্রুত পালে যত্ন করি * দিনে২ শিশু সেই বারিতে লাগিল ॥ কালু বলি নাম তার অজুপা রাখিল * মাতা পিতা কোথা তার নির্ণয় না জানি ॥ অজুপার পুস্য পুত্র এই মাত্র শুনি * আবদুর রহিম বলে মধুর পাঁচালী ॥ গাজির জনম কথা শুন সবে বলি *

—০:—*—:০—

গীত তাল আদ্ধা ॥

ভাবরে২ মন ভাব নিরাঞ্জন ॥ চেয়ে দেখ চক্ষু মেলি
সমুক্ষে সমন * তলব চিঠি লয়ে হাতে, আছে সেই
সাতে সাতে, চেতনে থাকিও করি প্রভুরে স্মরণ *

গাজির জন্ম বিবরণ ও ফকীর হইয়া যায় ॥

পয়ার ॥ করিয়া রিতুর স্নান অজুপা জুবতী ॥ আপন পতির সঙ্গে করিলেন রতি * সেই রাত্রে সপ্ন এই অজুপা দেখিল ॥ আকাশের চন্দ্র আসি পেটে সান্ধাইল * সপন দেখিয়া সতী উঠিল কাঁপিয়া ॥ জিজ্ঞাসিল মহীপাল বুকেহাত দিয়া * কি কারণে কাঁপ প্রিয়া কহ বিবরণ ॥ রাণী বলে শুন প্রভু মোর নিবেদন * প্রবেশিল উদরেতে গগণেরচান্দ ॥ সপনে দেখিয়া এই কাঁপিতেছে প্রান * ছেকান্দর বলে সতী না বলিও কারে ॥ জর্ম্মিবেন সু সন্তান তোমার উদরে * সুনিয়া হরিস অতি অজুপা সুন্দরি ॥ করেন খোদার স্তব দিবা ও সর্ব্বরি এক মাস দুই মাস তিন মাস গেল ॥ চারি মাসে রক্ত বিজে মিলে মাংস হৈল * পঞ্চম মাসেতে মূর্ত্তি জর্ম্মিল মাংসেতে ॥ খোদার আজ্ঞায় প্রান প্রবেসিল তাতে * পরেতে লিখিল প্রভু ললাটে তাহার *

আয়ু মৃত্যু ভক্ষ ভিক্ত দুঃখ সুখ কার * জতেক লিখিল আর কৈলে পুথি বাড়ে॥ আশ্চার্য্য খোদার কাজ দেখ চিন্তা করে * দিনে২ শিশু সেই বাড়ে গর্ভ পুরী ॥ সপ্তম মাসেতে সতি অজুপা সুন্দরী * নানা ইতি মিষ্ট দ্রব্য করেন ভক্ষন ॥ মিষ্ট দ্রব্য আস্বাদন লাগে কি কখন * ঘনে২ হাই আর মুখে উঠে জল॥ খাইতে অধিক সাধ ঠিকরী অম্বল * হইলেন পাণ্ডু বর্ণ নির্ব্বল সরীর ॥ হেলিয়া পড়িল কুচ হৈয়া কাল সির * উদর বাড়িল অতি অসক্তি চলন ॥ কটিতে আটিয়া নারে পরিতে বসন * জরদ হরিদ্রা বর্ণ ঢাকা নাহি জায় ॥ অধিক না হয় জির্ণ কিছু জদি খায় * ছর্দ্দি কাস তরা স্বাস উঠে উদগার ॥ খাইলে শুপারি পান দেখে জমদ্বার * সর্ব্বদা অলস্য আর কম্পনে নিদ্রায় ॥ পালঙ্গ ছারিয়া থাকে সুইয়া ধরায় * এই মতে দশ মাস আসিয়া পুরিল ॥ সুভক্ষনে পুত্র এক প্রসব করিল * তাহার রূপেতে আলো হইল ভবন ॥ শশীছটা নিন্দে রূপ অতি সুসোভন * সে রূপ বর্ণনা করা অক্ষেম আমার ॥ সংসারেতে নাহি কিছু উপমা তাহার * রূপের নাগর সেই রূপ বেয়ে পড়ে ॥ লক্ষ কটি শশী যিনি ঝলমল করে * দেখিয়া গাজির মুখ অজুপা সুন্দরী॥ জুলহাসের যত সোগ গেলেন পাসরী * দিনে দিনে বারে রূপ গাজির অঙ্গের ॥ জখন হইল গাজি তিন বৎসরের * মিষ্ট মিষ্ট কথা কহে যিনি মধু সুধা ॥ শুনিয়া তাহার বানি দুরে জায় ক্ষুধা * গাজি কালু দুই ভাই রহে এক ঠাই ॥ এক তিল কেহ কভু ভিন্ন হন নাই * দোহার প্রেমেতে দোহে মজাইয়া মন ॥ দিবা নিশি জপ করে নাম নিরঞ্জন * গাজি কালু দুই তনু একই পরান ॥ দুজনে দোহার রূপ করেন ধেয়ান * কালুকে জানেন গুরু গাজি মনে মনে ॥ গাজিকে মানেন গুরু কালুসা দেওানে * বাল্য কালে সাধ্য সিদ্ধি হইল দোহার ॥ পাইলেন দুই জনে দর্শন খোদার * দশ বৎসরের গাজি জখন হইল ॥ এক দিন ছেকান্দর কাহিতে লাগিল * রাজ্যতি করহ বাছা বৈসে সিংহাসনে ॥ দেখিতে বিচার তব অভিলাস মনে * সাথে সাথে মৃত্যু ফিরে কোন সমে মরি ॥ পাটে বস দেখে জাই দুটী চক্ষু ভরি * গাজি বলে শুন বাপ নিবেদি চরনে ॥ রাজত্ত করিতে মোর ইচ্ছা নাহি মনে * এই যে ঐসূর্জ্জ রাজ্য কি কামে আসিবে ॥ মরিলে

কড়ার বস্তু সাথে নাহি জাবে ※ অন্ধকার কবরেতে থাকিব পড়িয়া ॥ কিরায় খাইবে মংস টানিয়া টানিয়া ※ দারা পুত্র কোথা রবে সেইত সময় ॥ খাটিব কাহার লাগি কেহ কার নয় ※ সকলি বিষের ভাণ্ড দেখিনু ভাবিয়া ॥ কেবা কান্দে পড়ে গিয়া জানিয়া শুনিয়া ※ যেই জন গড়িয়াছে এতিন সংসার ॥ ফকির হইব আমি নামেতে তাহার ※ ছেকান্দর বলে শুন মোর বাছা ধন ॥ এই সব ক্ষমা দিয়া রাজ্যে দেহ মন ※ তোমা বিনে পুত্র আর না আছে আনার ॥ এহেন রাজত্ত নাহি কর ছার খার ※ গাজি বলে শুন বাপ জনমের দাতা ॥ নাহি বল মোর কাছে রাজত্বির কথা ※ সংসার বাসির মুণ্ডে মারিয়াছি লাথি ॥ কণ্ঠ কাটো তবু নাহি করিব রাজত্তি একথা শুনিয়া সাহা ক্রোধ হইয়া বলে ॥ আহারে কুপুত্র মোর ঔরসে হইলে ※ কুপুত্র হইতে ভাল না থাকা সন্তান ॥ এখনি কাটীব তোরে করি খান খান ※ জল্লাদে ডাকিয়া সাহা কহেন রোসিয়া ॥ আমার সমুক্ষে এরে ফেলহ কাটীয়া ※ সুনিয়া জল্লাদ গণ ভাবে হেট সিরে ॥ বাদসার আজ্ঞা নাহি পারে টালিবারে ※ তলওার খুলে মারে গাজির কণ্ঠেতে ॥ আল্লাকে স্মরণ গাজি করে জোড় হাতে ※ সদয় হইয়া আল্লা গাজির উপর ॥ আনিল আকাশ বানি ভয় কিরে তোর ※ জখন জল্লাদ আসি গাজিকে মারিল ॥ খোদার আজ্ঞায় চোট কণ্ঠে না লাগিল ※ একে একে সাতবার করিল প্রহার একটী চুলের মাথা নাহি কাটে তার ※ দেখে সাহা ছেকান্দর বলে ক্রোধ হইয়া ॥ বড় বড় দশ হস্তি আনো সাজাইয়া ※ সুনিয়া মাহুত গণ আনে দশ হাতি ॥ কহিলেন সাহা তবে মাহুতের প্রতি ※ হাতি হুলাইয়া মার গাজিকে তরায় ॥ তবেত মাহুত হাতি তখনি হুলায় ※ সুড়েতে ধরিয়া হাতি গাজির কমরে ॥ আছাড়ে কাছাড়ে দাত সর্ব্ব অঙ্গে মারে ※ ভুমেতে ফেলিয়া আর পাড়ে হাতি গণ ॥ মনে মনে করে গাজি আল্লাকে স্মরন ※ এক তিল ব্যথা নাহি অঙ্গে লাগে তার ॥ ভাঙ্গিল হাতির দাত পদ ভাঙ্গে আর ※ গাজির পায়েতে হাতি ছালাম করিয়া ॥ মাহুত ফেলিয়া ত্রাসে গেলেন চলিয়া ※ তবে সাহা ছেকান্দর কহে ক্রোধ ভরে ॥ আগুনের কুণ্ড এক কর শীঘ্র করে ※ স্তনিতেই লোকে সবে কাষ্ঠ বাঁস আনি ॥

নমরুদের কুণ্ড বিনি করে কুণ্ড খানি * গাজিকে ধরিয়া ফেলে তাহার উপর ॥ আল্লাকে ডাকেন গাজি হইয়া কাতর * গাজি বলে রক্ষা কর প্রভু নিরঞ্জন ॥ বাপ হইয়া পুত্র বধে না শুনি কখন * তোমা বিনে নাহি কেহ ত্রিজগতে মোর ॥ দয়া কর দয়াময় করুনা সাগর * এই রূপে কেন্দে করে আল্লাকে স্মরণ ॥ তাহার স্তবেতে হেলে আল্লার আসন * করুনা করিল প্রভু গাজির উপরে ॥ অগ্নিকে নিষেধ দিল তাহাকে পুড়িবারে * চারি দিগে জ্বলে অগ্নি দাহা দাহা করি ॥ গাজির অঙ্গেতে তাপ নাহি লাগে তারি * এব্রাহিম নবী মত আছেন বসিয়া ॥ তিন দিন বাদে গেল আগুন নিভিয়া * ছাই হতে গাজি এসে হইল বাহের ॥ না পুড়িল এক লম গাজির অঙ্গের * দেখিয়া বিস্ময় হৈয়া সাহা ছেকান্দর ॥ বলিলেন পুত্র মোর বড় যাদুগর * আর বার ছেকান্দর কোন কাম করে ॥ দশমোনি শিলা এক আনিয়া সত্তরে * গাজিকে বান্ধিয়া সেই পাথরের সাতে ॥ ফেলিয়া দিলেন নিয়া মধ্য সাগরেতে * সাগরে পড়িয়া অতি হইয়া কাতর ॥ আল্লাকে ডাকেন গাজি জোর করি কর * ওহে প্রভু কৃপাময় রক্ষ্যা কর দিনে ॥ তোমা বিনে কেহ মোর নাহি ত্রিভুবনে * জনমের দাতা বাপ হেন কাজ করে ॥ তুমি না তরালে আর কে তরাবে মোরে * গাজিকে করিল কৃপা প্রভু নিরাঞ্জন ॥ খসিয়া পরিল সব অঙ্গের বন্দন * প্রভু আদেসে শিলা ভাসিয়া উঠীল ॥ তাহার পৃষ্ঠেতে গাজি উঠিয়া বসিল * ভাসিয়া চলিল শিলা উজান ধরিয়া ॥ ধন্দ লাগে লোক সবে তাহাকে দেখিয়া * জলেতে ভাসিল শিলা জাহার গুনেতে ॥ হেন পুত্র ছেকান্দর চাহেন মারিতে * আরোহিয়া শিলা পরে সুধীর কিসোর ॥ পুনরায় উপস্থিত বৈরাট নগর * তবে সাহা ছেকান্দর বলে আরবার ॥ শুন তুমি হও যদি ফকির আল্লার * এইবার কেরামত তোমার দেখিব ॥ পার যদি তবে আমি তোমাকে মানিব * একথা কহিয়া সাহা কোন কাজ করে ॥ মারকা মারিয়া এক সুয়ের উপরে * গহিন সাগরে নিয়া দিলেন ফেলিয়া ॥ তৎপরে কহিলেন গাজিকে ডাকিয়া * কেমন ফকির তুমি দেখিব চক্ষেতে ॥ উঠাইয়া দেহ সুই সাগর হইতে * শুনিয়া চলিল গাজি

করে এই নিবেদন ॥ দয়া কর দয়াময় প্রভু নিরঞ্জন * তুমি যারে অনুকূল তার কি ভাবনা ॥ উঠাইয়া দেহ সুই করিয়া করুনা * এই রূপে কেন্দেং আবেদন করে ॥ সদয় হইয়া তবে প্রভু করতারে * আদেশ করিল শুন খোওাজ খিজির ॥ পুরিত করিয়া এস মানস গাজির * অনুমতি পেয়ে এই খোওাজ তখন ॥ গাজির নিকটে গিয়া দিল দরশন * জিজ্ঞাসা করিল পীর সুমিষ্ট বচনে ॥ কহ বাছা কহ তুমি কান্দিতেছ কেনে * গাজি বলে পরিচায় দেহ আগে তুমি ॥ কি কারণে কান্দিতেছি শেষে কব আমি * খোওাজ কহেন তবে আপনার নাম ॥ ত্বরায় উঠিয়া গাজি করিল ছালাম * তার পরে খোওাজের ধরি দুই পায় ॥ যত দুক্ষ দিল বাপে সকলি জানায় * কহিলেন শেষে গাজি মানস আপন ॥ খোওাজ কহেন বাছা শান্ত কর মন * সুরা সুরি বলি ডাক দিল তিনবার ॥ আসিলেন দুই মুর্ত্তি পর্ব্বত আকার * ছালাম করিয়া তারা জিজ্ঞাসে তখন ॥ আমাদিগে ডাকিয়াছ কিসের কারণ * খোওাজ বলেন শুন জানাই খবর ॥ সাগরে ফেলিল সুই সাহা ছেকান্দর * শীঘ্র করি সেই সুই দিবা উঠাইয়া ॥ ডাকিয়াছি তোমাদিগে এহার লাগিয়া * শুনিয়া তখনি তারা নাবিয়া জলেতে ॥ সাগরের জল তুলে টানিয়া পর্ব্বতে * সাগর শুখায়ে গেল বালু চর হৈয়া ॥ শুরা শুঁরি সুই নাহি প্রাইল খুজিয়া * খোওাজের কাছে এসে লাগিল কহিতে ॥ অনেক খুজিনু সুই নাহি সাগরেতে * ধীয়ান করিয়া দেখে খোওাজ খিজিরে ॥ যে সমে ফেলিল সুই সাহা ছেকান্দরে * জলের মানুষ এক সেই সুই লিয়া ॥ পাতালে নগরে সেহ গেছেন চলিয়া * ফলানির বেটি সেই ফলানি নামেতে ॥ গাঁথিয়া রাখিছে সুই তাহার চুলেতে * সুরা সুরি দিগে পুন লাগে কহিবারে ॥ ফলান্দির চুলে সুই পাতাল নগরে * সুনিয়া দানব দুই ততক্ষন গিয়া ॥ পাতাল হইতে সুই দিলেন আনিয়া * গাজি হাতে সুই দিয়া খোওাজ চলিল ॥ হরিস অন্তরে গাজি গৃহেতে আসিল * তৎ কালে সুই নিয়া দিলেন বাপেরে ॥ দেখিয়া চিনিল সুই সাহা ছেকান্দরে * তখনি গাজিকে লয়ে আপনার কোলে ॥ লক্ষং চুমা দেয় বদন কমলে * কহে আর সুন বাছা মোর প্রাণ ধন ॥ তোমাকে করিছি আমি বহু বিড়ম্বন * সেই কথা

মনে তুমি কিছু না রাখিবে ॥ যে ছিল আমার মনে বুঝিতে নারিবে ✻ হেরে দেখ বিষ বরি আছয় জেবেতে ॥ যদিত মরিতা বাছা এসব ছিন্দতে ✻ তখনি তেজিত প্রান খেয়ে বিষ গুলি ॥ খোদার সপথ যদি মিথ্যা আমি বলি ✻ শুন বাছা কহি তোরে করিয়া মিনতি ॥ তোমা বিনে নাহি আর আমার সন্ততি ✻ অন্ন জল তুমি মোরে কিছু নাহি দিও ॥ পিতা বলি মান্য আর নাহিক করিও ✻ দ্বারে দ্বারে গিয়া আমি ভিক্ষা মাগি খাব ॥ এহাতে অন্তরে কিছু দুঃখ না জানিব ✻ রাজত্তি করহ তুমি পাত্র মিত্র লিয়া ॥ পরাণি জুরাবে মোর তোমাকে দেখিয়া ✻ তুমি পুত্র ভাগ্যবান বংসের চেরাগ ॥ মা বাপের অন্তরেতে নাহি দিও দাগ ✻ এখন রাজত্ত কর পাটেতে বসিয়া ॥ আমি মৈলে জেয়ো শেষে ফকির হইয়া ✻ এই রূপে কাতরেতে ছেকান্দর কয় ॥ না দেয় উত্তর গাজি হেট সিরে রয় ✻ পশ্চাতে পিতার পায় ছালাম করিয়া ॥ আন্দরে মায়ের কাছে গেলেন চলিয়া ✻ সেলাম করিল গিয়া জননীর পায় ॥ নয়ানের জলে দুটি গাল ভেসে জায় ✻ গাজিকে দেখিয়া মায়ে কেন্দে২ বলে ॥ এত দুঃখ ছিল জাদু তোমার কপালে ✻ হারে দুখিনির পুত্র নিধনের ধন ॥ অঞ্চলের নিধি মোর জত্তের রত্তন ✻ বাপ হৈয়া এত দুঃখ দিলরে তোমারে ॥ আরনা জাইয়ো তুমি বাটীর বাহিরে ✻ আমার মন্দিরে বাছা থাকয়ে বসিয়া ॥ পরাণ জুরাক মোর তোমাকে দেখিয়া ✻ গাজিকে লইয়া কোলে অজুপা সুন্দরী ॥ খাওাইল অন্ন জল অতি যত্ন করি ✻ দিনমান গত হৈয়া রাত্রি জবে হৈল ॥ বুকেতে লইয়া পুত্র অজুপা শুইল ✻ কাল নিদ্রা জায় রাণী পালঙ্গে শুইয়া ॥ নিশা কালে সাহা গাজি উঠিল জাগিয়া ✻ জাগিয়া কান্দেন গাজি সজল নয়নে ॥ যত দুঃখ দিল বাপে ভেবে তাহা মনে ✻ কান্দিয়া২ বলে করি হাহাকার ॥ কোথা রব বাপ হৈল বিপক্ষ আমার ✻ যত দুঃখ দিল বাপে কার কাছে কব ॥ নিষ্ঠুর বাপের দেশে আর না রাহব ✻ এদেশ ছাড়িয়া আমি জাব পালাইয়া ॥ এবলিয়া সাহা গাজি তখনি উঠীয়া ✻ জমরূদী কারচুবি তাজ দিল ছিরে ॥ পাগড়ি মানিক গাঁথা তাহার উপরে ✻ জরির দলক আর পরিলেন গলে ॥ লক্ষ২ রত্ন তাতে সুর্য্য যিনি জলে ✻ শোনার জিঞ্জির দিয়া কোমর বান্দিল ॥ সুবর্নের আসা আর হাতেতে

লইল ❋ পায়েতে দিলেন গাজি খরম শোনার ॥ কান্দেতে লইল ঝোলা হাতে মালা আর ❋ এই সব সাজ গাজি অঙ্গেতে করিয়া ॥ মায়ের নিকটে গেল কান্দিয়া কান্দিয়া ❋

ধুয়া ॥ জায় জায় জিন্দা গাজি জায়২ চলি ॥ জাগোং অজুপা গো জাগো চক্ষু মেলি ❋ দেখগো তোমার বুক হৈয়া যায় খালি ॥ হায় হায় কাল ঘুমে কি রত্ন হারালি ❋

পয়ার ॥ কালনিদ্রা যায়রাণী পালঙ্গ উপরে ॥ কান্দিয়া২গাজি লাগে কহিবারে ❋ আহা আহা জননী গো রহিলা সুইয়া ॥ জায় গো তোমার যাদু ফকির হইয়া ❋ হইল তোমার বুক আজি হৈতে খালি ॥ আরনা লইবা মাগো মোরে কোলে তুলি ❋ আর নাহি অন্ন জল তুমি মোরে দিবা ॥ আরনা মুখের বানী আমার শুনিবা ❋ আরনা ডাকিবা মাগো পুত্র২ বলি ॥ আরনা দেখিবা মোরে দুটি চক্ষু মেলি ❋ আহা২ জননী গো ফেটে যায় বুক ॥ কেমনে তোমার আমি ভুলি চন্দ্র মুখ ❋ আরনা পাইবে দেখা থাকতে জীবন ॥ আহা মাগো কি করিব কপালে লিখন ❋ তোমার দুধের ধার না পারিনু দিতে ॥ রহি-ম্লাম বান্ধা আমি এই রেইনেতে ❋ ক্ষমিবেন অপরাধ করুনা করিয়া ॥ জনমের মত জাই বিদায় হইয়া ❋ ঝর ঝর পরিতেছে নয়নের বারি ॥ হায়২ জায় জায় জননীকে ছাড়ি ❋ কান্দিয়া কান্দিয়া গাজি উঠিয়া তখন ॥ মায়ের চরণ দুটী করিল চুম্বন ❋ চুম্বিয়া মায়ের পদ দু চক্ষু মুদিয়া ॥ বাড়াইল দুই পদ প্রভু নাম লিয়া ❋ ছারিয়া জা-ইতে মায়ে পদ নাহি চলে ॥ বুক ভেসে জায় দুটি নয়নের জলে ❋ নিশ্বাস ছারিয়া তবে মায়া সম্বরিল ॥ আল্লাকে স্মরণ করি বাহের হইল ❋ যাত্রা কালে শুনিলেন কানে আপনার ॥ এস বলি সমুক্ষেতে ডাকে তিন বার ❋ হরিস অন্তরে গাজি চলে মহা বেগে ॥ দুয়ারি প্রহরি যত কেহ নাহি জাগে ❋ একে একে সপ্ত দ্বার পার হৈয়া গেল ॥ অষ্টম দ্বারেতে গিয়া কালুকে দেখিল ❋ গাজিকে দেখিয়া কালু করে জিজ্ঞাসন ॥ কহ ভাই কোথা তুমি করিছ গমন ❋ গাজি বলে যাই আমি এদেশ ছাড়িয়া ॥ ফকির হয়েছি ভাই গলে মালা দিয়া ❋

কালু বলে ভাই গাজি এই কি উচিত ॥ একেলা চলিছ তুমি মোরে বিবর্জ্জিত * দাস কে লইয়া জাহ সাথে আপনার ॥ থরমের বোঝা আমি বহিব তোমার * গাজি বলে চল এবে যদি ইচ্ছা থাকে ॥ কেহ যদি দেখে ভাই পড়িব বিপাকে * তখনি চলিল কালু গাজির সঙ্গেতে ॥ চলিয়া সমস্ত রাত প্রভাত কালেতে * বৈরাট নগর ছাড়ি ভাই দুই জনে ॥ উতরিল গিয়া এক নির্জ্জন কাননে * কাননের পথে গাজি করিল গমন ॥ এখানেতে কিবা হৈল শুন বিবরণ * জাগিয়া সে নিদ্রা হৈতে অজুপা সুন্দরী ॥ চেয়ে দেখে খালি সজ্যা রহিয়াছে পড়ি * খুজিলেন চারি দিগে গাজিকে না পায় ॥ মস্তকে হানিয়া হাত করে হায়২ * আহা পুত্র বলি রাণী পড়িলেন ঢলি ॥ ধুলায় লুটিয়া কান্দে গাজি গাজি বলি * আহারে প্রানের গাজি পালালি কোথায় ॥ কেননা বলিয়া গেলে অভাগিনী মায় * নয়নের তারা তুমি চিত্তের পুতলী ॥ কেমনে গেলেরে যাদু বুক করে খালি * আরনা দেখিব চক্ষে তোমার বদন ॥ আরনা শুনিব কানে মধুর বচন * আরনা ডাকিবে মোরে জননী বলিয়া ॥ আর না লইব আমি কোলেতে তুলিয়া * আহা২ বিধাতারে এ কেমন বিধি ॥ কি দোসে হইনু হারা হেন প্রান নিধি * কাহার ফলন্ত গাছ ফেলিলাম তুলি ॥ কাহারে দিলাম গালি পুত্র সোগী বলি * কাহার ভাণ্ডার আমি করিলাম চুরি ॥ হারাইনু হেন ধন আহা মরি মরি * হায়রে প্রানের গাজি কোথা গেলে পাব ॥ না পাইলে বাছা মোর প্রান হারাইব * আর নাহি আছে কেহ আমার সন্তান ॥ কাহারে দেখিয়া ঘরে জুড়াইব প্রান * অঞ্চলের নিধি গাজি হাতের সে লড়ি ॥ আহা২ মরি মরি কেমনে পাসরি * এই রূপে কান্দে সতী আক্ষেপ করিয়া ॥ আহা পুত্র আহা পুত্র বলিয়া বলিয়া * শুনিয়া গাজির বার্ত্তা সাহা ছেকান্দর ॥ অজ্ঞান হইয়া পড়ে পালঙ্ক উপর * চেতন হইয়া সাহা কতক্ষন পরে ॥ মস্তকে হানিয়া হাত কান্দে উচ্চস্বরে * কান্দিয়া২ বলে আক্ষেপ করিয়া ॥ মোর দোসে গেল পুত্র দেশান্তরি হৈয়া * আগে যদি জানি আমি করিবে এমন ॥ কিছু নাহি বলিতাম তাহার কারণ * এবলিয়া কান্দে সাহা করি হাহাকার ॥ সোকের সাগরে দিলেন সাতার * পাত্র মিত্র গণ আর যত দাস দাসী ॥

কান্দিলেন সকলেতে তিন দিবা নিশি ※ গজ কান্দে অশ্ব কান্দে কান্দেন গোধন ॥ শাখি পাখী যত সবে করেন ক্রন্দন ※ মালিয়া মালিনী কান্দে মুখে নাহি বুল ॥ ভাবে বসি কার গলে গেঁথে দিব ফুল ※ প্রজা গণ সকলেতে কান্দে ঘরে ঘরে ॥ হাহাকার শব্দ হৈল বৈরাট নগরে※ এই রূপে লোক সবে করিয়া ক্রন্দন ॥ লইয়া আল্লার নাম সান্ত করে মন ※ গাজির উদ্দেশে লোক চারি দিগে গেল ॥ অনেক খুজিয়া সবে ফিরিয়া আসিল ※ বিরস বদনে রহে সাহা ছেকান্দর ॥ শুন সবে কহি শুন গাজির খবর ※

---ঃ(※)ঃ---

ধুয়া ॥ যায় যায় জিন্দা গাজি যায় যায় যায় ॥
সোকের সাগরে ফেলি বাপ আর মায় ※

ত্রিপদী ॥ গাজি কালু এক সাথে, চলিল কানন পথে, সমূক্ষে সাগর এক পায় ॥ তরনি জাহাজ নাই, তটে বসে দুই ভাই, বলে আল্লা পড়িলাম দায় ※ দোগানা নামাজ পড়ি, দুই হাত জোড় করি, কহে গাজি সমিপে খোদার ॥ পড়িয়া সঙ্কট পরে, ডাকিতেছি প্রভু তোরে, কৃপা করি কর মোরে পার ※ শুনে তার আবেদন, তুষ্ট হৈয়া নিরাঞ্জন, কহিলেন আকাশ বানিতে ॥ আশিলেক বানী এই, ভয় কিরে ভয় নাই, আসা তুমি ফেল সাগরেতে ※ তবে গাজি কৌতূহলে, মুখে আল্লা২ বলে, দিল আসা ফেলিয়া সাগরে ॥ ভাসে আসা তরি হৈয়া, গাজি কালু তাতে গিয়া, বসিলেন হরিস অন্তরে ※ সে তরি ভাসিয়া জলে, পবনের আগে চলে, পার হৈয়া গেল নিমিসেতে ॥ গাজিকে তটেতে দিয়া, গেল তরি আসা হৈয়া, তুলে গাজি লইলেন হাতে ※ বিছ মিল্লা মুখে বলে, দুই ভাই পথে চলে, জাত নাম জপিতে২ ॥ ভ্রমিয়া অনেক দেশ, বাঙ্গালাতে অবশেষ, বসিলেন শুন্দর বনেতে ※ সেই খানে চিল্লা লৈল, বনে যত বাঘ ছিল, শিশ্য হৈল কাছেতে গাজির ॥ ছিল হেন কেরামত, চরা চরে বাঘ যত, সবে তানে মানিতেন পীর ※ নায়ে জাইতেন জবে, দায় বেত বাঘ সবে, কুম্ভিরেতে কাণ্ডার ধরিত ॥ গঙ্গা দুর্গা শিব জায়া, তাহাকে করিত দয়া, মাসী তারা গাজির হইত ※ কত আর জিন পীর,

সাহা পরি আদি করি, মুরিদ হইল গাজির কাছে ॥ সাহেব গাজির গীত, শ্রবনে আনন্দ চিত্ত, আবদুর রহিম গাইছে ❋

—( )-❋-( )—

গীত খয়রা ॥

দিন গেল২ হায় দিন গেল ॥ ডুবিল২ তরি অকুলে ডুবিল ভবের বানিজ্যে এসে, মুল ধন খেনু বসে, কি লইয়া জাব দেশে, বল মন বল ॥ পথ নাহি পালাইতে, মৃত্যু ডোর লয়ে হাতে, জম খাড়া সন্ম খেতে, ধরিল ধরিল ॥

পয়ার ॥ শুন্দর বনেতে গাজি রহে হরসিতে ॥ এক দিন কালু সাহা লাগিল কহিতে ❋ হইল বচ্ছর সাত শুন্দরের বনে ॥ কাটাবে সমস্ত কাল বুঝি এই খানে ❋ ফকিরের বিধি নহে থাকা এক ঠাই ॥ এদেশ ছাড়িয়া চল অন্য দেশে জাই ❋ গাজি বলে কালু ভাই কৈলা সত্য কথা ॥ এই বেলা চল আর না রহিব হেথা ❋ এবলিয়া সাহা গাজি তখনি উঠিল ॥ কালুকে লইয়া সাথে পথে মেলা দিল ❋ নানা দেশ নানা স্থান করিয়া ভ্রমন ॥ খোদার সংসার দেখে ভরিয়া নয়ন ❋ ভ্রমিয়া অনেক দিন দেশ দেশান্তরে ॥ সমুখে সাগর এক পায় দেখিবারে ❋ আসাতে করিয়া ভর পার হৈয়া গেল ॥ পার হৈয়া লোক কাছে জিজ্ঞাসা করিল ❋ কি নাম এ দেশের বল রাজা কেবা হয় ॥ শুনিয়া তাহারা সবে গাজি আগে কয় ❋ ছাপাই নগর এই শুন সমাচার ॥ শ্রীরাম নামেতে রাজা তার অধিকার ❋ সেই খানে গাজি কালু সে দিন রহিল ॥ পর দিন দুই ভাই উঠিয়া চলিল ❋ কালু বলে শুন গাজি মোর নিবেদন ॥ আমার নিকটে আজি করিবা এ পন ❋ পথে ঘাটে দেখা যদি হয় কারো সাথে ॥ তাহাকে ছালাম তুমি নারিবে করিতে ❋ একথা কবুল যদি নাহি কর ভাই ॥ তোমার সঙ্গেতে আমি আর রব নাই ❋ শুনিয়া সাহেব গাজি স্বীকার করিল ॥ তবেত দেওান কালু হরসিত হৈল ❋ ধীরে ধীরে দুই ভাই জাইতেছে চলি ॥ কত দূর গিয়া গাজি দেখে চক্ষু মেলি ❋ তিন পীর সাথে লিয়া খোওাজ খিজির ॥

চলিয়া ত্বরায় ॥ ছালাম করিল গিয়া খোওাজের পায় ❋ দেখিয়া দেওান কালু ক্রোধ হৈয়া বলে ॥ হায়ে গাজি কেন তবে প্রতিজ্ঞা করিলে ❋ এখন ছালাম কর চোট্টা বেটা সবে ॥ লজ্জিত হইয়া গাজি কহিলেন তবে ❋ নাহি চিন কালু ইনি খোওাজ খিজির ॥ ধ্যানে বসি কেহ নাহি পায় হেন পীর ❋ কালু বলে দেখিয়াছি কত সে খোওাজ ॥ নিজ ক্ষমতায় নারে করিবার কাজ ❋ লেখা আর আজ্ঞা মতে করেন খোদায় ॥ খোদা বিনে কারে আমি নাহি মানি আর ❋ শুনিয়া খোওাজ ক্রোধে গাজি কাছে বলে ॥ এমন গোওার কেন সঙ্গেতে আনিলে ❋ এহাকে না রাখ সাথে দেহ খেদাড়িয়া ॥ একথা কহিয়া পীর গেলেন চলিয়া ❋ কালুকে লইয়া গাজি পথা-ন্তরে চলে ॥ মনে২ ক্রোধ কালু বাক্য নাহি বলে ❋ আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর ॥ লাগিয়া দারুণ খিদা কাঁপয়ে উদর ❋ গাজি বলে কালু ভাই না দেখি চক্ষেতে ॥ চল চল ভাই চল রাজার বা-টীতে ❋ শ্রীরাম নামেতে রাজা ছাপাই নগরে ॥ শুনিয়াছি রাজা সেই অন্ন দান করে ❋ এজুক্তি করিয়া তবে ভাই দুই জনে ॥ উপ-স্থিত হৈল গিয়া রাজার ভুবনে ❋ স্বর্গের সমান পুরি দেখিতে শু-ন্দর ॥ বসিছে শ্রীরাম রাজা পালঙ্গ উপর ❋ হেন কালে গাজি কালু দুই পীর গিয়া ॥ খাড়া হৈল লাএলাহা জিকির করিয়া ❋ রাজা বলে দুর দুর কোথারে কোটাল ॥ আসিল জবন দেখ ত্বরায় নিকাল ❋ শুনিয়া কোটাল গণ তখনি আসিয়া ॥ গর্দ্দানে ধরিয়া দিল বাহির ক-রিয়া ❋ গাজি বলে ভাই কালু এত অপমান ॥ বাহির করিয়া দিল ধরিয়া গর্দ্দান ❋ কালু বলে শুন ভাই দোষ নাহি তার ॥ বৃক্ষ পত্র হেলে সেহ আজ্ঞায় খোদার ❋ বৈমুখ হইয়া তবে ভাই দুই জন ॥ নগরের মধ্যে শেষে করিল গমন ❋ ক্ষুধায় কাতর অতি না পারে চলিতে ॥ প্রজা গণ যথা গেল তাদের বাটীতে ❋ না চাহিতে অন্ন আগে মার মার বলে ॥ অগ্নির সমান জলে জবন দেখিলে ❋ প্রজা গণ যত তার সব হিন্দুয়ান ॥ সে দেশের মধ্যে নাহি এক মোছল-মান ❋ জার ঘরে চাহে অন্ন কালু আর গাজি ॥ মার মার বলি তারা আইসেন সাজি ❋ আকুল হইয়া তবে ভাই দুই জনে ॥ আল্লা ভাবি চলিলেন বিরস বদনে ❋ গ্রামের নিকটে এক কানন আছিল ॥

কাননের মধ্যে গিয়া দুজনে বসিল ※ কাননে বসিয়া গাজি কেন্দেং বলে ॥ এত দুক্ষ ছিল আল্লা আমার কপালে ※ দুঃখের কপাল মোর দুঃখ ফিরে সাথে ॥ খিদায় উদর কাঁপে না পারি সহিতে ※ এবলিয়া কান্দে গাজি বিরস বদনে ॥ আল্লার আসন হেলে তাহার কান্দনে ※ সেইক্ষন খোদা তালা করুনা করিয়া ॥ গাজির নিকটে অন্ন দিল পাঠাইয়া ※ বিছমিল্লা বলি তবে ভাই দুই জনে ॥ খাইল উদর ভরি যত লয় মনে ※ খাইয়া কাননে বসি হরসিতে রয় ॥ হেন সমে কালু সাহা মনে মনে কয় ※ আগুন লাগিত এই রাজার ভবনে ॥ রাণীকে লইয়া আর জাইত্তেন জিনে ※ নগরের লোকে আর জাতি আসি দিত ॥ মনের মানস পুর্ণ আমার হইত ※ এই কথা কালু সাহা জখন কহিল ॥ সাহেব আল্লার কাছে কবুল হইল ॥ লাগিল আগুন দেখি রাজার বাটীতে ॥ এমারত্ত যত সব লাগিল জলিতে ※ নগরের মধ্যে ছিল যত প্রজা গণ ॥ সকলের ঘরে গিয়া লাগিল আগুন ※ আছিলেন রাজরাণী পালঙ্কে বসিয়া ॥ হটাৎ আসিয়া জিনে গেলেন লইয়া ※ মছজিদ ছিল এক নদীর সেপারে ॥ সেই মছজিদে নিয়া রাখিল রাণীরে ※ খোওাজ খিজির সেথা ছিল পীর সাথে ॥ নামাজ পড়িতে গেল চলিয়া তাহাতে ※ মছজিদ মধ্যে তবে চারি জন গেল ॥ এখানেতে কালু সাহা ধেয়ানে জানিল ※ মনে মনে কহে কালু হুকুমে আল্লার ॥ শক্ত হৈয়া মছজিদে লাগুক কেওাড় ※ তাতে নাহি খাটে জেন কেরামত কারি ॥ মনে মনে কহে কালু প্রভু নাম স্বরি ※ কবুল হইল যাহা কহিলেন মনে ॥ এসব বৃত্তান্ত গাজি কিছু নাহি জানে ※ শুন বলি কি হইল শ্রীরাম রাজার ॥ আগুন দেখিয়া রাজা হৈল চমৎকার ※ একেবারে বেড়া অগ্নি লাগে দেশ জুড়ি ॥ এহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারি ※ অন্তস্পুরে গিয়া দেখে নাহি রাজরাণী ॥ চিল্লাইয়া কান্দে রাজা সিরে হাত হানি ※ ত্বরায় জোতিশ এক তখনি আনিয়া ॥ আজ্ঞা দিল জোতিশেরে দেখহ গনিয়া ※ তবেত জোতিশ সেই গনিয়া তখন ॥ কহিলেন শুন রাজা শুন বিবরণ ॥ বৈরাট নগরে ঘর সাহা ছেকান্দর ॥ আসিল তাহার সুত তোমার নগর ※ তাহাকে তাড়াইয়া দিছ ধরিয়া গর্দ্দানে ॥ করিয়াছে এই কাজ সেই মহা জনে ※ এখন মঙ্গল যদি চাহ আপনার ॥ শীঘ্র

গিয়া পড় রাজা চরণে তাহার ✻ অমুক কাননে আছে ভাই দুই জন ॥ রক্ষা যদি চাহ দ্রুত করহ গমন ✻ শুনিয়া তখনি চলে সন্তানদ লৈয়া ॥ নিকটেতে গিয়া গলে বসন বান্ধিয়া ✻ ছালাম করিয়া পড়ে গাজির পায়েতে ॥ হেন সমে কালু সাহা লাগিল কহিতে ✻ মাহি দিও কুল ভাই এমন দুষ্টেরে ॥ কি কহিব ভাই গাজি কৈতে লাজ করে ✻ যে পাক মারিছে মোরে গর্দ্দানেতে ধরি ॥ তাহার ব্যথায় ঘার ফিরাইতে নারি ✻ শুনিয়া শ্রীরাম রাজা কান্দিয়া২ ॥ ধরেন কালুর পদে হাত বাড়াইয়া ✻ কালু বলে বল দেখি কিবা কথা তোর ॥ কহেন শ্রীরাম রাজা জোর করি কর ✻ আগুনে জলিয়া পুড়ি হৈয়া গেল ছাই ॥ কোথায় গেলেন রাণী খুজিয়া না পাই ✻ কালু বলে আগে বেটা হও মোছলমান ॥ শেষেতে বলিয়া দিব রাণীর সন্ধান ✻ শুনিয়া শ্রীরাম রাজা স্বীকার করিল ॥ তবেত কলেমা গাজি পড়াইয়া দিল ✻ পাত্র মিত্র প্রজা গণ সকলি আসিয়া ॥ কলেমা পড়িল হাতে গাজির ধরিয়া তৎপর গাজি কালু আল্লা আল্লা বলি ॥ তিন বার ফুক দিয়া কত-গুলি ধুলি ✻ ছাপাই নগর দিগে দিলেন ফেলিয়া ॥ যত অগ্নি ছিল গেল সকলি নিভিয়া ✻ যেই ছিল সেই হৈল ছাপাই নগর ॥ আসিয়া দেখিল সবে সেই বাড়ী ঘর ✻ রাজাকে ডাকিয়া কালু কহে কানে২ ॥ রাণীকে লইয়া গেছে লোচ্চা চারি জনে ✻ নদীর সেপারে গিয়া দেখ মছজিদে ॥ লোচ্চা সবে এই খানে আনিবেক বেন্ধে ✻ শুনিয়া কালুর মুখে এমত বচন ॥ পাঠাইয়া দিল রাজা দুত দশ জন ✻ মছজিদে গিয়া তারা কপাট খুলিয়া ॥ দেখিলেন আছে রাণী দুরেতে বসিয়া ✻ খোওাজ খিজির আর পীর তিনজনে ॥ করেন খোদার স্তব স্থিরতর মনে ✻ হেন সমে চারি জনে বেন্দে রাজ দুতে ॥ ত্বরায় আসিল লয়ে গাজির কাছেতে ✻ দেখিয়া সাহেব গাজি আপনার পীর ॥ উঠিয়া ছালাম করি নম্রকরে সির ✻ আপনার হাতে দিল খুলিয়া বন্দন ॥ কালুর কর্ত্তব্য এই জানিল তখন ✻ কোলা কোলি আলাপন অনেক ক-রিয়া ॥ আপনার কাজে গেল খোওাজ চলিয়া ✻ রহিলেন গজি কালু কানন ভিতরে ॥ রাণীকে লইয়া রাজা চলে গেল ঘরে ✻ পরে গিয়া রাজা সেই রথ সাজাইয়া ॥ নিল আসি দুই পীরে রথে বসাইয়া ✻ রথ হৈতে নামাইয়া ভাই দুই জনে ॥ যত্নে [illegible] বসাইল রত্ন সিংহাসনে।

কত দ্রব্য সুধা মধু খাইবারে দিল ॥ আতর গোলাব আর অঙ্গে ছিটাইল ✻ হরিস অন্তরে রাজা ছাপাই নগরে ॥ মছজিদ গড়ে দিল গাজি কালু পীরে ✻ শোনার পালঙ্গ আর চান্দুয়া শোনার ॥ শোনার নিশান চারি চতুর্দ্দিগে তার ✻ বসিলেন গাজি কালু পালঙ্গ উপর ॥ নিজ হাতে রাজা আসি ঢুলায় চামর ✻ কত দিন গাজি কালু সেই দেশে রয় ॥ এক দিন কালু সাহা গাজি কাছে কয় ✻ ফকিরের এত শুখ কভু নহে ভাল ॥ ভবের মায়ায় বুঝি তোমাকে বেড়িল ✻ ফকিরের সর্য্যা বন ধুলা মাটি ছাই ॥ গাজি বলে সত্য কথা কেলে কালু ভাই ✻ অভিলাস নাহি আর এদেশে থাকিতে ॥ চলিয়া জাইব কালি প্রভাত কালেতে ✻ রাজাকে ডাকিয়া গাজি মাগেন বিদায় ॥ কান্দিয়া কহেন রাজা ধরি দুই পায় ✻ তোমাকে ছারিয়া আমি রহিব কেমনে ॥ না দেখিলে এক পল মরিব পরাণে ✻ গাঁজি বলে রব আমি তোমার কাছেতে ॥ যেই সমে চাহ তুমি আমাকে দেখিতে ✻ বন্ধ করি দুই চক্ষু ধিয়ান করিবা ॥ হিদয়ের চক্ষু দিয়া আমাকে দেখিবা ✻ এবলিয়া সাহা গাজি তখন চলিল ॥ নগরের লোক সব কান্দিতে লাগিল ✻ কার দিগে গাজি কালু ফিরে নাহি চায় ॥ তারা কিছু বান্ধা নহে ভবের মায়ায় ✻ কাটিলে মায়ার জাল কেহ কার নয় ॥ মোর পুত্র মোর জায়া মিছা লোকে কয় ✻

—ঃ)(✻)(ঃ—

ধূয়া ॥ মিছা মায়া জালে কেন মন বন্ধ হৈলে ॥ যে তোরে করিল সৃষ্টী তারে না চিনিলে ✻ পুত্রকন্যা পরিবার, ভাই বন্ধু যত আর, কেহ নাহি সঙ্গি হবে মরনের কালে ✻

ত্রিপদী ॥ গাজি কালু দুই পীরে, জায় চলি ধিরে২, নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ ॥ যেই খানে রাত্র হয়, দুই ভাই তথা রয়, সকালেতে করেন গমণ ✻ এরূপে চলিয়া জায়, কত দুর গিয়া পায়, বন এক অতি ভয়ঙ্কর ॥ মধ্য দিয়া সে বনের, পথ দেখে চলনের, দেখিয়া সে দুই সহঁদর ✻ মুখে আল্লা আল্লা বলি, পথ দিয়া যায় চলি, তৎ পরে তিন দিন গিয়া ॥ দেখিলেন সমুখেতে, কাষ্ট কাটে কান-

নেতে, এক সাতে সাত কাঠুরিয়া ❋ গাজি বলে কালু ভাই, চলিতে সকতি নাই, রব এই কাঠোরিয়া ঘরে ॥ কাষ্ঠ কাটে তারা যথা, দুই ভাই গিয়া তথা, কহে কালু মিষ্ট মিষ্ট স্বরে ❋ আমরা অতিথ ভাই, থাকিবার স্থান চাই, এহাতে যে কহ কি তোমরা ॥ শুনিয়া কালুর কথা, সকলে তুলিয়া মাথা, জোড় হাতে হইলেন খারা ❋ ছালাম করিয়া পরে, চলিল আপন ঘরে, গাজি আর কালুকে লইয়া ॥ গিয়া তারা তরা তরি, এক ঘর খালি করি, তার মধ্যে সয্যা বিছাইয়া ❋ দিল পরে জল আনি, দুই জনে পদ খানি, পাখা লিয়া বসিল স-য্যাতে ❋ দুই পীরে বসাইয়া, আন্দরেতে ঝট গিয়া, কহিলেন অন্ন পাকাইতে ❋ নারী গন সবে বলে, বাজারেতে জাহ চলে, আন গিয়া সেতাবি করিয়া ॥ নুন তৈল কোথা পাই, দাল চাল কিছু নাই, দিব কিসে আমরা রান্দিয়া ❋ টাকা কড়ি নাহি ঘরে, সাত ভাই কিবা করে, দাও কূরাল বন্দক দিয়া ॥ আনিল সেতাবি করি, পাকাইয়া সেই ঘড়ি, দুই পীরে দিলেন নিয়া ❋ গাজি কালু হস মনে, লয়ে সেই সাত জনে, খাইলেন বসি এক সাতে ॥ খাইয়া বলেন গাজি, সাত ভাই চল আজি, চল চল আমার সঙ্গেতে ❋ তোমাদের দুখ যত, এখনি করিব হত, যদি কৃপা করে নিরাঞ্জন ॥ এবালয়া যায় চলে, গিয়া এক সিন্ধু কূলে, গঙ্গা মাসি বলিয়া তখন ॥ ডাকি-লেন তিন বার, দিয়া যে উত্তর তার, গঙ্গা দেবি ভাসিয়া উঠিল ॥ গঙ্গা বলে যাদু ধন, ডাকিছরে কি কারন, কহ কিবা বিপদ ঘটিল ❋ কহে গাজি মধুস্বরে, ধন কিছু দেহ মোরে, ডাকিয়াছি এহার কারন ॥ গঙ্গা বলে শুন শুতো, ধন তুমি লিবে কত, তবে দেবি করিল গমণ ❋ পাতালেতে গিয়া সতী, বলে শুন পদ্যাবতি, ভাই এক আইল তোমার ॥ বৈরাট নগরে ঘর, অজুপা ভগিনী মোর, ধন চায় পুত্র আসি তার ❋ পদ্যা বলে মাগো শুন, আমি জাব লয়ে ধন, দেখিব সে ভাইগো কেমন ॥ সাত মোন শোনা আর, চান্দুয়া নিশান চার, আর দুই রত্ন সিংহাসন ❋ এই সব বস্তু লয়ে, নাগ পরে আরো হিয়ে, গিয়া পদ্যা গাজির কাছেতে ❋ হাসিয়া ছালাম করে, ভগ্নিং বলি করে, ধরে গাজি লইল কোলেতে ❋ অনেক আলাপ করি, তবেত পাতাল পুরি, পদ্যা বতী গেলেন চলিয়া ॥ ধন রত্ন যত ছিল,

কাঠোরিয়া সবে দিল, লয়ে তারা জায় মাথে বৈয়া ※ পরে গাজি জিন্দা পীরে, সাহা পরি নাম ধরে, উচ্চস্বরে তিন ডাক দিল ॥ শুনিয়া গাজির ডাক, লইয়া পরির ঝাক; সাহা পরি তখনী আসিল ※ গাজির চরনে ধরি, ছালাম করিয়া পরি জিজ্ঞাসিল হাত জোর করে ॥ কহ পীর বিবরণ, ডাকিয়াছ কি কারন; আমি হীন অধমা দাসীরে ※ গাজি বলে শুন পরি, কার্য্য এক আছে ভারি, তোমা বিনে না পারিবে কেহ ॥ এই যে কানন কাটি, সমান করিয়া মাটি, সহস্র দালান দিয়া দেহ ※ মছজিদ এক আর, শোনার প্রলেপ তার, মধ্যে উর্দ্ধে দুই দিগে চাই ※ গাজির চরণ তলে, সাহা পরি হেসে বলে, কত বড় কাজ মোর এই ※ ডাক দিয়া সেই ঘড়ি, বাওন্ন হাজার পরি, কাননেতে দিল লাগাইয়া ॥ কেটে বন গরিলেক, মছজিদ অট্টালিক, গড়ে সবে গেলেন চলিয়া ※ গাজি কালু দুই জনে, দুই রত্ন সিংহাসনে, বসিল মছজিদ ভিতরে ॥ শোনার নিশান চারি, চতুর্দ্দিগে গারে ভারি, উর্দ্ধে মানিক চান্দুয়া উড়ে ※ দেখিয়া নুতন পুরি, বলে লোকে আহা মরি, হেন পুরি কেমনে গড়িল ॥ রাখে গাজি এত গুণ, আছিল এমন বন, কিছু তার চিহ্ন না রহিল ※ সহর বাজার তাতে, বসিলেক শতে শতে, গাজির দোহাই সেথা ফিরে ॥ প্রজা গণ ঘরে ঘরে, কর নাহি দেয় কারে, দিল গাজি নাখেরাজ করে ※ গাজির ক্ষমতা দেখি, কালু সাহা হৈয়া দুঃখি, আপনার দু চক্ষু মুদিয়া ॥ করে এই ভাবা গুনা, তিন দিন যদি শোনা, নগরেতে পরিত ঝরিয়া ※ মনে মনে জাহা কৈল, কবুল হইয়া গেল, তৎক্ষন পড়ে শোনা ঝড়ি ॥ নগর বাসিন্দা সবে, উঠাইয়া শোনা তবে, রাখিলেন ভাণ্ডারেতে ভরি ※ এহা দেখি গাজি কয়, তোমার সমান নয়, আমি হেন পরম ফকির ॥ তুমি জাহা কহ মনে, তখনি খোদায় শুনে, নৈলে লজ্যা পায় কি খিজির ※ এবলিয়া হর্ষ চিত্তে, কালুকে লইয়া সাথে, সমস্ত নগর দেখে চলি ॥ নগরের সোভা দেখি জুড়ায় দোহার আখি, রাখে নাম শোনা পুর বলি ※ আবদুর রহিম বলে, হায় দিন জায় চলে, প্রেমে মন মত্ত হইল না ॥ রহিল গাজির গীত, শুন সবে দিয়া চিত, কহি কিছু প্রেমের বর্ণনা ※

গীত ॥ রাগিনী ইমন তাল আদ্ধা ॥

প্রেমেতে মজিলে মন কি মজা তাহাতে ॥ জার মজা নেই জা জানিবে কি অন্যেতে * কেরামন কাতেবিনে, তনুজ্ঞান চক্ষু কানে, নাহি জানে থাকিয়া অঙ্গেতে * সাকার কি নিরাকারে জাহাতেই প্রেম করে, লভ্য তাথে মজিলে প্রেমেতে * রবি সঙ্গে রেহু দেখ, তেজ ধরে হৈয়া এক তেমনি মিল সাকার নিরা কৃতে ॥ যত দেখ তারি খেলা, গাঁথিয়া মায়ার মালা, খেলে মন পবন সঙ্গেতে * প্রেমেতে হইয়া মত্ত, পাসরিয়া কায়া চিত্ত, দেখ বসি চিন্তার চক্ষেতে * বিকল যাহার আঁখি, তার কি দেখিতে বাকি, গেছে চক্ষু দেখিতে দেখিতে * দীনমনী কমলিনী, বিধু আর কুমদিনী, ধন্য প্রেম প্রসংসা জগতে ॥ পতঙ্গ পড়িয়া মরে, শ্রেষ্ঠ প্রেম বলি তারে, প্রান দিয়া মিসে প্রিয়া সাতে * প্রেম করা এমনি ধারা, জিয়ন্তে হইলে মরা, তবে সাধু পারিবেক হইতে ॥ মৃর্ত্তিকা গগণ শশী, রবি তারা দিবা নিশি, আছে সব প্রেমের ভরেতে * সে ধন হইলে ভিন্ন, কার না রহিবে চিন্ন, সর্ব্বনাস হবে নিমিসেতে ॥ হায় কি অমূল্য রত্ন, তারে না করিলে যত্ন, হেন রত্ন জায় অজত্নেতে * প্রেম কিবা বস্তু সেহ, হারাইছে মন দেহ, জিজ্ঞাসিও তাহার কাছেতে * পুর্ব্বে প্রভু নিরাকারে, প্রেমে ধম সৃষ্টী করে, সেই প্রেমে মজিয়া নিজেতে ॥ আপনার তেজ দিয়া, আজ্ঞা কৈল গেল হৈয়া, সাকার মহাম্মদ নামেতে * তার প্রেমে হৈয়া মত্ত, এতিন ভূবন যত, সৃষ্টী কৈল তাহার তেজেতে * হাজার বৎসর ভরি, প্রেম ব্যাখা যদি করি, তবু না পারিব সীমা দিতে ॥ মজিয়া রৌসন গোলে, আবদুর রহিম বলে, প্রেম কর জীবন থাকিতে *

পয়ার ॥ শোনা পুরে রহে গাজি হরিস অন্তরে ॥ আনন্দের সীমা নাহি প্রতি ঘরে ঘরে * গাজি আর কালু সাহা মছজিদ মাঝে ॥ বসিলেন সিংহাসনে মনোহর সাজে * দেখিয়া গাজির রূপ পরাণ জুড়ায় ॥ খিদা তৃষ্ণা নিদ্রা ব্যথা সকলি পলায় * সে রূপ হেরিলে প্রাণ না পারে বান্ধিতে ॥ হারাইয়া প্রাণ চক্ষু কান্দে ব[illegible]থে * মনে লয় সদা কাল গেঁথে রাখি গলে ॥ কমল শরীর তার যিনি রজু

জলে * রূপেতে করিয়া আলো দুই সহদর ॥ সুয়ে ছিল এক রাত্রে পালঙ্গ উপর * প্রভুর কৌতুক ভাই কে পারে বুঝিতে * আসিলেন ছয় পরি কোকাফ হইতে *

ধুয়া ॥ ঠমকে ঠমকে চলে সব পরি নারী ॥
ঝলমল করে রূপ আহা মরি মরি *

পয়ার ॥ কোকাফ দেশেতে বাস করে পরি গণ ॥ তার মধ্যে ছয় পরি প্রথম যৌবন * লাল পরি নিল পরি আর কাল পরি ॥ চাঁদ পরি সোনা পরি তার ছোট নুরি * এই ছয় পরি আর পরি লয়ে সাথে ॥ খোদার সংসার দেখে আরোহিয়া রথে * অনেক নগর তারা ভ্রমন করিয়া ॥ আসিলেন সোনা পুরে রথ চালাইয়া * দে-খিয়া নুতন পুরি যত পরি গণ ॥ রথ নামাইয়া তারা চলিল তখন * বিচিত্র নগর দেখে ঘর সারি২ ॥ যেমন লঙ্কাতে ছিল রাবনের পুরি * পুরির তামাসা দেখে চলিয়া২ ॥ উপস্থিত মছজিদ কাছেতে আসিয়া কাতার বান্ধিয়া তারা জাচ্ছে ধীরে ধীরে ॥ হেলিয়া ঢুলিয়া পড়ে জৌবনের ভরে * সুইয়াছে দুই ভাই পালঙ্গ উপরে ॥ রূপেতে হইছে আলো যিনি সসধরে * দেখিয়া গাজির রূপ যত পরি গণ ॥ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ঢলিয়া তখন * চেতন হইয়া তারা কতক্ষন পরে ॥ চাইয়া গাজির দিগে লাগে কহিবারে * কিবা রূপ অপ-রূপ আহা মরি মরি ॥ এহার সমান নাই ত্রিজগত জুড়ি * এমন শুন্দর রূপ মনুষ্য অঙ্গেতে ॥ পরি গণ তূচ্ছ মোরা তাহার কাছেতে * হেন সমে এক পরি ধরিয়া অঞ্চল ॥ কহিতে লাগিল অতি হইয়া চঞ্চল * লাগিছে রূপের বান অন্তরে আমার ॥ মন লয় দাসা হৈয়া থাকি আমি তার * আর পরি বলে বোন পাসরা না জায় ॥ আহা মরি তোর মত মোর মনে চায় * আর পরি বলে আমি জাতি কূল দিয়া ॥ সেবিব চরন এর নিজ অন্ন খাইয়া * এই রূপে সকলেতে হৈয়া উনমাদিনী ॥ কহিতে লাগিল ওগো প্রানের ভগিনী * দে-খিয়া গাজির রূপ পরান বিদরে ॥ হেন রূপ কন্যা নিগো আছয় সংসারে * এক পরি উঠে বলে হাত লারা দিয়া ॥ কত রূপ ধরে গাজি মজিছ দেখিয়া * এক কন্যা আছে যেগো আমি [illegible]হা জানি ॥ নিন্দয় গগণ শশী সেই বিনদিনী * হেন রূপ না পাইছে দেবতা

কিন্নর ॥ মূখের লাবন্য যিনি কটি সমধর * আরযে বত্তিশ দাতে মিশি লাগাইছে ॥ লক্ষ কোটি তারা যিনি উজ্জ্বল করিছে * জবা ফুল যিনি জিভ্ভা তাতে খায় পান ॥ না খাটে উপমা কিবা করিব বাখান * মৃগের নয়ন তুল্য শুভিত লোচন ॥ জিনিয়া চন্দ্রের ছটা তাহার কিরণ * চক্ষু মেলি সেই ধনি জার দিগে চায় ॥ প্রান হারা হৈয়া সেই করে হায়২ * ভ্রমরের বর্ণ যিনি লম্বা কেশ মাথে ॥ দাড়াইলে পড়ে কেশ পায়ের পাতাতে * জেলেখার কটি তুল্য কটি তার সরু ॥ তাদৃশ নিতম্ব আর পেট পিঠ উরু * সুগঠন হস্ত পদ কি কহিব মরি ॥ তাহার উপমা নাহি ত্রিজগত জুড়ি * পরির গন বলে বোন কহগো সত্তর ॥ কি নাম কন্যার সেই কোন দেযে ঘর * সেই পরি বলে সবে শুন এক চিত্তে ॥ সে দেশ অনেক দুর দক্ষিন দি-গেতে * জানিবা তাহার নাম ব্রাহ্মণা নগর ॥ চারি দিগে নদী তার দেখিতে শুন্দর * সোনা দিয়া বান্ধিয়াছে ঘাট চারি খান ॥ প্রতি ঘাটে চারি শত শোনার নিশান * হেন পুরি নাহি ওগো ছিল রাবনের ॥ মটুক নামেতে রাজা সেইত দেশের * প্রজা গণ যত তার সকলি ব্রাহ্মণ ॥ তেরাত্র করেন তারা দেখিলে জবন * চুলি মালি নাই ধুবি আর যত ইতি ॥ সকলি ব্রাহ্মন হয় নাহি অন্য জাতি * নগর নিবাসী যত সব ধনবান ॥ সে দেশে কাঙ্গাল নাহি সকলি স-মান * সুবর্ণের কুম্ভ দিয়া আনে সবে জল ॥ বাটি ঘটি থাল ঝারি সোনার সকল * এক খান ঘর নাহি সেই দেশ জুড়ি ॥ দালান মন্দির মোট সব বাড়া২ * রাজার বাটীতে সব মন্দির সোনার ॥ দূরে থাকি দেখা যায় অগ্নির আকার * তাহার ধনের সংখ্যা কহি কেমনে ॥ হীরা ও মানিক রাজা কৌড়ি সম গনে * নামেতে দক্ষিন রায় রাজার গোসাই ॥ তাহার সমান বীর সংসারেতে নাই * চা-রিটা মইস আর চাল্য সাত মোন ॥ প্রতি সন্ধ্যা কালে সেই করেন ভক্ষন * মহা সুখে আছে রাজা ব্রাহ্মনা নগরে ॥ নয় স্যালা সাত পুত্র সাত বধু ঘরে * দাস দাসী যত আর সংখ্যা নাহি তার ॥ লিলা-বতী নামে সতী মহীসি রাজার * তার কন্যা চাম্পাবতি রূপের সাগর ॥ ভুবন বিজয় রূপ গাজির উপর * আকাশের দিগে যদি চা-ম্পাবতি চায় ॥ লজ্জায় ভাস্কর গিয়া বারীদে লুকায় * বাপের দুলাল্য

কন্যা মায়ের পরানি ॥ সাত ভাই সকলের কনিষ্ঠ ভগিনি * বাপে আর ভাই সবে রাখে কোলে কোলে ॥ মাতা তার অন্ন সদা দেয় মুখে তুলে * বাপ ভাই বিনে আর পুরুষ কেমন ॥ চক্ষু মেলি চাম্পা নাহি দেখিছে কখন * সুবর্ণের মন্দিরেতে রত্ন ছিংহাসনে ॥ একাকিনী থাকে কন্যা প্রফুল্ল বদনে * গোলাপী পানের বিড়ি সুয়ে সুয়ে খায় ॥ দর্পনেতে মুখ আর দেখেন সদায় * দ্বাদশ সৎসর হবে বয়েস তাহার ॥ দাস দাসী নাহি রাখে কাছে আপনার * মন্দিরের চারি দিগে তিনশ প্রহরি ॥ দিবা রাত্র পাড়া দেয় সকলেতে বেড়ি * কহিলাম আদি অন্ত সব বিবরণ ॥ মনে লয় দেখ গিয়া সে রূপ কেমন * পরি গণে বলে তাহা বিশ্বাস না হয় ॥ চক্ষে না দেখিলে নাহি করিব প্রত্যয় * এক পরি বলে সবে শুন মোর কথা ॥ গাজিকে লইয়া চল জাই চলে তথা * লাগায় গাজির অঙ্গ চাম্পার অঙ্গেতে ॥ কার বেসি কার কমি দেখিব চক্ষেতে * এ জুক্তি সাবস্ত্য করি যত পরি গণ ॥ মছজিদ মাঝে গেল চলিয়া তখন * দুই পালঙ্গেতে সুয়ে আছে দুই ভাই ॥ নিদ্রায় মহিত অতি কেহ জাগে নাই * হেন সমে পরি সবে পালঙ্গের খুড়া ॥ ধরিয়া বাহের করি দিল লয়ে উড়া * গাজিকে লইয়া পরি উড়ি সুন্য ভরে ॥ নিমিসে গেলেন তারা ব্রাহ্মণা নগরে * দেখিল প্রহরি সব আছেন সুইয়া ॥ মৃত্যুর আকার হৈয়া রহিছে পড়িয়া * হেন সমে পরি গণ খোসাইয়া দ্বার ॥ আনিল গাজিকে লয়ে মন্দিরে চাম্পার * সুয়ে আছে চাম্পাবতি পালঙ্গ উপরে ॥ শুন বলি পরি সবে কোন কাজ করে * গাজির পালঙ্গ নিয়া চাম্পার ডাহিনে ॥ রাখিলেন মিলাইয়া পরম জতনে * দুই পালঙ্গের নিচে দুই ঠিকা দিল ॥ মধ্যে হইতে খোচ একাজ করিল * তৎপর পরি গণ দুরে কিছু গিয়া ॥ দেখেন দোহার রূপ নয়ন ভরিয়া * দেখিয়া হইল পরি উনমাদ লক্ষন ॥ গালে হাত দিয়া সবে কহেন তখন * ইকি রূপ অপরূপ আহা মরি মরি ॥ জেমন সুন্দর গাজি তেমন সুন্দরী * এক অঙ্গ গড়িছেগো দুভাগ হইয়া ॥ কেমনে গড়িল বিধি এমন করিয়া * এক তিল বেসি কমি নাহি দেখি কার ॥ গড়ন কামেলা ধন্য কারিগরি তার * যদি গো সাহেব গাজি রমনী হইত ॥ বদল করিলে কেহ নাহিক চিনিত * এক পরি বলে যদি

এরা হৈত বিয়া ॥ আনন্দ সাগরে তবে রহিত ডুবিয়া ❋ হেন রূপ কেন বিধি করিল সৃজন ॥ ভিন্ন জাতি দুই জন না হবে মিলন ❋ এই সব আলাপন করে পরি গণ ॥ নগর দেখিতে তারা করিল গমন ❋ ব্রাহ্মণা নগর সব ভ্রমন করিয়া ॥ রাজার বাগানে শেষে গেলেন চ-লিয়া ❋ ফুটিয়াছে উদ্যানেতে নানা জাতি ফুল ॥ কদম্ব কেতকি বেলা মল্লিকা বকুল ❋ রংরাজ টগর জবা অতি শুসোভন ॥ গোলাব কামিনী চাঁপা সেউতি রঙ্গন ❋ পাকিয়া রইছে আর কত জাতি ফল পুস্তক বাড়িয়া জায় লিখিলে সকল ❋ এই সব ফল ফুলে দেখে পরি গণ ॥ গাছে২ আরোহিয়া করেন ভক্ষন ❋ চাম্পার মন্দিরে গাজি গেল পাসরিয়া ॥ এখানেতে কিবা হৈল শুন মন দিয়া ❋ গাজি আর চাম্পাবতি দুই পালঙ্গেতে ॥ কেহ নাহি জাগে দোন আছেন নি-দ্রাতে ❋ কালু ভাই বলি গাজি গামূড়ান দিল ॥ চাম্পার বুকেতে হাত অমনি পড়িল ❋ পুরুষের অঙ্গ যদি লাগিল অঙ্গেতে ॥ জা-গিয়া উঠিল বালা কাঁপিতে২ ❋ বুকেতে এমন স্বর হানিল মদন ॥ যেমন ঘৃতের মধ্যে পড়িল আগুন ❋ মনে মনে বলে কন্যা এসে কোন দাসী ॥ চাতুরি করিছে বুঝি মোর কাছে বসি ❋ দাসী হেন-জ্ঞান রামা মনেতে করিয়া ॥ বিবস্ত্র হইয়া উঠে খাড়া হাতে লৈয়া ❋ দাড়াইয়া চাম্পাবতি চক্ষু মেলি হেরে ॥ কোটী শশী যিনি রূপ ঝলমল করে ❋ গাজিকে দেখিয়া চাম্পা মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ উলঙ্গিনি পালঙ্গেতে পড়িল ঢলিয়া ❋ কতক্ষন পরে বালা হইয়া চেতন ॥ ধীরে ধীরে পড়িলেন পৈরন বসন ❋ পরে সতী চাম্পাবতী পালঙ্গে বসিয়া ॥ দেখেন গাজির রূপ স্বচক্ষে চাহিয়া ❋ ক্ষনে দেখে চক্ষু কান ক্ষনে দেখে বুক ॥ ক্ষনে দেখে হস্ত পদ ক্ষনে দেখে মুখ ❋ লক্ষ কুটি চন্দ্র যিনি তার মুখ খান ॥ ছট পট করে কন্যা হারাইয়া জ্ঞান ❋ চাম্পা বলে কিবা রূপ আহা মরি মরি ॥ একেবারে প্রান মোর করে নিল চুরি ❋ হইল চঞ্চল চিত্ত ধর্য্য নাহি হয় ॥ নিশ্বাস ছাড়িয়া ধনি ভাবিয়া রিদয় ❋ মন্ত্রনা করিল এই সাতে আপনার ॥ জাগাইয়া জিজ্ঞাসন করি একবার ॥ কি নাম তাহার হয় ঘর কোথাকারে ॥ কেমনে আসিল চোর আমার মন্দিরে ❋ জেমন পতঙ্গ গিয়া পড়ে আগুনেতে ॥ সেই মত কন্যা নাহি পারিল থাকিতে ❋ আপন পালঙ্গ

হৈতে তখনি উঠিয়া ॥ গাজির পালঙ্গ মধ্যে বসিলেন গিয়া * পালঙ্গে বসিয়া চাম্পা গাজির পদেতে ॥ দুই হাতে ধরি ডাকে কান্দিতে কান্দিতে * উঠ উঠ মন চোরা কত নিদ্রা জাও ॥ অভাগিনী চাম্পা ডাকে চক্ষু মেলি চাও * আহারে দারুণ চোর কেমনে আসিলে ॥ নাহিক হেরিল তোরে প্রহরি সকলে * কেনবা আসিলে এথা কাটাইতে মাথা ॥ জাননা মটুক রাজা হয় মোর পিতা * দেখিলে এখনি তোরে ফেলিবে কাটিয়া ॥ জাগোরে দারুণ চোর নয়ন মেলিয়া * এই রূপে চাম্পাবতী ডাকে কত মতে ॥ আবদুর রহিম বলে বিরচিয়া গীতে *

---ঃ(*)ঃ---

গীত তাল আদ্ধা ॥

জাগোরে২ নাথ জাগো চক্ষু মেলি ॥ বিফলে রজনী হেন যায় দেখ চলি * জাইতেছো নিদ্রা কত, পাবে নিদ্রা অবিরত, গা তুল২ বলি করে কৃতাঞ্জলি ॥ তোমার রূপের বানে, প্রাণ মোর নাহি তনে, গেছে প্রাণ বক্ষ দেশ করে সেই খালি প্রাণ বিনে কলেবর, কাঁপিতেছে থর থর, ধর প্রাণ ধর ধর পড়িলাম ঢলি ॥ দুই হাতে ধরি বুকে, চন্দ্র মুখ দিয়া মুখে, একবার দয়া করি লেহ কোলে তুলি *

পয়ার ॥ শুনিয়া চাম্পার ডাক গাজি জিন্দা পীর ॥ উঠিলেন নিদ্রা হৈতে হইয়া অস্থির * বিধুমুখী চাম্পাবতী আছে কাছে বসি ॥ জ্বলিতেছে রূপ যিনি লক্ষ কোটী শশী * হাটাৎ চাম্পার রূপ নয়নে হেরিয়া ॥ মূর্চ্ছিত হইয়া গাজি পড়িল ঢলিয়া * হেন কালে চাম্পাবতী মুখে জল দিল ॥ আর যে কমল হাত বুকে লাগাইল * তবে গাজি চক্ষু মেলি বসিল উঠিয়া ॥ মনে মনে ধন্দ লাগে কন্যাকে দেখিয়া * চারি দিগে চায়ে দেখে নাহি কালু ভাই ॥ আর সেই মছজিদ চক্ষে দেখে নাই * অস্থির হইয়া গাজি ভাবেন অন্তরে ॥ কেমনে আসিনু জানি এইত মন্দিরে * দেখিয়া কন্যার রূপ না পারি থাকিতে ॥ কেবা মোরে এইখানে আনিল কি মতে * হেট সিরে সাহা গাজি ভাবে মনে২ ॥ হেন কালে কহে কন্যা মধুর

বচনে ※ কেমনে আসিলে চোর মন্দিরে আমার ॥ ধন্যরে দারুণ চোর সাহস তোমার ※ এতেক প্রহরি গণ কেমনে এড়ালে ॥ কার হাতে তুমি নাহি ধরাও পড়িলে ※ মরিতে আসিলে চোর রক্ষা নাহি তোর ॥ জাননা মটুক রাজা পিতা হয় মোর ※ শুনিলে এখনি আসি কাটিবে গর্দ্দান ॥ বাঁচিবার কিছু তোর না দেখি সন্ধান ※ নামেতে দক্ষিন রায় গোসাঞি রাজার ॥ বাহু বলে পারে সেই জিনিতে সংসার ※ মানুষ ধরিয়া বীরে চাবাইয়া খায় ॥ তার হাতে বাপে নিয়া দিবেন তোমায় ※ ব্রাহ্মণা নগর এই শুন বিবরণ ॥ এ দেশের প্রজা গণ সকলি ব্রাহ্মন ※ অন্য জাতি দেশে রাজা নাহি দেয় ঠাই ॥ জবন পাইলে খায় দক্ষিনা গোসাই ※ শুন চোর বলি শুন আর সমাচার ॥ লিলাবন্তী নামে সতী জননী আমার ※ সাত ভাই জেষ্ঠ মোর বলবান অতি ॥ সবের কনিষ্ঠ আমি নাম চাম্পা-বতী ※ বাপ ভাই বিনে আর পুরুষ কেমন ॥ চক্ষু মেলি চেয়ে নাহি দেখেছি কখন ※ দাসী গণ দেখি সদা দাস দেখি নাই ॥ যদি আমি মিথ্যা বলি গোমাংসহ খাই ※ তোমাকে প্রথম এই দেখিনু নয়নে ॥ আহারে দারুণ চোর আসিলে কেমনে ※ হৃদয় সিন্দুক মোর তুমিরে খুলিয়া ॥ প্রাণ ধন লয়ে গেছ হরণ করিয়া ※ কহ চোর কহ শুনি পরিচয় মোরে ॥ কোন জাতি হও তুমি ঘর কোথাকারে ※ মাতা পিতা কেবা তোর কি নাম তাহার ॥ কহ চোর কহ আর নাম আপনার ※ এমন সুন্দর রূপ তোমার অঙ্গেতে ॥ এক তিল নাহি আমি পারি পাসরিতে ※ খাইবে দক্ষিন রায় প্রভাতে আসিয়া ॥ কেমনে আমার প্রাণ রাখিব বান্ধিয়া ※ আহা২ চোর কেন আসিলে হেথায় ॥ আপনি মরিতে আর মারিতে আমায় ※ শুনিয়া কন্যার বানি অনেক ভাবিয়া ॥ কহিতে লাগিল গাজি সাহস করিয়া ※

—ঃ)(※)(ঃ—

গীত তাল আদ্ধা ॥

আহা মরি প্রাণ প্রিয়া ও প্রাণ বিধুমুখী ॥ ইকি রিত বিপরিত তোমার চরিত্র দেখি ※ কত ভয় দেখাইলা, যেমন শিশুর খেলা করিতেছে মোর সঙ্গে অঙ্গে ধুলা মাখি ॥ বিনা শ্রমে পেলে রত্ন, কে করে তাহার যত্ন, ভাল নহে ভাল নহে এত বকাবকি ※

পয়ার। চাম্পা বলে ধন্য চোর সাহস তোমার ॥ আসিয়া মন্দিরে মোর এত অহঙ্কার ※ গাজি বলে প্রাণ প্রিয়া চোর নহে আমি ॥ আমাকে করিয়া চুরি আনিয়াছ তুমি ※ কেমনে আসিনু নৈলে তোমার মন্দিরে ॥ উলটিয়া চোর বল চুরি করে মোরে ※ চাম্পা বলে হারে চোর নাহি তোর ভয় ॥ রজনি প্রভাত হইলে জাবে জমালয় ※ গাজি বলে প্রাণ মোর তোমার কাছেতে ॥ কাহার ক্ষমতা আছে আমাকে মারিতে ※ তুমি যদি মার তবে মরন আমার ॥ পিরিতে ডুবিছে প্রাণ ভয় কার আর ※

গীত তাল আদ্ধা ॥

মরিরে২ আহা মরি ॥ কি কহ২ প্রাণেশ্বরী ※ পড়িয়াছি প্রেমার্ণবে, যায় যাবে প্রাণ যাবে, তার দায় চিন্তা নাহি করি ॥ মরিসে বিশেষ আর, তিলেকে হইয়া পার, মিসে রব অঙ্গেতে তোমারি

পয়ার ॥ চাম্পা বলে শুন চোর ভাবিছ কি মনে ॥ রজনী প্রভাতে বল বাচিব কেমনে ※ রাখিবার ঠাই নাই কোথায় রাখিব ॥ তোমাকে মারিলে সত্য আমিহ মরিব ※ তোমার আমার আজি মরন নিশ্চয় ॥ চরনে ধরিয়া কহি দেহ পরিচয় ※ এই কথা চাম্পাবতী জখন কহিল ॥ প্রান ভয়ে সাহা গাজি কাঁপিতে লাগিল ※ কাঁপিয়া কাঁপিয়া কহে চাম্পার সাক্ষ্যাতে ॥ আবদুর রহিম বলে বিরচিয়া গীতে ※

গীত তাল আদ্ধা ॥

উপায় দেখিনারে প্রান আর উপায় দেখিনা ॥ কি করিব কি করিব হায় করি কি বলনা ※ পড়েছি তোমার হাতে, জাই বল কোন পথে, ঠেকিনু বিষম দায় বুদ্ধিত খাটেনা ※

পয়ার ॥ চাম্পা বলে কেন তুমি ভাবিতেছ মিছে ॥ জর্ম্মিলে মরন জান এক দিন আছে ※ তোমার আমার আজি সে দিন নিশ্চয় ॥ ভাবিলে কি হবে আর দেহ পরিচয় ※ শুনিয়া সাহেব গাজি হাত দিয়া গালে ॥ ধীরে ধীরে মধুস্বরে কেন্দে কেন্দে বলে ※ ※ ভর ※

আহা আহা মরি মরি ॥ কি কহিব ও সুন্দরী ※

ত্রিপদী ॥ মুছিয়া কমল আখি, বিধুমুখে সুধা মাখি, কহে গাজি মধুর বচনে ॥ কি কহিব পরিচয়, প্রাণ মোর কাঁপে ভয়, শুন

যদি সাধ থাকে মনে ॥ বৈরাট নগয়ে ঘর, পিতা সাহা ছেকান্দর, অজুপা শুশীলা সতী মাতা ॥ মোর নাম জান গাজি, তোমার মন্দিরে আজি, মীন মত হৈছি জালে গাঁথা ॥ আমার বাপের ডরে, কাঁপে ভূমি থরে২, আর কাঁপে সর্ব্ব দেব গণ॥ মাতা মহ রাজা বালি, পিতার ভয়েতে চলি, গেল রাজা পাতাল ভুবন ॥ শুন চাম্পা বলি তোরে, দক্ষিনা রায়ের মোরে, ভয় যে দেখাও বারবার ॥ মোর বাপ যিনি কাল, পাইলে করিত লাল, কান দুটি মলিয়া তাহার ॥ শুন সতী হৈয়া ধৈর্য্য, করিবারে রায্য কার্য্য, মোরে ডাকি কহিলেন পিতা ॥ আমি তাহা অশ্বীকার, কৈল কত বার বার, আজ্ঞা দিল কাটিবারে মাথা ॥ না ধরিল হাতিয়ারে, তবে পিত ক্রোধ ভরে, পাঁড়াইল দশ হাতী দিয়া ॥ এহাতে বাচিনু জবে, অগ্নি কুণ্ড করি তবে, দিল বাপে তাহাতে ফেলিয়া ॥ বাচিলাম অগ্নি হৈতে, তবে ফেলে সাগরেতে, সিলা এক বান্দিয়া গলেতে ॥ তাহাতে উদ্ধার হই, সাগরে ফেলিয়া সুই, বলিলেন উঠাইয়া দিতে ॥ সুই আনি দিনু যদি, তবু পিতা নিরবধি, কহে মোরে রাজত্তের কথা ॥ অতএব নিশা কালে, জননীকে ঘুমে ফেলে, দেশ ছাড়ি মনে পেয়ে ব্যথা ॥ কালু নামে ভাই এক, মায়ে তারে পুশিলেক, সেহ মোর চলিল সঙ্গেতে ॥ বেড়াইয়া নানা দেশ, বাঙ্গালাতে অবশেষ, বসিলাম সুন্দর বনেতে ॥ সাত সাল থেকে বনে, পরে ভাই দুই জনে, ছাপাই নগর মধ্যে গিয়া ॥ শ্রীরাম রাজার তরে, স্ববংসে স্বজাতি কৈরে, শোনা পুরে গেলাম চলিয়া ॥ বন ছিল শোনা পুরি, তাহাকে উদিত করি, সাহা পরি দ্বারায় তাহার ॥ হাজারদালান তাতে, দিয়া গেছে পরিজাতে, দিল এক মছজিদ আর ॥ সেই মছজিদ পরে, ছিলাম ঘুমের ঘোরে, দুই ভাই দুই পালঙ্গেতে ॥ কে মোরে এখানে আনে, কিছু জানি নাহি মনে, কহিলাম তোমার কাছেতে ॥

পয়ার ॥ চাম্পা বলে হারে চোর এত শক্তি তোর ॥ উপনিত হৈলে আসি ব্রাহ্মনা নগর ॥ জবনের সাধ্য নাহি দেশে দিতে পারা ॥ একে বারে মধ্যে ঘরে বসিছরে চোরা ॥ কেমনে জবন তুই আমার মন্দিরে ॥ রাম রাম জাতি মোর গেল একেবারে ॥ মরনের সাধে তুমি এ দেশে আসিলে ॥ এখনি বান্ধিয়া নিবে প্রহরি সকলে ॥

দক্ষিন রায়ের ভাগ্যে আসিয়াছ এথা ॥ অম্বল খাইবে তোর দায়ে কাটি মাথা * জীবনের আসা আর না কর কথন ॥ মৃত্যু কালেজপ কর নাম নিরাঞ্জন * তোমার সাহস ধন্য আসিলা মন্দিরে ॥ ত্বরায় বাহিরে জাও ছুইবা আমারে *

—— ০ঃ(*)*(*)ঃ০ ——

গীত তাল আদ্ধা ॥

আহা মরি মন চোর কি করি কি করি কহ ॥
ধরিতে গগণ শশী গগণে হাত বাড়াওহ ॥
গোবরিয়া পোকা হৈয়া পদ্যমধু খেতে চাহ ॥
জাহরে জাহরে চোর প্রান লিয়া জাহ ॥

পয়ার ॥ চাম্পার বচনে গাজি কাঁপে থর থর ॥ কাঁপিয়া২ কহে হইয়া কাতর * শুন মোর প্রান প্রিয়া কিবলগো তুমি ॥ স্বপনেও কভু নাহি দেখিয়াছি আমি * তোমার মন্দির আর ব্রাহ্মনা নগর ॥ এই থানে মৃতু বুঝি লিখিয়াছে মোর * জীবনের আশা নাহি জানি মনে মনে ॥ না করি ভাবনা কিছু তাহার কারণে * দক্ষিন রায়ের আর নাহি রাখি ভয় ॥ কি কহিব প্রান প্রিয়া বিদরে হৃদয় * কেবল ভাবনা এই মনে২ করি ॥ কেমনে প্রিয়সি আমি তোমাকে পাসরি * বিকাইছে প্রান ধন তোমার রূপেতে ॥ মরিলেও গাঁথা রূপ রহিবেক চিত্তে * এরূপ জৈবনে মোরে করিছ উদাসি ॥ স্থিরনা হইতে পারি শুনগো প্রিয়সী * আহা আহা প্রাণ প্রিয়া কি করি উপায় ॥ যে দাগ দিয়াছ চিত্তে মোছা নাহি যায় * তুমি যদি নিজ হাতে কেটে ফেল মাথা ॥ তবে আর কিছু মোর না রহিবে ব্যথা * এখনি কাটহ প্রাণ ধরি তোর পায় ॥ মনের আবেস তবে সব ঘুচে জায় * নতুবা করহ কিছু উপায় আমার ॥ পড়েছি তোমার হাতে কি কহিব আর * সর্ব্ব শাস্ত্র জান তুমি নন্দিনি রাজার ॥ জোতিস শাস্ত্রেতে দেখ ভাগ্য কি কাহার * এবলিয়া সাহা গাজি করেন রোদন ॥ নয়নের জলে জায় ভাসিয়াবদন * তবে সতী চাম্পাবতী খড়ি লয়ে হাতে ॥ দুই নাম জুক্ত করি লাগিল গনিতে * গনিয়া দেখিল কন্যা লেখেছে বিধাতা ॥ গাজির সঙ্গেতে চাম্পা এক শুতে গাঁথা * হইবে সাহেব পতি প্রধান তাহার ॥ গাজি বিনা সংসারেতে পতি নাহি আর *

গনাতে জানিয়া চাম্পা ভাবে মনে মন ॥ আমিতো ব্রাহ্মন জাতি সে হয় জবন * তার সাতে বিয়া মোর কেমনে হইবে ॥ বিধির কলম কভু বৃথা নাহি জাবে * এভাব ভাবিয়া চাম্পা কি করে তখন ॥ হাত বাড়াইয়া ধরে গাজির চরন * ধরিয়া গাজির পদে রাজার নন্দিনী ॥ সাড়ির অঞ্চল দিয়া মুছে মুখ খানি * মুছিয়া গাজির মুখ কহে চাম্পাবতী ॥ উঠ উঠ প্রান নাথ স্থির কর মতি * বিধির লিখন নাহি হইবে খণ্ডন ॥ তুমি মোর প্রান পতি নির্ব্বন্ধ লিখন * আমিহ তোমার দাসী নাহি ছাড়া ছাড়ি ॥ এক সুতে গাঁথা যেন হর আর গৌরি * সুপিনু যৌবন ধন তোমার চরনে ॥ না করিও চিন্তা আর আপনার মনে * হাসি মুখে একবার কহ নাথ বানি ॥ পরাণ জুড়াই আর শ্রবনেতে শুনি * শুনিয়া সাহেব গাজি হরসিত মনে ॥ কহেন কন্যার কাছে মধুর বচনে * শুন শুন প্রান প্রিয়া মোর নিবেদন ॥ কোথায় রাখিবা মোরে করিয়া কেমন * হইছি মীনের মত আটক জালেতে ॥ বাচিবার পথ কিছু না দেখি চক্ষেতে * চাম্পা বলে শুন প্রভু মোর নিবেদন ॥ কপালে লিখেছে যাহা না হবে খণ্ডন * তোমাকে লইয়া কালি বাপ কাছে জাব ॥ জাইয়া ভাগ্যের লেখা সকলি কহিব * তবে বাপে তব সাথে দিবে মোর বিয়া ॥ নৈলে মোরা দুই জনে ফেলিবে কাটিয়া * নহেত হইয়া ক্রোধ খেদারিয়া দিবে ॥ এর বেসি প্রান নাথ আর কি করিবে * খেদাড়িয়া দেয় যদি মোরা দুই জনে ॥ বড়ই বিশেষ হয় জাব তব সনে * তুমিত ফকির আমি ফকিন্নী হইয়া ॥ ভিক্ষা মাগি খাব গিয়া গলে ছালা লৈয়া * না ছাড়িব তব সঙ্গ জীবন থাকিতে ॥ কণ্ঠ কাটিলেও আমি জাব সাথে সাথে * এবলিয়া রাজ সুতা গাজির চরনে ॥ দুই হাতে ধরি কান্দে সজল নয়নে * হেন কালে সাহা গাজি মুখে চুমা দিয়া ॥ মুছে তার চক্ষু মুখ কোলে বসাইয়া * তবে সতী চাম্পাবতী মেলিয়া নয়ন ॥ বলে শুন প্রাণ নাথ আমার বচন * জৌবন অমূল্য ধন সুপিনু তোমারে ॥ জাহা ইচ্ছা হয় নাথ কর তুমি মোরে * গাজি বলে শুন প্রিয়া মোর প্রাণ ধন ॥ যত দিন নাহি হয় বিবাহ বন্ধন * শুভ দিন তব সাথে না করিব রতি ॥ কিছু দিন ধৈর্য্য হৈয়া থাক চাম্পাবতি * কুকার্য্যেতে কভু তুমি নাহি দিও মন ॥

মোর রূপ ধ্যান করি ভাব নিরাঞ্জন ✻ দুয়ো কার্য্য সিদ্ধি তবে তোমার হইবে ॥ আমাকে পাইবে আর খোদাকেও পাবে ✻ আসন জিকির গাজি সব শিখাইল ॥ চারিটী কলেমা আর পড়াইয়া দিল ✻ তৎপরে চাম্পাবতী পাটে দ্বারাইয়া ॥ ঝাড়েন সিরের কেশ কবরী খুলিয়া ✻ চরনে পড়িল কেশ দীর্ঘ সে এমনি ॥ কালী হৈতে কাল যিনি কাল ভুজঙ্গিনী ✻ দুই হাতে কেশ সেই দুভাগ করিয়া ॥ মূছেন গাজির পদ পদে মুণ্ড দিয়া ✻ মুছিয়া চরন দুটি বান্ধিয়া কেশেতে ॥ কান্দিয়া কান্দিয়া চাম্পা লাগিল কহিতে ✻ আমিহ তোমার দাসী নিশ্চয় জানিবে ॥ দুঃখিনী দাসীরে নাথ ছেড়ে নাহি জাবে ✻ আমাকে ছাড়িয়া প্রভু যদি তুমি যাও ॥ ঈশ্বরের দিব্য আর মোর মাথা খাও ✻ মাতা পিতা ভাই বন্ধু সব মোর পর ॥ তোমা বিনে আপ্ত কেহ নাহি প্রাণেশ্বর ✻ শঁপিলাম দেহ প্রান তোমার চরনে ॥ অধিনির প্রতি দয়া থাকে যেন মনে ✻ গাজি বলে শুন প্রাণ যত্নের রতন ॥ ছাড়া ছাড়ি না হইবে থাকিতে জীবন ✻ আমি দেহ তুমি মোর প্রাণ বিধুমুখি ॥ ছাড়িবার পথ কিছু চক্ষে নাহি দেখি ✻ তোমাকে ছাড়িয়া যদি আমি চলে যাই ॥ খোদার দোহাই আর দুটি চক্ষু খাই ✻ এত শুনি চাম্পাবতী হরসিত মনে ॥ বসিল গাজির বামে প্রফুল্ল বদনে ✻ দোহার রূপেতে হেন হৈল উজ্জলিত ॥ তাহার উপমা নাহি সংসারে কিঞ্চিত ✻ কোটি কোটি রবি আর কোটি২ শশী ॥ চাম্পার মন্দিরে যেন পড়িয়াছে খসি ✻ রূপেতে করিয়া আলো বসে দুই জন ॥ হেন কালে সাহা গাজি অঙ্গুরী আপন ✻ চাম্পার অঙ্গুলি মধ্যে দিল পরাইয়া ॥ চাম্পার আঙ্গুরী চাম্পা তখনি খুলিয়া ✻ গাজির আঙ্গুলি ধরি নিজ হাতে দিল ॥ দোহার পালঙ্গ তার বদল করিল ✻ তৎপরে চাম্পাবতী পান বানাইয়া ॥ পতির মুখেতে সতী দিলেন তুলিয়া ✻ গাজিহ পানের বিড়ি তার মুখে দিল ॥ আতর গোলাব আর অঙ্গে ছিটাইল ✻ কস্তুরী চন্দন চুয়া তামাকেতে দিয়া ॥ কনকের হুক্কা আনি দিল সাজাইয়া ✻ তামাক তাম্বুল দোহে হরসিতে খায় ॥ প্রভুর কৌতুকে চক্ষে ধরিল নিদ্রায় ✻ গাজির পালঙ্গে চাম্পা সুইয়া তখন ॥ চাম্পার পালঙ্গে গাজি করিল সয়ন ✻ সুইয়া পালঙ্গ পরে সুখে নিদ্রা জায় ॥

বাগানেতে পরি গণ ফল ফুল খায় ❋ হটাৎ গাজির কথা হইল স্মরণ ॥ এক পরি বলে শুন ওগো ভগ্নি গণ ❋ গাজিকে আসিলা রাখি চাম্পার মন্দিরে ॥ একেলা রহিল কালু দেশ শোনা পুরে ❋ রজনী প্রভাত হৈলে প্রমাদ ঘটিবে ॥ না সহে বিলম্ব আর শীঘ্র চল সবে ❋ তখনি উড়িয়া চলে পরি নারী গণ ॥ চাম্পার মন্দির মধ্যে গিয়া সেই ক্ষন ❋ দাঁড়াইয়া তারা সবে কাতারে২ ॥ দেখেন দোহার রঙ্গ পালঙ্গ উপরে ❋ গাজির অঙ্গুরী কন্যা দিছে আঙ্গুলেতে ॥ কন্যার অঙ্গুরী সেই গাজির করেতে ❋ দোহার পালঙ্গ আর করিছে বদল ॥ দেখিয়া হাঁসেন পরি করে খল খল ❋ এক পরি উঠে বলে কিবা দেখ আর ॥ জাগিয়া করিছে এরা দুজনে বিহার ❋ একন্যা গাজির জুড়ি নির্ব্বন্ধ লিখন ॥ দোহার প্রেমেতে দোন হইছে বন্ধন ❋ দেখ২ কিবা রূপ আহা মরি মরি ॥ জেমন সুন্দর গাজি তেমন সুন্দরী ❋ মিলেছে এমন জোড় তনে আর মনে ॥ এজোড় ভাঙ্গিয়া মোরা নিবগো কেমনে কি করি উপায় বুদ্ধি কেবা দিবে বলি ॥ গাজিকে লইয়া যদি যাই মোরা চলি ❋ মরিবেক চম্পাবতী আক্ষেপ করিয়া ॥ না নিলে মরিবে কালু গলে অসী দিয়া ❋ করিলাম মহা পাপ আনিয়া গাজিরে ॥ আগেতে জানিলে কেবা হেন কাজ করে ❋ এক পরি বলে তোরা শুন গো সকলে ॥ মিলিবে চাম্পার সাথে থাকিলে কপালে ❋ যদি গো দোহার থাকে নির্ব্বন্ধ লিখন ॥ কিছু দিন পরে হবে অবশ্য মিলন ❋ কালুর কান্দন কার বরদাস্ত না হবে ॥ সাপ দিয়া মোরা সবে ভস্ম করে দিবে ❋ জেখানের পাপ চল সেখানে রাখিয়া ॥ আপনার ঘরে মোরা জাইগো চলিয়া ❋ জার কর্ম্মে যেই থমকে অবশ্য ঘটিবে ॥ তার জন্যে আমাদের কিছু না হইবে ❋ এ জুক্তি গ্রহন করি যত পরি গণ ॥ গাজির পালঙ্গ গিয়া ধরিল তখন ❋ সুইছে সাহেব গাজি পালঙ্গ উপরে ॥ তাহাকে লইয়া পরি উড়ে সুন্য ভরে ❋ উড়িয়া নিমিষে গেল শোনা পুর দেশে ॥ যেই থানে দুই ভাই ছিলেন উল্লাসে ❋ সুয়ে আছে কালু সাহা পালঙ্গ মাঝার ॥ রাখিল গাজিকে নিয়া কাছেতে তাহার ❋ তৎপর পরি গণ গেলেন চলিয়া ॥ মছজিদে দুই ভাই রহিল সুইয়া ❋ আবদুর রহিম বলে মধুর পাচালি ॥ চাম্পার বিলাপ শুন ত্রিপদীতে বলি ❋

ত্রিপদী ॥ রজনি প্রভাত হৈল, অন্ধকার ঘুচে গেল, পাখী সব ডাকে বসি ডালে ॥ উদয় হইল ভানু, হেম্বা হেম্বা করে ধেনু, সাজিয়া রাখাল গণ চলে ॥ চাম্পাবতী নিদ্রা যায়, ডাক দিয়া বলে মায়, কেন মাগো এত ঘুম আজি ॥ নিদ্রা ভঙ্গ হৈল ডাকে, হটাৎ জাগিয়া দেখে, পালঙ্গ সহিত নাহি গাজি ॥ হানাথ২ বলি, অমনি পড়িল ঢলি, একেবারে অজ্ঞান হইয়া ॥ ধুলায় লোটায় কায়, করে বালা হায় হায়, ক্ষনে ক্ষনে উঠে দাড়াইয়া ॥ অঙ্গের বসন আর, যত ছিল অলঙ্কার, দিল সব ফেলিয়া দুরেতে ॥ উলঙ্গ হইয়া ধনি, ভেবে কান্ত গুন মনি, উচ্চশ্বরে লাগিল কাঁন্দিতে ॥ নেত্র জলে গাত্র ভাসে, লোটন পড়িছে খসে, বেস করি কেশ নাহি বান্দে ॥ অবলা সরলা বালা, সৈতে নাহি পারে জ্বালা, মস্তকে হানিয়া হাত কান্দে ॥ গাজির পালঙ্গ আর, হাতের অঙ্গুরি তার, দেখে রামা আপনার হাতে ॥ আহা২ মুখে বলি, অমনি পড়িল ঢলি, পড়িয়া সে লাগিল লুটিতে ॥ ক্ষনে উঠে ক্ষনে লোটে, জেমন হইল পেটে, সন্তান প্রসবের ব্যথা ॥ কেন্দে বলে চাম্পাবতী, আহা২ প্রাণ পতি, তব দেখা পাব গিয়া কোথা ॥ অঙ্গুরি পালঙ্গ দিয়া, গেছ আর জ্বালাইয়া, দেখিতেই প্রাণ জ্বলে উঠে ॥ আহা২ মরি মরি, ধৈয্য না হইতে পারি, জায় প্রাণ জায় বুক ফেটে ॥ এবলিয়া রাজ বালা, অঙ্গেতে মাখিয়া ধুলা, কান্দিতেছে উলঙ্গিনি হৈয়া ॥ দাসী দুই তিন জন, আসিয়া যে সেইক্ষন, এই রূপ চক্ষেতে দেখিয়া ॥ মুখে কার নাহি বানি, যথা ছিল লিলা রাণী, কহে গিয়া লিলাবতী কাছে ॥ শুন মাগো লিলাবতী, দেখ গিয়া শীঘ্র গতি, কন্যা তোর পাগল হয়েছে ॥ এত শুনি লিলা রাণী, সিহরিয়া উঠে প্রাণি, চলে চক্ষু মুছিতে২ ॥ দেখে গিয়া লিলাবতী, সোকাকুলি হৈয়া অতি, চাম্পাবতী পড়িছে ভুমেতে ॥ অঙ্গের বসন আর, যত ছিল অলঙ্কার, দিছে সব দুরেতে ফেলিয়া ॥ হৈয়া ধনি পাগলিনি, কান্দে সিরে হাত হানি, গাজি২ বদনে বলিয়া ॥ হেন সমে লিলাবতী, মমতা করিয়া অতি, তুলিয়া সতী লইয়া কোলে ॥ মুছিলে নাক মুখ, বুকেতে লাগায়ে বুক, দুই হাত ধরি তার গলে ॥ জিজ্ঞাসেন লিলারাণী, কহ মাগো কহ শুনি, কি কারনে করিছ রোদন ॥ ত্রিপদী এখানে রয়, আবদুর রহিম কয়, গীতে কিছু করিয়া রচন ॥

গীত তাল আড়া খেমটা ॥

গুমরি গুমরি কান্দে রাজার কুমারি ॥ কেশ এল, চক্ষে জল,
পড়ে ঝারঝরি ॥ ত্যাজে সাড়ি, ভুমে পড়ি, যায় গড়া গড়ি
ক্ষনে উঠে, ক্ষনে লোটে, হৈয়া দিগাম্বরী *

পয়ার ॥ এই রূপে কান্দে চাম্পা সোকাকুলি হৈয়া ॥ লিলাবতী সতী মাতা তাহার আসিয়া * চাম্পাকে লইয়া কোলে জিজ্ঞাসেন রাণী ॥ কি কারণে কান্দ মাগো কহ২ শুনি * পালঙ্গ ত্যাজিয়ে কেন সুইলে ধরায় ॥ তোমার কান্দনে মোর বুক ফেটে জায় * নয়নের তারা তুমি অঞ্চলের ধন ॥ প্রানের অধিক মোর যত্নের রতন * সাত পুত্র মধ্যে মাগো তুমি আদরিনি ॥ যেই সমে ডাক মোরে বলিয়া জননী * অন্তর জুড়ায় জায় তোমার ডাকেতে ॥ দুঃখ লেস যত মোর পালায় দুরেতে * কি কারণে কান্দ মাগো কি হৈল তোমার ॥ কহসে মনের কথা কহ একবার * জিন পরি কিছু নাকি দেখিছ নয়নে ॥ কিম্বা কোন নিশা কালে হেরিলা স্বপনে * বার-বার কত মতে জিজ্ঞাসেন রাণী ॥ না দেয় উত্তর বালা নাহি কহে বানি * প্রতিবাসি নারী গন সকলি আসিয়া ॥ জিজ্ঞাসে চাম্পার কাছে সিরে হাত দিয়া * কি দেখিলা কহ শুনি রাজার নন্দিনী ॥ গুপ্ত কথা হৈলে বল কৈরে কানা কানি * না দেয় উত্তর কিছু না কহে বচন ॥ কার দিগে নাহি চায় মেলিয়া নয়ন * আসিল মটুক রাজা জনক চাম্পার ॥ সাত ভাই নয় মামা আসিলেন আর * সাত ভাজু নয় মামি যত দাস দাসী ॥ আসিয়া কান্দেন সবে হেট সিরে বসি * চাম্পাকে লইয়া কোলে মটুক রাজন ॥ জিজ্ঞাসেন প্রিয় ভাসে মুছিয়া নয়ন * কি কারণে কান্দ মাগো কহ সত্য কথা ॥ না দেয় জবাব কন্যা নাহি তুলে মাথা * সাত ভাই বলে শুন প্রানের ভগিনী ॥ জাহা চাহ বল মোরা সবে গিয়া আনি * মা বলিয়া নয় মামা ডাকে ঘন২ ॥ না দেয় উত্তর চাম্পা না মেলে নয়ন * নয় মামি ডাকে শুন শুনগো ছাওাল ॥ চক্ষু মেল কথা বল বলগো বাচাল * সাত ভাই বধু তারা বসিয়া কাছেতে ॥ কানা কানি করি কহে চাম্পার কানেতে * গোপনের কথা কিছু মনে থাকে যদি ॥ আমা-দের কাছে তাহা বলগো ননদী * না দেয় উত্তর চাম্পা নাহি মেলে

আখি ॥ নিরবেতে মনে২ কান্দে বিধুমুখী ✻ ঔষধ কবজ কত করে বৈদ্য গণ ॥ কোন মতে চাম্পা নাহি হইল চেতন ✻ এরূপ দেখিয়া রজা আক্ষেপ করিয়া ॥ চাম্পা২ বলি কান্দে সিরে হাত দিয়া ✻ সাত ভাই কান্দে তারা বোন বোন বলে ॥ নয় মামা কান্দে আর মামিরা সকলে ✻ সাত ভাজু বসি হেটে কান্দে ধিরে২ ॥ নগর বাসিনি গণ কান্দে ঘরে২ ✻ ধুলায় লুটিয়া কান্দে লিলাবতী রাণী ॥ মুখে জল দিয়া তুলে দাসী গণে টানি ✻ এই রূপে তিন দিন গত হৈয়া জায় ॥ এর মধ্যে অন্ন জল কেহ নাহি খায় ✻ তবে সতী চাম্পাবতী নয়ন মেলিয়া ॥ কহেন মায়ের কাছে কান্দিয়া২ ✻ স-কল চলিয়া গেলে এথান হইতে ॥ কহিব মনের কথা তোমার সা-ক্ষাতে ✻ একথা শুনিয়া তবে চলিল তখন ॥ ব্াপ ভাই মামা মামি আর বন্ধু গণ ✻ গেলেন চলিরা সবে বিরষ বদনে ॥ রাজা গিয়া বসি-লেন রাজ সিংহাসনে ✻ হেন কালে লিলাবতী চাম্পাকে কহিল ॥ বল বাছা যাদু ধন মোর কাছে বল ✻ চাম্পা বলে শুন মাগো ধরি তোর পায় ॥ সে কথা কহিতে মোর বুক ফেটে যায় ✻ কৈলে জানি কিবা আর কহ তুমি মোরে ॥ অতএব মনে মোর ভয় অতি করে ✻ শুন মাগো আগে জদি দিব্বি কর তুমি ॥ তবেত মনের কথা কহি সব আমি ✻ লিলা বলে যদি আমি কাহারে জানাই ॥ তোর মাথা খাই আর শিবের দোহাই ✻ গোশ্বা যদি হই বাছা ক-থাতে তোমার ॥ তবে মূই দুই চক্ষু খাই আপনার ✻ নির্ভয়েতে বল মাগো কিছু ভয় নাই ॥ কুলটা হইলেও কিবা করে বাপ ভাই ✻ চাম্পা বলে শুন মাগো কহ যদি এত ॥ কহিব মনের কথা আছে মোর যত ✻ দশ মাস উদরেতে আমাকে যেমন ॥ রাখিয়া ছিলেন মাগো করিয়া যতন ✻ সেই মত কথা মোর উদরে রাখিবা ॥ ভাল মন্দ কার কাছে কিছু না কহিবা ✻ লিলা বলে কহ বাছা নাহি কিছু ভয় ॥ আপনার ঘরের কথা কেবা কোথা কয় ✻ চাম্পা বলে কি কহিব কৈতে লাজ করে ॥ দেহ প্রাণ জ্বলে আর মুখে নাহি সরে ✻

গীত তাল আদ্ধা ॥

মরি২ আহা মরি লাজে মরে জাই ॥ দুঃখানলে প্রাণ জ্বলে

কোথায় জাব, কোথা গিয়া পাই ॥ পাইলে সে ধন,
করিয়া যতন, ধরি গলে, রব মিলে, ছেরে দিব নাই ❋
পয়ার ॥ ধীরে ধীরে কহে চাম্পা মায়ের কাছেতে ॥ কি কহিব জননীগো লাজ করে কৈতে ❋ সে দিন রাত্রে আমি আপন মন্দিরে ॥ একেলা আছিনু সুয়ে পালঙ্গ উপরে ❋ নিসাকালে চোর মোর ঘরেতে আসিল ॥ দুয়ারি প্রহরি যত কেহ না হেরিল ❋ না ধরিল চোর তারা কিসের লাগিয়া ॥ কাটিব সবের মুণ্ড বাপকে কহিয়া এমন দুর্জ্জন চোর কোথায় আছিল ॥ বুকে সিন্দ দিয়া প্রান চুরি কৈরে নিল ❋ বুক খালি করে মোর গেছে প্রাণ চোরা ॥ জিয়ন্তে মরেছি আমি হৈয়ে প্রাণ হারা ❋ আহা আহা জননিগো কব কার কাছে ॥ যেমত পাগল চোর আমাকে করেছে ❋ মনের কপাট খুলি বলা নাহি যায় ॥ কি দেখিনু কি হইল হায়ং হায় ❋ মনে মোর সদা তার জাগে মুখ খান ॥ সে মুখে কহিয়া কথা হরিয়াছে প্রাণ ❋ দুটি চক্ষু তার জেনো রত্ন বিনি জলে ॥ সে চক্ষে আমার চক্ষু লয়ে গেছে চলে ❋ লক্ষ কোটি রবি বিনি বুক তার ছিল ॥ সে বুকে আমার বুক খালি করে গেল ❋ এই রূপে সর্ব্ব ধন চোরে মোর নিয়া ॥ সোগের সাগরে ফেলি গেছেন চলিয়া ❋ কি দোষ করিনু আমি বিধি হৈল বাদি ॥ কাড়িয়া নিলেন মোর হাতে দিয়া নিধি ❋ তাহার উদ্দেসে আমি কোন দেশে যাই ॥ কে দিবে বলিয়া মোরে সে চোরের ঠাই ❋ আসিয়া বিদেশে চোরে করে গেল চুরি ॥ তাহার উদ্দেশ আমি কোথা গিয়া করি ❋

—ঃ)(❋)(ঃ—

গীত তাল আদ্ধা ॥

আহারে বিদেশী বন্ধু রহিলে কোথায় ॥ ভাযাইয়া দুঃখার্ণবে অবলা বালায় ॥ বিদেশীরে দিয়ে প্রাণ, গেল মোর কূলমান, তবু না পাইনু মন ছারিল আমায় ॥ বিদেশী এমন বৈরি, জানিলে কি প্রেম করি, ঠেকিয়াছি প্রাণ দিয়া করি কি উপায় ॥ যদি মোর প্রাণ পাই, মুখে তার দিব ছাই, না দেখিব চক্ষে তার পুরুষের কায় ॥ পুরুষ নিষ্ঠুর অতি, না জানে প্রেমের রিতি, জানিলে কি প্রাণ চুরি করিয়া পালায় ❋

পয়ার॥ কান্দিয়া কহেন চাম্পা মায়ের নিকটে॥ কি কহিব জননীগো কৈতে বুক ফাটে * যে রূপ দেখিছি চক্ষে না পারি ভূলিতে॥ উড়ু উড়ু করে প্রান উরিয়া জাইতে * কি কহিব জননী গো যে করে যে করে॥ কহিতে চোরের কথা পরান বিদরে * সংসারেতে নাহি আর পূরূষ এমন॥ লক্ষ কোটি শশী যিনি তাহার বদন * তার রূপ অনু রূপ ত্রিভূবনে নাই॥ হুর পরি মানিবেক তাহারে গোসাঞি * গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেব ছার তার কাছে॥ অপরূপ রূপ সেই বিধাতা গড়িছে * এক পল নাহি আমি পারি পাসরিতে॥ মন মধ্যে জাগে রূপ গাঁথা কলেজাতে * কি কহিব জননীগো মরি আমি লাজে॥ যে দাগ দিয়াছে চোর অন্তরের মাঝে *

গীত আদ্ধা॥

সহেনা সহেনা মোর প্রাণে আর সহেনা॥ কোথা রৈল
প্রাণ নাথ দেখা আসি দিলনা॥ আহা মরি তাহা বিনে
যে করে যে করে প্রাণে, কোন মতে শান্ত প্রাণ করিতে
পারি না॥ যায় যায় সদা করে, একেবারে কায়া ছেড়ে,
পাপীয়া পরাণ কেন চলিয়া যায় না *

পয়ার॥ কান্দিয়া কান্দিয়া চাম্পা কহে ধীরে ধীরে॥ কি কহিব জননীগো মুখে নাহি সরে * পরাণ ছেদিয়া যায় সে কথা কহিতে॥ শুন২ শুন মাগো শুন এক চিত্তে * পালঙ্গ উপরে আমি ছিলাম নিদ্রায়॥ কেমনে আসিল নাহি দেখিনু তাহায় * তাহার পালঙ্গ মোর পালঙ্গের সাতে॥ মিলাইয়া মন চোর ছিলেন নিদ্রাতে * হটাৎ চোরের হাত বুকে লাগে মোর॥ চমকিয়া উঠিলাম ধরি তার কর দাসী হেন জ্ঞান আমি করিয়া মনেতে॥ কাটিবার দাড়াইনু খাড়া লয়ে হাতে * হেন সমে দেখি দুটি নয়ন মেলিয়া॥ জেমন সরদ শশী পড়িছে খসিয়া * কোটি শশী জিনিয়াগো সে বিধু বদন॥ দেখিয়া ঢলিয়া পরি হৈয়া অচেতন * কতক্ষন পরে আমি চেতন হইয়া॥ জাগাইনু সেই চোরে চরনে ধরিয়া * দেখাইনু কত ভয় নিদারুণ চোরে॥ কান্দিতে লাগিল তবে অতি ধীরে২ * তাহার কান্দনে মোর ফেটে যায় বুক॥ সাড়ির অঞ্চল দিয়া মুছে দিনু মুখ * জিজ্ঞাসা করিনু পরে সেই মনোচোরে॥ কেমনে আসিলে বল আমার মন্দিরে *

কি নাম তোমার বটে হও কোন জাতি ॥ জনকের কিবা নাম কোথায় বসতী * এত শুনি হাতে মুছি কমল লোচন ॥ মৃদুস্বরে মোর কাছে কহিল তখন * বৈরাট নগরে ঘর গাজি নাম মোর ॥ আমার পিতার নাম সাহা ছেকান্দর * অজুপা জননী হয় জাতে মুসলমান ॥ সোনা পূরে থাকি আমি ছেড়ে জর্ম্মস্থান * কালু নামে ভাই এক সাতে লয়ে মোর ॥ সুয়েছিনু মছজিদে পালঙ্গ উপর * কেমনে আসিনু এথা না পারি কহিতে ॥ এ দেশের নাম নাহি শুনেছি কানেতে * কেবা মোরে এই খানে আনিল কেমনে ॥ আনিয়াছে জম দুতে বুঝি অনু-মানে * এখন হরিবে প্রাণ রক্ষা নাহি আর ॥ এবলিয়া কান্দে নাথ করি হাহাকার * তাহার কান্দনে মোর চক্ষে ঝরে জল ॥ অমনি প-ড়িনু পদে হইয়া চঞ্চল * চরনে পড়িয়া তার লাগিনু কান্দিতে ॥ ম-মতা করিয়া অতি লইল কোলেতে * পরে মোরা দুই জনে শান্ত করে মন ॥ ধর্ম্মকে করিয়া সাক্ষি করিলান পন * সেই মোর প্রাণ পতি আমি তার নারী ॥ জীবন থাকিতে নাহি হয় ছাড়াছাড়ি * এই মত শক্তাশক্তি কথা সে কহিয়া ॥ অঙ্গুরি পালঙ্গ নিল বদল করিয়া * এই দেখ হাতে মোর তাহার অঙ্গুরী ॥ রয়েছে পালঙ্গ তার এই দেখ পড়ি * আহা২ মরি মরি. কি করি উপায় ॥ কি দোসে গেলেন নাথ ত্যাজিয়া আমায় *

গীত ঠেকা ॥

আহা মোর প্রাণ নাথ গেল কোথাকারে ॥ অকুল সাগরে ফেলি অবলা দাসীরে * আগে যদি জানি আমি, পলা-ইয়া জাবে তুমি, তবে কি ছাড়িরে প্রাণ ও প্রাণ তো-মারে ॥ কাল নিদ্রা পরি হরি, রাখিতাম গলে ধরি, দেখিতো কেমন করি যাও ছারি মোরে *

পয়ার ॥ কান্দিয়া২ চাম্পা বলে পুনরায় ॥ পেয়ে নিধি হারা-য়েছি হায়২ হায় * তাহার উদ্দেশে আমি কোথায় জাইব ॥ না পা-ইলে আপনার গলে অসি দিব * আহা মোর প্রাণ নাথ কঠিনরে হিয়া অবলা দাসীরে গেলে সাগরে ফেলিয়া * বিরহ সাগর হেন কুল নাহি জার ॥ পার কর প্রাণ নাথ না জানি সাতার * কোথারে প্রাণের গাজি প্রাণের দোসর ॥ অভাগিনী চাম্পা ডাকে হইয়া কাতর * [illegible]

দেখা দিয়া শান্ত কর মন ॥ নহেত তোমার সোগে ত্যজিব জীবণ * পর যদি দিত বিধি ডানায় আমার ॥ উড়িয়া উদ্দেশ আমি করিতো তোমার *

গীত ঠাস কাওালী ॥

নাথের উদ্দেশে আমি যাই যাই যাইগো ॥ পরাণ বান্ধিতে আর পারি নাই২ নাইগো ॥ জোগিনী সাজিয়া, তাহাকে খুজিয়া, আনিব বান্ধিয়া, যদি দেখা পাই পাই পাইগো ॥ দেখা না পাইলে, অসি দিয়া গলে, নৈলে ডুবে জলে; প্রাণ দিব কৈ কৈ কৈগো ॥

পয়ার ॥ চাম্পা বলে আহা নাথ কোথায় জাইব ॥ না পাইলে তব দেখা প্রাণ হারাইব * এক তিল নাহি আমি পাসরিতে পারি ॥ ভাবিতে২ হায় কবে জানি মরি * চক্ষু প্রাণ তুমি মোর গেছরে লইয়া খালি তনু রহিয়াছে জিতে মরা হৈয়া * তোমার বিচ্ছেদানলে আর না বাচিব ॥ এই হুতাশনে আমি পুরিয়া মরিব * তোমার পালঙ্গ আর অঙ্গুরী তোমার ॥ দেখিতেই জ্বলে জান অগ্নির আকার * মরনের রোগ এই পালঙ্গ অঙ্গুরী ॥ দেখিতে২ জানি কোন সমে মরি * দাহা দাহা করি অঙ্গ জ্বলে সর্ব্বক্ষণ ॥ এক তিল জ্বালা সেই না হয় বারন *

গীত তাল আদ্ধা ॥

অনঙ্গ অনলে মোর প্রাণ জ্বলে যায় ॥ হইলাম কাল বর্ণ জালায়২ ॥ প্রেম জালে কলেবর, কাঁপিতেছে থর থর, শক্তি নাহি অঙ্গে আর, চিন্তায়২ ॥ উথলিছে কাম সিন্ধু, এলনা প্রাণের বন্ধু, করিবেন শান্ত কেবা জাইব কোথায় *

পয়ার ॥ কান্দিয়া কান্দিয়া চাম্পা পুনরায় বলে ॥ কি করি২ প্রাণ অহরহ জ্বলে * একি কাঁটা বুকে আমি ফুটিলাম হায় ॥ সর্ব্ব অঙ্গ জর২ তাহার ব্যথায় * আহা২ নিদারুন নাথ কহে আমার ॥ এত বাদ ছিল যদি মনেতে তোমার * প্রতিজ্ঞা করিলা কেন না ছাড়িবা বলি ॥ কিবা দোসে পালাইলে দুঃখিনিরে ফেলি * কোথারে প্রাণের গাজি

গীত তাল আদ্ধা॥

এলনা২ বন্দু আমার বন্ধু এলনা॥ ফুলের মধু ফুলে রৈল বন্ধু আসি খাইল না * কমল কলি ভেসে যায়, হায় মধু কেবা খায়, মরি২ একি জ্বালা প্রাণে আর সহেনা॥ আবদুর রহিম বলে, গাঁথিয়া তোমার গলে, দিব তারে কেন তুমি করগো ভাবনা *

——০ঃ)*(ঃ০——

পয়ার॥ এই রূপে খেদ চাম্পা অনেক করিয়া॥ আহা আহা বলি ভুমে পরিল ঢলিয়া * হেন কালে লিলাবতী কান্দিতে২॥ চাম্পাকে তুলিয়া রাণী লইয়া কোলেতে * মায়ে ঝিয়ে কান্দে তারা গলা গলি করি॥ নয়নের জলে ভিজে দুজনার সাড়ি * তৎপরে লিলাবতী মুছিয়া নয়ন॥ চাম্পাকে লইয়া সতী উঠিয়া তখন * গোলাবের জল আনি মুখ ধোয়াইল॥ কেশ ঝাড়ি বেস করি লোটন বান্ধিল * কহিতে লাগিল পরে রাণী লিলাবতী॥ শুন মাগো শান্ত হও স্থির কর মতি * মাতা পিতা জর্ম্মদাতা আর কিছু নয়॥ বিধাতা কর্ম্মের কর্ত্তা সর্ব্ব সাস্ত্রে কয় * বিধি যদি লিখি থাকে কপালে তোমার॥ তাহা কি খণ্ডিতে পারে শক্তি আছে কার * তোমার তাহার যদি থাকেগো লিখন॥ অবশ্যই দুই জনে হইবা মিলন * শীব আরাধনের ধন তুমিগো আমার॥ সাত পুত্র মধ্যে জানি প্রদীপ সবার * এহি সব কথা মাগো রাখ মনে২॥ জাতি নষ্ট হবে যদি আর কেহ শুনে * সাবধান কার কাছে কিছু না কহিবে॥ আরাধনে থাক তারে ঘরে বসি পাবে * শুনিয়া মায়ের বানি ধনি চাম্পাবতী॥ বিরলে বসিয়া ধ্যান করে প্রাণ পতি * ভাবিতে২ চাম্পা হইল এমন॥ যে দিগে যখন চায় মেলিয়া নয়ন * দেখেন গাজির রূপ করে ঝিকি মিকি॥ নয়ন ভরিয়া রূপ দেখে চন্দ্র মুখী * আকাশ পাতাল আর চতুরদিগেতে॥ গাজি বিনে কিছু আর না দেখে চক্ষেতে * ভাবিতে ভাবিতে সেই রূপ মনোহর॥ পার হৈয়া গেল চাম্পা রূপের সাগর * আপনার কায়া ছায়া সব পাসরিয়া॥ একেবারে চাম্পাবতী গেল গাজি হৈয়া * গাজি হৈয়া বিধুমুখি ভাবে আপনায়॥ কেবা ছিল চাম্পাবতী খুজিয়া না পায় * ডুব দিয়া চাম্পাবতী প্রেম সাগরেতে॥ উঠাইয়া

প্রেম নিধি লইলেন হাতে * ধন্য ধন্য চাম্পাবতী যে রত্ন পাইলে ॥ পরম যতনে রাখ বান্ধিয়া অঞ্চলে * ত্রিভুবনে মূল্য নাহি হইবে এহার ॥ এখানে সেখানে জয় হইবে তোমার * থাক থাক চাম্পা-বতী আর ভয় নাই ॥ গাজিকে সংবাদ দিতে আমি চলে জাই * চলরে কলম চল বিলম্ব না সাজে ॥ ত্বরায় যাইতে হবে শোনাপুর মাঝে * শুনহ পাঠক গণ শুন এক চিত্তে ॥ গাজিকে রাখিয়া পরি কালুর কাছেতে * আপনার দেশে তারা গেলেন চলিয়া ॥ মছ-জিদে দুই ভাই রহিল সুইয়া * কেহ নাহি জাগে দোন আছয় নি-দ্রাতে ॥ রজনী প্রভাত হৈল এমন সমেতে * পাখী সব ডালে বসি ডাকে ঘন ডাক ॥ ঘরে২ মরগেতে দিল আর বাঁক * নামাজ পড়িতে কালু তখনি উঠিয়া ॥ গাজিকে দিলেন ডাক তামাকু সাজিয়া * উ-ঠরে প্রাণের ভাই কত নিদ্রা যাও ॥ নামাজের ওক্ত যায় চক্ষু মেলি চাও * শুনিয়া কালুর ডাক জাগিয়া তখন ॥ চারি দিগে চেয়ে দেখে মেলিয়া নয়ন * কোথা সে মন্দির কোথা রাজার কুমারি ॥ কেবল দেখেন চক্ষে পালঙ্গ অঙ্গুরী * হটাৎ মস্তকে যেন পড়ে বজ্রাঘাত ॥ চাম্পা২ বলি বুকে হানে দুই হাত * অধীর হইয়া বীর পড়িল ভুমেতে ॥ ভেসে যায় সর্ব্ব অঙ্গ চক্ষের জলেতে * হাহা হাহা করি ছারে একেক নিশ্বাস ॥ নিশ্বাসে বাহির হয় যেমন হুতাশ * বিরচিল দিন হীন আবদুর রহিমে ॥ ময়মনসিংহ জিলে বাস গলাচিপা গ্রামে *

• লঘু ত্রিপদী ॥ রজনী প্রভাতে, জাগিয়া নিদ্রাতে, চেয়ে দেখে চক্ষু মেলি ॥ ডাকে কালু ভাই, চাম্পাবতী নাই, ওমনি পড়িল ঢলি * পরিয়া ধরাতে, লাগিল লোটিতে, জ্ঞান শক্তি নাহি রয় ॥ কতক্ষন পরে, হাত দিয়া সিরে, কান্দিয়া২ কয় * আহা চাম্পাবতী, মম প্রাণ সাথি, নাহি জানি তুমি কোথা ॥ তোমার মন্দিরে, কে নিল আমারে, কেবা পুনঃ আনে এথা * কিছু জানি নাই, দুটি চক্ষু খাই, যদিস্বাত, জানি আমি ॥ তোমাকে ছাড়িয়া, আসিনু চলিয়া, কিবা জানি কহ তুমি * তোমার কারণ, তেজিব জীবন, যদি নাহি দেখা পাই ॥ আহা মরি মরি, কি করি২, প্রাণ কেমনে জুড়াই * তোমার লাগিয়া পাগল হইয়া, ব্রাহ্মণা নগরে জাব ॥ দেখা না পাইলে, অসি দিয়া গলে, আপনার প্রাণ দিব * শুন প্রাণেশ্বরী, পাসরিতে নারি, অহরহ

বুক ফাটে ॥ কেমনে পাসরী, পালঙ্গ অঙ্গুরী, দেখে অগ্নি জলে উঠে হায়২ হায়, কি করি উপায়, যায় প্রাণ যায় চৈলে ॥ দেখা দিয়া মোরে জাহ শান্ত করে, নিশ্চয় মরিব নৈলে * এতেক বলিয়া, কান্দিয়া২, ঢলে পড়িল ভুমেতে ॥ দেখে কালু সাহা, করি আহা২, তুলিয়া লয় কোলেতে* কোলেতে লইয়া, কিরে কি বলিয়া, কালুসা দেওান পুছে কেন কান্দ ভাই, কহ মোর ঠাই, কি দুঃখ মনে উঠিছে * না দেয় উ-ত্তর আর যে বিস্তর, উর্দ্ধে কান্দিতে লাগিল ॥ চরনে ধরিয়া, মিনতী করিয়া, কত মতে জিজ্ঞাসিল * নাহি বলে কথা, নাহি তুলে মাথা, কান্দে বসি হেট সিরে ॥ প্রতিবাসী গন, আসিয়া তখন, জিজ্ঞাসিল পায় পড়ে * কিছু নাহি বলে, দেখিয়া সকলে, করে বসি হায়২ ॥ দিল বৈদ্য গণ, ঔষধ তখন, কিন্তু তাহা নাহি খায়* গ্রামবাসী যত, আসিল তাবত, মেয়ে ছেলে সাথেকরি ॥ গাজিকে দেখিয়া, কান্দিয়া২, যায় সবে গড়াগড়ি * তিন দিন পরে, ডাকিয়া কালুরে, কহে গাজি ধীরে ধীরে ॥ এখানে থাকিতে, নাহি লয় চিত্তে, যাই চল দেশান্তরে *

—০:*:০—

ধুয়া ॥ শোনাপুরী শুন্য করি যায় গাজি যায় ॥
কান্দেন নগরবাসী কান্দে উভরায় ॥

পয়ার ॥ গাজিকে দেখিয়া যত নগরের লোক ॥ কেহ না বা-ন্দিতে পারে আপনার বুক * তিন দিন নগরেতে নাহি চড়ে হাড়ি ॥ হায় হায় করি সবে কান্দে বাড়ী বাড়ী * ধরিয়া গাজির পদ কালু সাহা পীর ॥ জিজ্ঞাসা করেন অতি হইয়া অস্থির * বলহ মনের কথা কেন কান্দ ভাই ॥ নাহি যদি বল তবে খোদার দোহাই * খো-দার দোহাই জবে কালু সাহা দিল ॥ কান্দিয়া কান্দিয়া গাজি উ-ঠিয়া বসিল * তিন দিন বাদে সাহা নয়ন মেলিয়া ॥ কহেন কালুর কাছে কান্দিয়া কান্দিয়া * শুন শুন ভাই কালু প্রাণের দোসর ॥ এখানে থাকিতে আর ইচ্ছা নাহি মোর * এদেশ ছাড়িয়া আমি অন্য দেশে গিয়া ॥ কহিব মনের কথা সকলি ভাঙ্গিয়া * একথা শুনিয়া যত গ্রাম বাসী গণ ॥ কান্দিয়া কান্দিয়া তাঁরা কহেন তখন ॥ হায় হায় সাহা গাজি কি কথা বলিলে ॥ না হেরিলে তব মুখ মরিব

সঁকলে * কেমনে রহিব মোরা তোমাকে পাসরি ॥ অন্ধকার হৈয়া জাবে দেশ শোনাপুরি * গাজিকে বেড়িয়া সবে কান্দে উচ্চ স্বরে ॥ যত লোক মাঠে ঘাটে আর ঘরে ঘরে * কেহ নাহি পারে মন বান্ধিয়া রাখিতে ॥ আসিল গাজির কাছে কান্দিতে২ * নারী সবে কেন্দে বলে আউলায়ে কেশ ॥ ছাড়িবে সাহেব গাজি শোনা পুর দেশ * কেমনে বাচিব মোরা গাজি হারা হৈয়া * এ বলিয়া কান্দে সবে ধুলায় লুটিয়া * কোলের বালক কান্দে দুধ নাহি খায় ॥ বালকের দর্দ্দ ছাড়ি কান্দে তার মায় * ঘরে বসি বধু গণ কান্দে ধীরে ধীরে ॥ হাহাকার শব্দ এই হৈল শোনাপুরে * দেখিয়া সাহেব গাজি কহেন তখন ॥ তোমাদেরে নাহি আমি ছাড়িব কখন * রহিব চক্ষের কাছে শুন কহি সবে ॥ যেই সনে ধ্যান কর তখনি দেখিবে * এ-বলিয়া সাহা গাজি ভেবে নিরাঞ্জন ॥ কালুকে লইয়া সাথে চলিল তখন * যাত্রা কালে পায় স্বর ডাহিন নাকেতে ॥ এস বলি ডাক আর শুনে সমুখেতে * বাহির হইয়া পুন্‌ন গিয়া কত দূর ॥ সমূখে দেখিল হাতি মাহুত উপর * আর সে ফুলের ডালি মালিনী লইয়া ॥ গাজির সমুখ দিয়া জাহেন চলিয়া * দধি দুগ্ধ লবে বলি ডাকে গোয়ালিনী ॥ ভরা কুম্ভ কক্ষে জাচ্ছে সধবা রমনী * এক বর্ণ গাভি বৎস দেখে চেয়ে আর ॥ জানিলেন কার্য্য সিদ্ধি হবে আপনার * শুভ যাত্রা দেখে গাজি আপন চক্ষেতে ॥ চলিলেন পথে অতি হরসিত চিত্তে * চলিয়া সমস্ত দিন ভানু অস্ত কালে ॥ রহিলেন দুই জন এক বৃক্ষ তলে করেন খোদার স্তব কালু এক মনে ॥ চাম্পা বলি কান্দে গাজি সজল নয়নে *

গীত তাল আদ্ধা ॥

কোথায় রহিলে প্রীয়া দেখা দেহ দিনে ॥ কায়া ছাড়ি প্রাণ দেখ জায় তোমা বিনে ॥ আগে হেন জানি নহে, ভিন্ন হব মোরা দোহে, জানিলে ত্যজিয়া নিদ্রা রৈতাম চেতনে ॥ আহা চক্ষু তোরে বলি, কেন তুই নিদ্রা গেলি তোর দোসে হারাইনু সে প্রাণ রতনে ॥

পয়ার ॥ এবলিয়া কান্দে গাজি হাত দিয়া গালে ॥ বদন ভাসিয়া জায় নয়নের জলে ✻ হেন কালে কালু সাহা জিজ্ঞাসা করিল ॥ কি কারণে কান্দিতেছ মোর কাছে বল ✻ গাজি বলে ভাই কালু প্রানের দোসর ॥ সে কথা কহিতে মুখে নাহি সরে মোর ✻ যে দুঃখ আমার মনে তুমি কি জানিবে ॥ কহি যদি তবে আর গালি মোরে দিবে ✻ কালু বলে কহ ভাই নাহি দিব গালি ॥ দুটি চক্ষু খাই যদি কিছু আমি বলি ✻ নিশ্বাস ছাড়িয়া গাজি কান্দিতে২ ॥ ধরিয়া কালুর হাতে লাগিল কহিতে ✻ সে রাত্রে আছিনু সুয়ে পালঙ্গ উপরে ॥ কেমনে গেলাম আমি ব্রাহ্মণা নগরে ✻ দেখিলাম কন্যা এক পরম সুন্দরী ॥ চাম্পাবতী নাম হয় রাজার কুমারী ✻ সেই আর আমি এই করিলাম পন ॥ কেহনা ছাড়িব কারে থাকিতে জীবন ✻ অঙ্গুরী পালঙ্গ আর বদল করিয়া ॥ কন্যার পালঙ্গে আমি ছিলাম সুইয়া ✻ কেবা পুনঃ মছজিদে আমাকে আনিল ॥ প্রাণের দোসর চাম্পা কোথায় রহিল ✻ এক পল নাহি আমি পাসরিতে পারি ॥ এই দেখ হাতে মোর তাহার অঙ্গুরী ✻ হায় হায় তার দেখা পাইব কোথায় ॥ এবলিয়া সাহা গাজি কান্দে উভরায় ✻ কালু বলে হও তুমি আল্লার ফকির ॥ হিন্দু ও মুসলমান সবে মানে পীর ✻ কেমনে এমন কথা বদনেতে বল ॥ রাজত্ত করিতে তবে কিবা দোস ছিল ✻ মিছা মিছি নাম কেন ফকির ধরিলে ॥ কাম ক্রোধ লোভ মায়া যদি না ত্যাগিলে ✻ গাজি বলে কি করিব অদৃষ্টের লিখন ॥ কার শক্তি আছে তাহা করিতে খণ্ডন ✻ কালু বলে এই সব মনের দুর্ব্বাই ॥ কপালে এমন লেখা কভু লেখে নাই ✻ সংসারেতে কত শত হৈল পীর ওলি ॥ বিধির কলমে বুঝি নাহি ছিল কালি ✻ তাদের কপালে দিত লেখিয়া এমন ॥ কান্দিত পাগল হৈয়া নারীর কারন ✻ গাজি বলে দেখ গিয়া কোরানেতে লেখা ॥ কহিছে খোদায় তালা ইউছুফ জেলেখা ✻ আদহমের বৃত্তান্ত না শুনিয়াছ আর ॥ এব্রাহিম জার পুত্র কুতুব আক্তার ✻ প্রবোধ বচন মোরে নাহি বল ভাই ॥ আমাতে জানিবা আর আমি কভু নাই ✻ কালু বলে সেই হিন্দু তুমিত জবন ॥ কেমনে তাহার সনে হইবে মিলন ✻ গাজি বলে পারে সব খোদায় করিতে ॥ কত বড় কাজ এই খোদার

কাছেতে * কালু বলে নারী দিয়া কিবা লভ্য হবে ॥ মায়ার জঞ্জাল আর গলেতে পড়িবে * গাজি বলে প্রাণ চক্ষু মোর কাছে নাই ॥ কাড়িয়া রেখেছে চাম্পা কেমনেতে পাই * কালু বলে পাবে মন চিন্তা দেহ ছাড়ি ॥ গাজি বলে শান্ত আমি হইতে না পারি * কালু বলে নারী ধ্যানে খোদাকে হারাবে ॥ গাজি বলে এই ধ্যানে খোদা লভ্য হবে * কালু বলে নাহি আছে খোদার আকার ॥ গাজি বলে যত মূর্ত্তি সকলি তাহার * চাম্পাকে পাইবে কবে কালু সাহা বলে ॥ গাজি বলে দুই মন এক হৈয়া গেলে * কালু বলে কি করিবা পাইলে তাহারে ॥ গাজি বলে মিসে জাব সে রূপ সাগরে * কালু বলে চাম্পাবতী কোথায় এখন ॥ গাজি বলে চাই দেখ মেলিয়া নয়ন * কালু বলে এই ভাব কত দিন রবে ॥ গাজি বলে ছাড়া ছাড়ি আর নাহি হবে * কালু বলে এই প্রেমে প্রাণ যদি যায় ॥ গাজি বলে স্বর্গে গিয়া পাইব তাহায় * কালু বলে সংসারেতে হয় যদি বিয়া ॥ গাজি বলে গেল তবে কার্য্য সিদ্ধি হৈয়া * কালু বলে কিবা কহ না পারি বুঝিতে ॥ গাজি বলে সোজা পথ নাহি ইহা হৈতে * কালু বলে বিভা করি ভাবিবা কাহারে ॥ গাজি বলে গাঁথা যেই আমার অন্তরে * কালু বলে তুমি খালি চাম্পা২ বল ॥ সে নহে তোমার লাগি পাগল হইল * গাজি বলে সেহ কভু অন্ন নাহি খায় ॥ দিবা নিশি মোর লাগি করে হায়২ * কালু বলে ক্ষমা দেহ এই সব কথা ॥ জপহ আল্লার নাম দুর হবে ব্যাথা * শুনিয়া সাহেব গাজি কেন্দে২ বলে ॥ আর যদি বল পূনঃ অসি দিব গলে * কেটে যদি কেহ মোরে খণ্ড২ করে ॥ তবু নাহি আমি কভু ছাড়িব তাহারে * যেই রূপ দেখিয়াছি চক্ষে আপনার ॥ কি কহিব ভাই কালু কাছেতে তোমার * কোটি২ রবি আর কোটি শশী যিনি ॥ দেখিতে সুন্দর অতি তার মুখ খানি * মধু সুধা যিনি মিষ্ট বচন মূখের ॥ তাহার কাছেতে তূচ্ছ বোল কুকিলের * ঝল মল দুটি চক্ষু যেই সমে চায় ॥ বুক ফেটে প্রাণ তার সাতে চলে যায় * ভ্রমরের বর্ণ যিনি লম্বা কেশ সিরে ॥ টলিবে মনির মন কেশ যদি হেরে * কিবা হস্ত কিবা পদ আহা মরি মরি ॥ তাহার সদৃস্য নাহি ত্রিজগৎ জুড়ি * তার মধ্যে পরিয়াছে রত্ন অলঙ্কার ॥ সে রূপের কাছে রত্ন

লোহার আকার * মনি মুক্তা পড়ে থাকে তার পদ তলে ॥ কোটি রবি যিনি রূপ অঙ্গে সদা জলে * হেন রূপ দেখে মন কে পারে বান্ধিতে ॥ এ বলিয়া কান্দে গাজি পারিয়া ধরাতে * কালু বলে শুন ভাই শান্ত কর মন ॥ কন্যার উদ্দেশে কালি করিব গমন * কোন দিগে থাকে কন্যা পারিবা বলিতে ॥ উত্তর দক্ষিন কিবা পশ্চিম দিগেতে * গাজি বলে নাহি জানি কহিব কেমনে ॥ সে-দেশ দক্ষিন দিগে বুঝি অনুমানে * কহেন দেওান কালু জাব কালি চৈলে ॥ এবলিয়া রহিলেন বসি বৃক্ষ তলে * প্রভাতে উঠিয়া কালু নামাজ পরিয়া ॥ চলিল দক্ষিন দিগে গাজিকে লইয়া * নানা দেশ নদী নালা এরাইয়া যায় ॥ হইল বৎসর তিন সে স্থান না পায় * তৎপর তিন মাশ চলিলেন আর ॥ বড়২ নদী কত হৈয়া গেল পার * ব্রাহ্মণা নগর তবে দেখিল চক্ষেতে ॥ চারি দিগে নদী জল দুগ্ধ বর্ণ তাতে * শোনা দিয়া বান্দিয়াছে ঘাট চারি খান ॥ রাজ বাড়ী দেখা যায় অগ্নির সমান * দালান মন্দির মট সকলি শোনার ॥ ঝল মল করে সদা দেখিতে বাহার * শোনার পতকা সব পুরি মধ্যে উড়ে ॥ পাখী গণ ডাকে আর ভ্রমর গুঞ্জরে * উত্তরের বান্দা ঘাট তাহার সে কুলে ॥ কদম্বের গাছ এক জলে আর স্থলে * হয় সে গ্রামের নাম কান্ত পুর বলি ॥ সেই খানে দুই ভাই আসিলেন চলি * দে-খেন কদম্ব গাছ অতি শুসুন্দর ॥ ফুল পত্র পড়ে তার সলিল উপর * বসিলেন দুই ভাই কদম্বের তলে ॥ নগরের রামা গণ আসে হেন-কালে * শোনার কলশী কক্ষে হাতে আর ঝারি ॥ ঝল মল করে রূপ যিনি বিদ্যাধরী * পরিয়াছে সকলেতে রত্ন অলঙ্কার ॥ মনি মুক্তা জলে অঙ্গে সুর্জ্জের আকার * কালু বলে মরি হারি যেই মত নারী ॥ সে পারেতে দেখা যায় সেই মত পুরি * রাজ পুরি দেখে কালু হৈল চমৎকার ॥ বলে নাহি হেন পুরি দেখিয়াছি আর * এরেমের বাগ যিনি সুন্দর দেখিতে ॥ মনুষ্য এমন পুর গড়িল কি-মতে * পাগল হইল ভাল অনুজ আমার ॥ কেমনে জাইব এই পুরির মাঝার * হেন শক্তি আছে কার পুরি মধ্যে যায় ॥ শুনি-য়াছি বড় বীর দক্ষিনা যে রায় * প্রাণ ভয়ে পুজে তারে ব্রাহ্মন সকলে ॥ জীবিত না ছাড়ে সেহ জবন পাইলে * কালু বলে গাজি

তুমি বুদ্ধির সাগর ॥ তোমাকে বুঝাই ভাই জোগ্যতা কি মোর * রাজ ভুগে আছে চাম্পা চিন্তা নাহি তার ॥ তোমাকে স্বরন নাহি করে একবার * মিছা মিছি কেন তুমি কর তার আসা ॥ কোন গৃহে থাকে চাম্পা নাহি জান দিসা * মোছলমান নাহি পারে সে পারে জাইতে ॥ বল দেখি তুমি তারে পাইবে কি মতে * ছাড়িয়া চাম্পার আসা চল ভাই ॥ এখানে থাকিয়া আর কাজ কিছু নাই * গাজি বলে ভাই কালু কিবা বল মোরে ॥ ভয় কিছু নাহি আছে আমার অন্তরে * রাজ পুরি কিবা যদি অগ্নি কুণ্ড হয় ॥ তাহাতে পরিতে মোর নাহি কিছু ভয় * শুন ভাই কালু তুমি মোর কথা শুন ॥ আজি কালি এই খানে থাকি দুই জন * যদিতো কপালে মোর থেকে থাকে লেখা ॥ অবশ্য কন্যার সাতে ঘাটে হবে দেখা *, নৈলে মোরা দুই দিন এখানে থাকিয়া ॥ ছাড়িয়া চাম্পার আসা জাইব চলিয়া * কালু বলে ভাই তুমি যথার্থ বলিলে ॥ রাজার নন্দিনি যদি আসে ঘাট কুলে তবেত জানিব সত্য কলম খোদার ॥ বিবাহ চেষ্টায় আমি চলিব তোমার ॥ যদি হেথা নাহি আসে রাজার কুমরী ॥ তবেতো ছারিবা আসা কহ সত্য করি * গাজি বলে সত্য বটে কি আর কহিব ॥ কখন চাম্পার নাম মুখে নাহি লিব * কালু বলে বাঁচলাম জঞ্জাল হইতে ॥ ভ্রমিয়া আল্লার সৃষ্টি দেখিব চক্ষেতে * একথা কহিয়া ঘাট সমূক্ষ করিয়া ॥ আল্লা ভাবি দুই জনে রহিল বসিয়া * অনন্ত খোদার খেলা কে পারে বুঝিতে ॥ চাম্পাবতী স্বপ্ন দেখে সে দিনের রাতে * এবলিয়া রাজবালা ছিলেন সুইয়া ॥ আবদুর রহিম বলে গীতে বিরচিয়া *

——০ঃ*(*)*ঃ০——

গীত তাল মধ্যমান ॥

বিরহে বিরহে মোর প্রাণ বাঁচেনা বাঁচেনা ॥ আহারে আহারে নাথ দেখা দিলেনা২ * পঞ্চ স্বরে জর জর, করিয়াছে কলেবর, পাপিয়ার জালা আর অঙ্গে সহেনা২ *

ত্রিপদী ॥ কদম্ব গাছের তলে, দুই ভাই নৌকাকুলে, চাম্পা আসে আছেন বসিয়া * সেখানেতে চাম্পাবতী, কান্দে সতী দিবা রাতি, গাজি গাজি বদনে বলিয়া * অন্ন নাহি রুচে মুখে, নিদ্রা নাহি আসে চক্ষে, কান্দে সদা পাগলের বেসে ॥ গাজির বিচ্ছেদ

জালা, সৈতে নাহি পারে বালা; প্রাণ জলে বিরহ হুতাশে * সেই রাত্রে চাম্পাবতী, স্বরিয়া প্রাণের পতি, কান্দে সতী লোটায় ধরনি ॥ কান্দে হৈয়া প্রাণ হারা, ভেবে সেই প্রাণ চোরা, চক্ষে নিদ্রা হইল অমনি * প্রভুর আদেশে হোথা, আসিয়ে এক ফেরেস্তা, দেখাইল এ-মত স্বপন * ফেরেস্তা সিয়রে বসি, চাম্পাকে কহেন হাসি, দুঃখ তব জাইবে এখন * শুন শুন চাম্পাবতী, তোমার ভাশুর পতি, সে পা-রেতে দুজনা আসিয়া ॥ উত্তরের বান্দা ঘাটে, বসিছে জলের তটে, মনে২ প্রতিজ্ঞা করিয়া * কালি যে তোমার সনে, দেখা হইলে দুই জনে, তবে তারা আসিবে পুরিতে ॥ নাহলে চলিয়া জাবে, তব নাম নাহি লিবে, সাহা গাজি আপন মুখেতে * শুন চাম্পা তোরে বলি, চলিয়া জাইবে কালি, গাজি প্রতি যদি থাকে মন * উত্তরের ঘাটে জাবে, সেই ঘাটে গিয়া পাবে, গাজি আর কালুর দর্শন * এমত স্বপন দেখি, চমকিয়া বিধুমুখি, ততক্ষন উঠিল জাগিয়া ॥ জাগিয়া হরিস মনে, ভাবে বসি কতক্ষনে, জাবে এই রাত্র পোহাইয়া * নিদ্রা নাহি যায় আর, ক্ষনেক পরেতে তার, হৈয়া গেল রজনী প্রভাত ॥ পাখী গণ বৃক্ষে ডাকে, আকাসের পুর্ব্ব দিগে, দেখা আসি দিল দিন নাথ *

ধুয়া ॥ হাসিতে২ ঘাটের ছলেতে ॥
যায়২ চাম্পা বন্ধুকে দেখিতে

পয়ার ॥ রজনী প্রভাত হৈল ভানুর উদয় ॥ হেনকালে চাম্পাবতী মাকে ডেকে কয় * শুনগো জননা শুন নিবেদন মোর ॥ নাথের চিন্তায় তনু হৈল জর জর * রহিতে নাপারি আর আপনার ঘরে ॥ জাইব নদীতে আজি স্নান করিবারে * বহু দিন হৈল আমি নদীতে না যাই ॥ বল মাতা গিয়া সেথা প্রাণ জুড়াই * লিলা বলে ওগো মাগো যাইবা ঘাটেতে ॥ মানা কিবা জাহ বাছা জাহগো নি-শ্চিন্তে * তবে সতী চাম্পাবতী চলিল তখন ॥ পঞ্চ দসী সাথে চলে মামী নয় জন * সাত ভাই বধু চলে হাসিতে২ ॥ বালিকা সকল চলে নাচিতে২ * পাড়ার পরসী আর যত নারী গণ ॥ সাজিয়া চাম্পার সাথে করিল গমন * কেহত লইছে হাতে সুবর্ণের ঝারি ॥ শুগন্ধি ফুলের তৈল তাথে ভরি ভরি * শোনার কলশী কক্ষে হেলাইয়া

বুক ॥ চলিয়াছে রামা গণ করিয়া কৌতুক * গজের গমনে কেহ ধর্য্য রূপে যায় ॥ খঞ্জনের মত কেহ চরন চালায় * কেহত চলিয়া যায় হেলিয়া ঢুলিয়া ॥ একেবারে পরে যেন আট খান হৈয়া * দৌড় দিয়া চলে কেহ কেহ ধীরে ধীরে ॥ ঘুমটা কাহার মাথে কেহ লাঙ্গা সিরে * লোটন বান্ধিছে কেহ কার কেশ খোলা ॥ গলেতে গাঁথিয়া কেহ দিছে পুষ্প মালা * চক্ষেতে কাজল কার কপালে সিন্দুর ॥ চরনে দিয়াছে কেহ শোনার নেপুর * রত্ন অলঙ্কার জ্বলে অঙ্গেতে সবার ॥ পরিছে পাটেলা সাড়ি মরি কি বাহার * চলিয়াছে সকলেতে মুখে দিয়া পান ॥ ঝলমল করে রূপ অগ্নির সমান * তার মধ্যে চাম্পাবতী সে রূপ কেমন ॥ তারা গণ মধ্যে চন্দ্র জ্বলিছে যেমন * গাজির বি-চ্ছেদে বালা ভাবিয়া ভাবিয়া ॥ একেবারে গেছে অঙ্গ মলিন হইয়া * অঙ্গেতে মইল ধুলা এমনি লাগিছে ॥ যেমন বারিদে সুর্জ্জ ঢাকিয়া রাখিছে * তৈল কাঁকৈ বিনে কেশ হৈয়া গেছে জটা ॥ ত-বুত তাহার রূপে যিনি শশী ছটা * সে রূপ হেরিলে কার প্রাণ নাহি রবে ॥ পশ্চাতে পশ্চাতে তার কেন্দে২ জাবে * রূপেতে করিয়া আলো রাজার নন্দিনী ॥ পতিকে দেখিতে জায় লইয়া সঙ্গিনী * আগে চলে চাম্পাবতী দাসীরা বামেতে ॥ ডাহিনেতে ভাজু গণ মামিরা পশ্চাতে * ঘাটের কুলেতে রামা দাড়াইল আসি ॥ ঝলমল করে রূপ যিনি কোটি শশী * সেপারে বসিয়া গাজি কদম্ব তলায় ॥ হাতেতে ইসারা করি কালুরে দেখায় * হের দেখ ভাই কালু দেখ সেপারেতে ॥ আইল রাজার কন্যা বুঝিথু ভাবেতে * শুনিয়া তখনি কালু উঠে লম্ফদিয়া ॥ উঠিয়া সেপার দিগে দেখে তাকাইয়া * দাড়া-ইছে ঘাট কুলে চাম্পা বিধুমুখী ॥ দেখিয়া দেওান কালু করে সুর্জ্জ সাক্ষি * তৎপর কহে কালু গাজির কাছেতে ॥ পরিক্ষা ফলিল ভাই থাকহ নিশ্চিন্তে * হেন কালে রাজ কন্যা সঙ্গি গণে বলে ॥ থাক২ দুরে থাক তোমরা সকলে *

গীত তাল আদ্ধা ॥

শুনগো২ তোরা ওগো২ সখী ॥ থাক২ দুরে থাক
হৈয়া হেট মুখী * দেখিগো২ আমি একবার
দেখি ॥ সে কালে কদম্ব তলে মন চোরা নাকি *

ধুয়া সখীগো২ সখী ওগো২ সখী ॥ দেখিগো
বন্ধুরে আমি দেখি দেখি দেখি ✻

পয়ার ॥ এবলিয়া রাজবালা ঘাটে দাড়াইয়া ॥ সেপারে করিল দৃষ্টি নয়ন মেলিয়া ✻ বসিছেন দুই ভাই কদম্বের তলে ॥ সেই পারে চাইতেই প্রান গেল চলে ✻ কান্দিয়া২ বালা জ্ঞান সুন্য হৈয়া ॥ অমান মৃর্ত্তিকা মধ্যে পড়িল ঢলিয়া ✻ সঙ্গের সঙ্গিনী গণ আসিয়া তখন ॥ বুকে মুখে জল দিয়া করিল চেতন ✻ কোলেতে লইয়া পরে মামীরা সকলে ॥ অঞ্চলে মুছিয়া মুখ খেদ করি বলে ✻ হাসিয়া আসিলা কত করিয়া কৌতুক ॥ কি কারণে কান্দ মাগো ফেটে যায় বুক ✻ চাম্পা বলে শুন মামী না কান্দিব আর ॥ গঙ্গাকে করিব আমি গিয়া নমস্কার ✻ তোমরা তফাতে থাক কাছে না আসিবে ॥ কাছেতে আসিলে গঙ্গা দেখা নাহি দিবে ✻ এতেক শুনিয়া সবে দূরেতে বসিল ॥ চাম্পাবতী গিয়া পরে জলেতে নাবিল ✻ জলেতে নাবিয়া সতী গলে বস্ত্র দিয়া ॥ পতিকে প্রনাম করে কৃতাঞ্জলি হৈয়া প্রনাম উত্তর গাজি দিল এই মতে ॥ থাকরে প্রাণের প্রাণ থাক কুশলেতে ✻ চাইয়া গাজির দিগে চাম্পা বিধুমুখী ॥ ধীরে ধীরে কান্দে নীরে টলমল আখি ✻ কান্দিয়া২ বলে সিরে হানি হাত ॥ পাখ যদি দিত বিধি আমার ডানাত ✻ উড়িয়া পড়িয়া গিয়া নাথের চরনে ॥ কহিতাম যত দুঃখ আছে মোর মনে ✻ না নাবে জলেতে কন্যা উপরে না উঠে ॥ গাজির দিগেতে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টে ✻ দুইটি চক্ষের জলে বুক ভেসে যায় ॥ আর কোন দিগে নাহি বদন ফিরায় এক মামী ডাক দিয়া বলে চাম্পাবতী ॥ মর্জ্জন করিয়া বাছা চল শীঘ্র গতী ✻ সেপারের দিগে তুমি কেন বা তাকাও ॥ শীঘ্র শীঘ্র স্নান কর মোর মাথা খাও ✻ হাসি খুসি করি কত ঘাটেতে আসিলে ॥ হটাৎ এমন তুমি কেনবা হইলে ✻ চাম্পা বলে পারি মামি কহিতে এখন ॥ কার কাছে না কহিবা কর যদি পন ✻ শুনিয়া বলেন তবে জতেক ব্রাহ্মণী ॥ কহ কহ কহ শুনি রাজার নন্দিনি ✻ কার কাছে কহি যদি শীবের দোহাই ॥ আর মোরা আপনার সির চক্ষু খাই ✻ মামী সবে চাম্পাবতী কহে এই কথা ॥ কথা যদি লড়ে মামী মামা তোর পিতা ✻ তৎপর চাম্পাবতী কান্দিয়া২ ॥ কহেন মনের কথা

সকলি ভাঙ্গিয়া ❋ যেরূপে গাজির সাথে হইল মিলন ॥ কোন দেশে ঘর আর কাহার নন্দন ❋ একে২ আদি অন্ত সকলি কহিয়া ॥ দেখাইল সেই পারে হাত উঠাইয়া ❋ এই দেখ বসিয়াছে মোর মন চোর ॥ বসিয়াছে দেখ আর আমার ভাশুর ❋ জাহার কারণে আমি দিবা নিশি ঝুরি ॥ এই চোরে মন মোর করে নিছে চুরি ❋ আহা২ মরি মরি বুক ফেটে জায় ॥ মনে লয় উড়ে গিয়া পরি তার পায় ❋ শুনিয়া চাম্পার বানি জতেক ব্রাহ্মণী ॥ গাজিকে দেখিতে উড়ে করে কানা কানি ❋ দাড়াইয়া দেখে সবে কদম্বের তলে ॥ লক্ষ কোটি শশী যিনি ঝলমল জ্বলে ❋ দেখিয়া গাজির রূপ করে হায় হায় ॥ মুর্চ্ছিত হইয়া কেহ পরিল ধরায় ❋ কেহ বলে কিবা রূপ আহা মরি মরি ॥ যেমন সুন্দর গাজি তেমন সুন্দরী ❋ এক তনু দুই ভাগে বিধাতা গড়িছে ॥ চাম্পার কপাল ভাল যেবর পাইছে ❋ কেহ বলে ধন্য২ তারা দুই ভাই ॥ এমন পুরুষ আর সংসারেতে নাই ❋ বধু গণ তারা যেন সকলি চঞ্চল ॥ ননদ জামতা দেখি হইল পাগল ❋ সকলে গাজির সাথে উপহাস করে ॥ কেহ সে দেখায় হাত কেহ আখি ঠারে ❋ জলেতে নাবিয়া কেহ জল লয়ে হাতে ॥ ছিটাইয়া দেয় জল গাজির দিগেতে ❋ জিহ্বাতে কামোড় দিল মামীরা দেখিয়া ॥ পিছ দিয়া দাড়াইল ঘুমটা টানিয়া ❋ হেন কালে কালু সাহা গাজি কাছে কয় ॥ এই নয় মাগি ভাই কেবা জানি হয় ❋ দিয়াছে পিছন দেখ আমাদের দিগে ॥ নারীদের পিছা দেখা ভাল নাহি লাগে ❋ সম্পর্কে কুনেক হবে সাশুরি তোমার ॥ শুনরে প্রাণের ভাই ভয় নাহি আর ❋ আমার মনের সন্ধে ঘুচিল এখন ॥ এ কন্যা তোমার জুরি নিশ্চয় লিখন ❋ দেখিলাম আছে কন্যা তোমার ভাবেতে ॥ আর কিছু চিন্তা নাই থাকহ নিশ্চিন্তে ❋ এবলিয়া রহে বসি ভাই দুই জন ॥ হেন কালে রাজ কন্যা লয়ে বন্ধু গণ ❋ স্নান করিবার জলে নাবিল আসিয়া ॥ জলে নাবি গাজি দিগে চাইয়া চাইয়া ❋ হাত মাজে পদ মাজে মাজে আর মুখ ॥ গাজিকে দেখায়ে মাজে কুচ আর বুক ❋ কবরি খুলিয়া কেশ দিল আউলাইয়া ॥ কাল মেঘে চন্দ্র যেন ফেলিল ঢাকিয়া ❋ কালী হৈতে কাল কেশ উড়ায় বাভাসে ॥ গাজি দিগে চায় রামা হাত দিয়া কেশে ❋ লোটন বান্ধিতে

কেশ যখন ঝাড়িল ॥ সিলা বৃষ্টি গগণেতে যেমন গর্জ্জিল ❋ পরে সতী চাম্পাবতী নাবে কণ্ঠ জলে ॥ কোটি রবি যিনি অঙ্গ জল মধ্যে জলে ❋ উপরেতে মুখ খান সুভিছে এমনি ॥ যেমন সরদ শশী লক্ষ কোটি যিনি ❋ মর্জ্জন করিয়া যত সঙ্গি নারী গণ ॥ উপরে উঠিয়া তারা পরেন বসন ❋ তবুত রহেন চাম্পা নাবিয়া জলেতে ॥ হেন কালে বলে গাজি হাত ইসারাতে ❋ জাহরে প্রাণের প্রান গৃহে জাহ তুমি ॥ মিলন হইবে শীঘ্র আসিতেছি আমি ❋ বসন বান্ধিয়া গলে তবে চাম্পাবতী ॥ পতিকে প্রনাম করি চলিলেন সতী ❋ জায় আর পিছে দিগে ফিরে ফিরে চায় ॥ নয়নের জলে দুটী গাল ভেসে জায় ❋ চাম্পাকে লইয়া সবে চলে শীঘ্রগতি ॥ চতুর্দ্দিগে সঙ্গি গণ মধ্যে চাম্পাবতী ❋ ত্বরায় আসিল সবে আপনার ঘরে ॥ চাম্পাবতী চলে গেল চণ্ডির মন্দিরে ❋ ভিজা পরিধান বস্ত্রে ঝাড়ু তাথে দিল ॥ পুজার সামিগ্রী সব দাসীরা আনিল ❋ আতব তণ্ডুল ধুপ ঘৃত কলা চিনি ॥ চন্দন সিন্দুর যত দিল সব আনি ❋ তৎপরে ভিজা বস্ত্র চাম্পা ত্যাগ করি ॥ কারচবি মানিকের পড়িলেন সাড়ি ❋ পরিয়া মানিক সাড়ি পুজাতে বসিল ॥ শুদ্ধ কায়ে শুদ্ধ চিতে পুজিতে লাগিল ❋ প্রথমে পুজিল কন্যা প্রভু নিরাকার ॥ এতিন ভুবন হয় শৃজন জাহার ❋ পশ্চাতে গাজির পদ করিয়া বন্দন ॥ ভক্তি-ভাবে ভবানিকে করেন স্বরন ❋ সদয় হইয়া দেবি তাহার উপর ॥ বর দিতে চলে চণ্ডি রথে করি ভর ❋ আসিয়া চাম্পার কাছে ঘরের ঘরনী ॥ মিষ্ট স্বরে কহে শুন রাজার নন্দিনী ❋ কি জন্যে আমাকে তুমি করিলা স্বরন ॥ চাম্পা বলে ডাকিয়াছি পতির কারন ❋ করুনা করিয়া মাগো দেহ তুমি বর ॥ মনের মানশ যাহা পুর্ণ হয় মোর ❋ চণ্ডি বলে শুন বাছা শান্ত কর মন ॥ বিধাতা লেখিছে যাহা না হবে খণ্ডন ❋ পাইবে সুন্দর পতি জাতে সে জবন ॥ হয় বটে সেই মোর ভগ্নির নন্দন ❋ জানিবা তাহার নাম গাজি জিন্দা পীর ॥ রাজ্যতি ছারিয়া ভ্রমে হইয়া ফকির ❋ তাহার পিতার নাম সাহা ছেকান্দর ॥ শোনা দিয়া বান্ধিয়াছে বৈরাট নগর ❋ বলিহ রাজার কন্যা অজুপা সুন্দরী ॥ আমার ভগিনি সেই তোমার সাশুড়ি ❋ গাজি মোর ভগ্নি পুত্র আমি তার মাসি ॥ কার্ত্তিক গ[illegible] হৈতে তারে ভাল বাসি ❋

শুন শুন চাম্পাবতী বর দিনু আমি ॥ আমার ভগ্নির পুত্র হৌক তোর স্বামি ✽ এ বলিয়া ভগবতি চলিল সত্বর ॥ কৈলাশে চলিয়া যায় রথে করি ভর ✽ অমনি দেখিল চক্ষে কদম্ব তলায় ॥ বসিয়াছে সাহা গাজি কালু নিদ্রা যায় ✽ হেন কালে শীব জায়া রথ নামাইয়া ॥ গেলেন গাজির কাছে হাসিয়া হাসিয়া ✽ চণ্ডিকে দেখিয়া গাজি ছালাম করিল ॥ আসির্ব্বাদ করি চাণ্ড কহিতে লাগিল ✽ তোমার সশুর বাড়ী গিয়াছিনু আজি ॥ উপহাস করি বলে শুন বাছা গাজি ✽ মাতলী সাশুড়ী গণ সকলি তোমার ॥ পুরুষ পাইলে ধরে জোকের আকার ✽ মনে মনে চিন্তা অতি করিতেছি আমি ॥ জেমন সকল গোপী এক কৃষ্ণ তুমি ✽ টানা টানি করি বাছা তোমাকে মারিবে কামিনীর দেশে গিয়া প্রাণ হারাইবে ✽ লিলাবতী হয় বাপু তোমার সাশুড়ী ॥ সাত পুত্র হৈছে তবু জেমন কুমারী ✽ অলশ্য করেন বুঝি সশুর তোমার ॥ নহিলে কতেক পুত্র হইতেন আর ✽ উপহাস করি চণ্ডি এই মত কয় ॥ লজ্জায় সাহেব গাজি হেট সিরে রয় ✽ মমতা করিয়া দেবি কহিলেন পর ॥ কি কারনে চিন্তা বাছা ভয় কিরে তোর ✽ কখন বিধির লেখা বৃথা জাবে নাই ॥ চাম্পাকে পাইবে তুমি আমি কয়ে যাই ✽ আমিহ সহায় আছি কারে কর ভয় ॥ হারিবে মট্টুক রাজা তোর হবে জয় ✽ কালুকে পাঠাও কালি ব্রাহ্মণা নগর ॥ এতেক বলিয়া দেবি চলিল সত্বর ✽ রহিলেন দুই ভাই বৃক্ষের তলেতে ॥ পর দিন সাহা গাজি উঠিয়া প্রভাতে ✽ বিনয় বচনে কহে কালুর গোচর ॥ শুন শুন ভাই কালু প্রাণের দোসর ✽ চাম্পা বিনে প্রাণ মোর ছট ফট করে ॥ এই বেলা জাহ তুমি ব্রাহ্মণা নগরে ✽ কহিবা রাজার কাছে সকল বৃতান্ত ॥ কি আর কহিব তুমি জান আদি অন্ত ✽ কালু বলে জাব আমি রাজার বাটীতে ॥ এক কথা কহি ভাই তোমার সাক্ষ্যাতে ✽ বিপদ পরিলে কোন উপরে আমার কেমনে সংবাদ তুমি পাইবে তাহার ॥ গাজি বলে ভাই কালু শুন মন দিয়া ॥ সাহেব আল্লার নাম মুখেতে লইয়া ✽ মনে মনে ডাক মোরে দিও তিন বার ॥ শিরের পাগড়ি তবে খসিবে আমার ✽ দুঃখেতে পরিছ তুমি অন্তরে জানিব ॥ তোমার উদ্দেশে আমি তখনি চলিব ✽ শুনিয়া দেওান কালু বিছমিল্লা বলি ॥ ব্রাহ্মণা নগরে

জায় ততক্ষন চলি * খেওা ঘাটে গিয়া কাল, পৌছিল ত্বরায় ॥ ছিরা ডরা ছিল দুই পাটনী তথায় * কহিতে লাগিল কাল, পাটনীর তরে নদী পার করি দেহ জাইব সেপারে * ছিরা বলে হেন বুদ্ধি কে তোমারে দিছে ॥ মরনের বাঞ্ছা বুঝি মন মধ্যে আছে * মরনের সাধ যদি থাকেত মনেতে ॥ কলশী বান্ধিয়া গলে পড়হ জলেতে * তবু না জাইও তুমি ব্রাহ্মণা নগরে ॥ শুদ্রের ক্ষমতা নাহি জাইতে সেপারে * দৈব্য জোগে শুদ্র কেহ সেই পারে গেলে ॥ মার মার বলি তারে দৌড়ায় সকলে * দেও এক আছে নাম দক্ষিণা সে রায় ॥ জবন পাইলে কাঁচা চাবাইয়া খায় * সে পারের আসা ছাড়ি বাহড়িয়া জাও ॥ আর আর দেশে গিয়া ভিক্ষা মাগি খাও * কাল বলে জাব আমি করি দেহ পার ॥ কপালেতে যাহা থাকে হইবে আ-মার * ছিরা বলে যদি তুমি পার হৈতে চাহ ॥ ঘাটের মাশুল কৌড়ি আগে মোরে দেহ * শোনার একৈশ বুড়ি দেহ যদি কৌড়ি ॥ তবে আমি নদী পার করি এই ঘরি * শুনিয়া তখনি কাল, নৌ-কায় উঠিয়া ॥ ঝুলিতে দিলেন হাত আল্লাকে স্মরিয়া * কেরামতে দিল কাল, কৌড়িহ শোনার ॥ তবেত পাটনী নদী করে দিল পার * সেপারেতে গিয়া কাল, কমর কাঁচিয়া ॥ রাজার বাটীর দিগে চলিল ধাইয়া * অবিলম্বে উপস্থিত হইল পুরিতে ॥ একেবারে চলে গেল রাজার কাছেতে * বসিছে মটুক রাজা রত্ন সিংহাসনে ॥ পাত্র মিত্র গণ লয়ে আনন্দিত মনে * সাত পুত্র নয় শ্যালা বসিছেন আর ॥ শোনালি চান্দুয়া উড়ে উপরে সবার * নানা ইতি আলাপন সবে বসি করে ॥ ভারত পুরান কেহ পড়ে মিষ্ট স্বরে * নাটুয়া করিছে নৃত্ত বিদ্যাধরি যিনি ॥ মিলাইয়া ছয় রাগ ছত্তিশ রাগিনী * করিতেছে গান তারা হেন তালে মানে ॥ তান সিন বৃজ বাউল হারিবে সে গানে * হেন কালে কাল, সাহা সভাতে আসিয়া ॥ রাজার স-মুক্ষে খাড়া ইল্লাল্লাহ বলিয়া * দেখিয়া মটুক রাজা ক্রোধেতে জ্ব-লিল ॥ কোথারে কোটাল বলি ডাকিতে লাগিল * শুনিয়া কোটাল গণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ॥ কি আজ্ঞা সে মহারাজ জিজ্ঞাসে আসিয়া * রাজা বলে হের দেখ জবন ফকির ॥ ঠেলা দিয়া দেহ এরে করিয়া বাহির * জবনের মুখ আমি দেখিনু চক্ষেতে ॥ তিন দিন উপবাস

হইল থাকিতে ❋ শীঘ্র শীঘ্র জবনেরে দেহ খেদারিয়া ॥ দক্ষিন রায়েরে নইলে কহ ডাক দিয়া ❋ শুনিয়া কালুকে তারা ধরিল তখন ॥ কালু বলে মহারাজ এক নিবেদন ❋ রাজা বলে রাখ দেখি কি কহে বেটায় ॥ তবেত কোটাল গণ ছাড়িল তাহায় ❋ কালু বলে শুন রাজা নিবেদন মোর ॥ বৈরাট নগরে ঘর সাহা ছেকান্দর ❋ তাহার সমান রাজা নাহি সংসারেতে ॥ মেদিনি কাঁপিয়া উঠে জাহার ভয়েতে ❋ তার সাথে বলি রাজা সমরে হারিয়া ॥ জাচিয়া আপন কন্যা দিয়া-ছিল বিয়া ❋ মহা পুন্যবান রাজা সাহা ছেকান্দর ॥ শোনা দিয়া বান্ধিয়াছে বৈরাট নগর ❋ তাহার তনয় সাহা গাজি জেন্দা পীর ॥ রাজ্য পাট ত্রেজ্য করি হইছে ফকীর ❋ কেরামত দেখে তার ক-তেক ব্রাহ্মন ॥ হৈছেন মোছলমান ছিড়িয়া লগুন ❋ ছাপাই নগরে রাজা শ্রীরাম নামেতে ॥ পড়িল কলেমা সেই গাজির কাছেতে ❋ কেরামতে শোনাপুরে নগর বসাইয়া ॥ মছজিদে দুই ভাই ছিলাম শু-ইয়া ❋ চাম্পাবতী নামে নাকি তোমার নন্দিনী ॥ গাজিকে করিয়া যাদু আনিয়া সে ধনি ❋ পালঙ্গ অঙ্গুরী তার রাখিয়াছে কাড়ি ॥ চা-ম্পার কাছেতে সেই পালঙ্গ অঙ্গুরী ❋ স্নান করিবার ছলে চাম্পাবতী গিয়া ॥ আসিছে গাজির সাথে সাক্ষাত করিয়া ❋ আর যে তোমার পূজা খাইয়া ভবানী ॥ সাহেব গাজিকে বর দিয়া গেছে তিনি ❋ কন্যা সে গাজির কাছে চণ্ডি গেছে কৈয়া ॥ প্রাপ্ত হও চাম্পাবতী জাই বর দিয়া ❋ অন্ন জল সাহা গাজি কিছু নাহি খায় ॥ চাম্পার কারণে সদা করে হায় হায় ❋ দিবা কি না দিবা বিয়া কহ এক কথা ॥ শুনিয়া লজ্জায় রাজা নাহি তুলে মাথা ❋ এই সব কথা কালু বলিলেন জবে ॥ ঠারা ঠুরি করি বলে পাত্র মিত্র সবে ❋ যে কথা ফকীর কহে কিছু নহে মিছে ॥ এর লাগি রাজ কন্যা পাগল হইছে ❋ কালুর বচনে রাজা মহা ক্রোধ হৈল ॥ ডাকিয়া কোটাল সবে কহিতে লাগিল ❋ ঠেলা দিয়া ফকিরেরে নিয়া কারাগারে ॥ হস্তে আর পদে বান্দি লোহার জিঞ্জিরে ❋ দশমনি শিলা দেহ বুকের উপর ॥ এহার কথায় অঙ্গ জ্বলে গেছে মোর ❋ শুনিয়া কালুকে তারা তখনি ধরিয়া ॥ কারা-গারে লয়ে জায় ধাক্কা ঠেলা দিয়া ❋ কালু বলে মোরে কেন ধাক্কা

দোস হৈল মোর ॥ যে চায় করিতে বিয়া তারে গিয়া ধর ✻ না শুনে কোটাল গণ ধরিয়া কালুরে ॥ রাজার আজ্ঞায় লয়ে গেল কারাগারে ✻ বিষম লোহার ঘর ছেদ নাহি তাতে ॥ এক হাত দ্বার খালি দক্ষিন দিগেতে ✻ দিবসেতে দেখা জায় হেন অন্ধকার ॥ অমাবস্যা রাত্রি নহে সমান তাহার ✻ তাথে নিয়া হস্ত পদ কালুর বান্ধিয়া ॥ দশ মোনি সিলা দিল বুকেতে তূলিয়া ✻ সাহেব আল্লার নাম লইয়া মুখেতে ॥ গাজিকে ডাকিয়া কালু লাগিল কান্দিতে ✻ এখানে মটুক রাজা ক্রোধ হইয়া অতি ॥ অন্তঃপুরে গেল যথা থাকে চাম্পাবতী ✻ গাজির পালঙ্গ গিয়া দেখিল মন্দিরে ॥ কুড়ালি মারিয়া তাহা খণ্ডই করে ✻ পালঙ্গ ভাঙ্গিয়া রাজা ক্রোধিত হইয়া ॥ কন্যাকে মারিতে যায় খাড়া হাতে লৈয়া ✻ দেখিয়া তরাসে চাম্পা উঠে দৌড় দিল ॥ সাত ভাই বধু তারা যেইখানে ছিল ✻ তাহাদের কাপরের অঞ্চল ধরিয়া ॥ অঞ্চলের আড়ে চাম্পা রহে লুকাইয়া ✻ তবেত মটুক রাজা ক্ষমা দিয়া ক্রোধ ॥ রাজ পাটে বসে গিয়া হইয়া নিশব্দ ✻ আবদুর-রহিম বলে পয়ারে রচিয়া ॥ কালুর বৃতান্ত সবে শুন মন দিয়া ✻

ধুয়া ॥ ত্রান কর ত্রান কর ত্রান কর মোরে ॥
সঙ্কটে পড়িয়া প্রভু ডাকিগো তোমারে ✻

ত্রিপদী ॥ বন্দি হৈয়া কারাগারে, কান্দে কালু উচ্চঃস্বরে, ডাকে আর গাজি গাজি বলি ॥ কোথা রৈলে গাজি ভাই, দেখা আর হৈল নাই, জায় জায় প্রান মোর চলি ✻ এমন নিদান কালে, আরে ভাই কোথা রৈলে, তত্ত আসি না করিলা তূমি ॥ মনে রৈল এই সোক মৃত্যু কালে তব মুখ, চক্ষে নাহি দেখিলাম আমি ✻ কান্দে কালু সোকাকুলে, গাত্র ভাসে নেত্র জলে, সাহা গাজি জানিল ধ্যানেতে ॥ সিরের পাগড়ী আর, খসিয়া পড়িল তার, কহে গাজি কান্দিতে২ ✻ হায় হায় কালু ভাই, আমার বুদ্ধিতে ছাই, পাঠাইনু কেনবা তো-মারে ॥ আগে যদি জানি আমি, সঙ্কটে পড়িবে তূমি, গিয়া ভাই ব্রাহ্মণা নগরে ✻ তবে কি পাঠাই তোরে, মোর লাগিয়া ভাইরে, বুঝি তুমি প্রাণ হারাইলি ॥ আছ কি না আছ ভাই, তাহার সংবাদ নাই, কান্দে গাজি ভাই ভাই বলি ✻ কান্দিয়া কাটিয়া পরে, চলিয়া

বাতাস ভরে, গেল দ্রূত শুন্দর বনেতে ॥ শুন্দর বনেতে গিয়া, বৃক্ষ তলে দাড়াইয়া, বাঘ সবে লাগিল ডাকিতে * শুনিয়া গাজির ডাক, বাঘ সব ঝাকে ঝাক, এসে তারা ছালাম করিল ॥ ছালাম করিয়া পরে, জিজ্ঞাসিল জোড় করে, কালু সাহা কোথায় রহিল * চক্ষে কেন দেখি নীর, কি হইল কহ পীর, কহে গাজি কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ যে রূপে গেলেন যথা, আদি অন্ত যত কথা, শুনাইল সকল ভাঙ্গিয়া *. বাঘ সবে বলে পীর, মন তুমি কর স্থির, চিন্তা কিবা আমরা থাকিতে এহি বেলা মোরা জাব, আর নাহি জল খাব, চল২ বলে সকলেতে *

ধুয়া ॥ সাজিল সাজিল ও বাঘ সাজিল ॥
তর্জ্জনে গর্জ্জনে মেদিনী কাঁপিল *

পয়ার ॥ বাঘ বলে শুন পীর সান্ত কর মন ॥ এতে২ দাস মোরা কিসের কারণ * এই বেলা জাই চল ব্রাহ্মণা নগরে ॥ দেখিব মটুক রাজা কত শক্তি ধরে * বংস পুরি সব তার বিনাস করিয়া ॥ চাম্পাকে তোমার কাছে দিব আনি বিয়া * এ বলিয়া বাঘ সব সাজিতে লাগিল ॥ খান্দেওারা বাঘ সেই প্রথমে সাজিল * সেই বাঘ হয় সব বাঘের প্রধান ॥ রাক্ষস ধরিয়া খায় ভাঙ্গিয়া গর্দ্দান ॥ সাজে বাঘ বেড়াভাঙ্গা বৃহৎ ভীষন ॥ মারিয়া অস্থুর সিংহ করেন ভক্ষন * সাজে বাঘ দাঁনেওারা চলে লম্ফ দিয়া ॥ আকাসের সুর্জ্জ চায় খাইতে ধরিয়া সাজে বাঘ বিঙ্গরাজ পর্ব্বত আকার ॥ পাতালে বাসুকি কাঁপে গর্জ্জনে তাহার * সাজে বাঘ কালকুট ধাব ধাব চলে ॥ হাতি লয়ে দৌড় দেয় দন্তে ধরি গলে * সাজে বাঘ চিলা চক্ষু ঘোড়াইয়া চায় ॥ মনুষ্য ধরিয়া সেই ঘাড় ভেঙ্গে খায় * সাজিল কেন্দুয়া বাঘ নেজ তার খাড়া ॥ দিবসে ধরিয়া খায় গরু আর ঘোরা * সজে আর মেছি বাঘ চায় আড়ে২ ॥ কুকুর দেখিলে তার ঘাড়ে গিয়া ধরে * সাজে বাঘ লোহাজুড়ি ধীরে ধীরে চলে ॥ পাইলে ভেরির গন্ধ প্রবেসে গো-য়ালে * পেচা মুখা ঘাড় বেকা সাজে বাঘ খেড়ি ॥ এখোড়া মেখোরা আর সাজে মাগেশ্বরি * সাজিল যতেক বাঘ নাম কব কত ॥ সমুদায় নও হাজার আর সাত শত * সাজিয়া চলিল সবে ব্রাহ্মণা নগরে ॥ পিছে পিছে যায় গাজি আসা লয়ে করে * সহর বাজার কত যায় ছাড়াইয়া ॥ দেখিয়া বলেন লোকে ত্রাসিত হইয়া * ফকির বেটায়

এই বর যাদু জানে ॥ এ জন্যে বনের বাঘ এর পুসমানে ❋ এই কথা লোক সবে জখন কহিল ॥ শুনিয়া সাহেব গাজি লজ্জিত হইল ❋ লজ্জিত হইয়া তবে গাজি জিন্দা পীরে ॥ বিছমিল্লা বলি ফুক দিল বাঘ পরে ❋ বাঘের উপরে ফুক যেই সমে দিল ॥ যত বাঘ ছিল সব ভেড়া হৈয়া গেল ❋ বাঘ সবে বানাইয়া ভেড়া আর ভেড়ি ॥ সুবর্ণের আসা দিয়া চলেন খেদাড়ি ❋ গ্রামে গ্রামে লোক সব আসিয়া২ ॥ কহেন গাজির কাছে মিনতী করিয়া ❋ ভেড়া ভেড়ি যদি ভাই বিক্রী করে জাহ ॥ এখনি আনিয়া দেই যত মুল্য চাহ ❋ আর যদি নাহি বেচ বড় ভেড়া দিয়া ॥ পথের খরচ কিছু জাহনা লইয়া ❋ গাজি বলে শক্তি নাহি বেচিতে আমার ॥ এই সব ভেড়া ভেড়ি মটুক রাজার ❋ এবলিয়া লোক সবে যায় ভাড়াইয়া ॥ কত দিনে কান্ত পুরে গেলেন চলিয়া ❋ সেপারে চাইয়া দেখে ব্রাহ্মণা নগর ॥ খেওা ঘাটে যায় গাজি চলিয়া সত্তর ❋ ছিরা ডোড়া দুই ভাই পাটনি আছিল ॥ ভেড়া ভেড়ি দেখে তারা কহিতে লাগিল ❋ ছিরা বলে চক্ষু মেলি দেখ ভাই ডোড়া ॥ ফকীর বেটায় আনে কত গুলি ভেড়া ❋ ভেড়ার পারায় নৌকা খণ্ড খণ্ড হবে ॥ হাড়াইব নৌকা খান কৌড়ির যে লোভে ❋ সেপারে চলহ মোরা জাই নৌকা লৈয়া ॥ তবেত ফকির বেটা যাইবে ফিরিয়া ❋ এ বলিয়া নৌকা তারা বায় ধীরে২ ॥ রাখ রাখ বলি গাজি ডাকে উচ্চস্বরে ❋ শুনিয়া গাজির ডাক লাগাইল তরি ॥ তখনি আসিল গাজি লয়ে ভেড়া ভেড়ি ❋ গাজিকে দেখিয়া তারা জিজ্ঞাসা করিল ॥ কোথা হৈতে আসিয়াছ জাবে কোথা বল ❋ গাজি বলে ভাই ছিরা সুন সমাচার ॥ ব্রাহ্মণা নগরে জাব করে দেহ পার ❋ ছিরা বলে মরনের সাধ বুঝি আছে ॥ একটি ফকির বন্দি আছে কি মরিছে ❋ সাধেতে জমের বাড়ী জাহ খুজিবারে ॥ এখন দক্ষিন রায় খাইবেন ধরে ❋ গাজি বলে শুন ছিরা তোমারে জানাই ॥ সেই যে ফকির বন্দি হয় মোর ভাই ❋ মোরা দুই জনে টাকা মহারাজ দিল ॥ গত সনে ভেড়া ভেড়ি দিতে কথা ছিল ❋ বিলম্ব দেখিয়া রাজা ভাইকে আমার ॥ কারাগারে দিয়া রাখে কারনে এহার ❋ সুন ভাই ছিরা ডোড়া মোর কথা লও ॥ বেলা গেল শীঘ্র২ পার করি দেও ছিরা বলে দেহ আগে সুবর্ণের কৌড়ি ॥ এক করা কম নহে এক

বিংশ বুড়ি ❋ গাজি বলে কৌড়ি আজি মোর হাতে নাই ॥ বিক্রয় করিয়া মেস কল্য দিব ভাই ❋ ছিরা বলে বেটা তোর কথা বর ভালা ॥ পার যদি হবে মোর শীঘ্র কৌরি ফালা ❋ গাজি বলে ভাই ছিরা কিছু নাহি হাতে ॥ সুবর্ণের আসা রাখ কৌড়ি পরিবর্ত্তে ❋ শুনিয়া বলেন ছিরা হয়ে অতি রাগ ॥ এই মত আছে কত চইয়ের আগ ❋ ঠগের গোসাঞি তুমি কাজে গেল জানা ॥ হরিদ্রার রং লাঠি বল কাচা সোনা ❋ গাজি বলে শুন ছিরা মোর কথা লেহ ॥ গলার খিলকা দেই পার করি দেহ ❋ শুনিয়া বলেন ছিরা মুখ করি কালা ॥ এইমত আছে কত চিরা ফাড়া ছালা ❋ গাজি বলে কেন মুখ করিয়াছ ভার ॥ শোনার জিঞ্জির রাখি করি দেহ পার ❋ ছিরা বলে না খাটিবে ঠগামি এখানে ॥ পিতলা জিঞ্জির এই কেবা নাহি চিনে ❋ গাজি বলে কেন ভাই করিতেছ গৌণ ॥ সুবর্ণের তার দেই করহ তারণ ❋ ছিরা বলে আমি নহে অজ্ঞান কেবল ॥ হরিতালের রং এই করে ঝল মল ❋ বার-বার বল কেন ঠগামীর কথা ॥ এইমত তার দিয়া সিলাইছি খেতা ❋ হাসিয়া বলে গাজি কিবা দিব আর ॥ পরনের ইজার রাখি করে দেহ পার ❋ ছিরা বলে ভাই ডোড়া কি কহে বেটায় ॥ হাগা মুতা বন্ধ করি মারিবার চায় ❋ ইজার পিন্দিলে পেট ফুলিয়া মরিব ॥ বনিতার কাছে আর জাইতে নারিব ❋ গাজি বলে ভাই ছিরা দেহ পার করি ॥ কারচবি মানিকের রাখিয়া পাগড়ি ❋ ছিরা বলে ছোট বধি খেওা দিয়ে খাই ॥ এইমত সট [illegible] কভু দেখি নাই ❋ কড়ার ফকীর হৈয়া কি কহে এখন ॥ বাপেনি দেখিছে তার মানিক কেমন ❋ দুর্গা পুজা করিয়া কে বর্জ্জন করিছে ॥ বাদলার বস্ত্র সেই হরিয়া আনিছে ❋ এহাকেই বলে সটে মানিক বসন ॥ সপ্নে নাহি দেখিয়াখে মানিক কখন ❋ গাজি বলে শুন ছিরা মোর কথা লেও ॥ দুই গোট ভেড়া রাখি পার ক[illegible] দেও ❋ ছিরা বলে কি করিব কহ ভাই ডোরা ॥ ডোরা বলে দিয়া যদি যায় দুই ভেরা ❋ বৎসর অন্তর শ্রাদ্ধ আসিল পিতার ॥ জ্ঞাতি সেবা করাইতে লেঠা নাহি আর ❋ গাজি বলে যাহ শীঘ্র চালিয়া পালেতে ॥ দুই মেস রাখো গিয়া বান্ধিয়া গলেতে ❋ আর সব ভেড়া ভেড়ি দেহ পার করি ॥ শুনিয়া তখনি তারা লাগা-ইয়া তরি ❋ হাতে রসি কান্দে বৈঠা দুই জনে লৈয়া ॥ মেসের পালের

মধ্যে সান্ধাইল গিয়া * যত মেস ছিল পালে দেখিয়া সকল ॥ খাইতে মেসের মাংস মুখে উঠে জল * খান্দেওয়ারা বেরাভাঙ্গা প্রধাণ আছিল ॥ দুই ভাই দুবাঘের গলায় বান্ধিল * বট বৃক্ষ ছিল এক ঘাটের কুলেতে ॥ বান্ধিয়া রাখিল মেস বৃক্ষের ডালেতে * পশ্চাতে করিল পার সাহেব গাজিরে * ভেড়া ভেড়ি যত বস দিল পার করে * হরসিতে জিন্দা গাজি বাঘ লয়ে চলে ॥ ব্রাহ্মণা নগর মধ্যে গিয়া রাত্র কালে * উত্তরের বান্ধা ঘাটে লয়ে বাঘ গণ ॥ বসিলেন সাহা গাজি ভেবে নিরাঞ্জন * আর কিছু সমাচার সুন মন দিয়া ॥ উপস্থিত পরি গণ কি রূপে আসিয়া * যে দিন কালুকে রাজা কারাগারে দিল ॥ ব্রাহ্মণা নগরে এক পরি এসে ছিল * কালুর বিপদ সেই চক্ষেতে দেখিয়া॥ সাহা পরি সন্নিধানে কহিলেন গিয়া * কালুর সংবাদ কানে যখন শুনিল ॥ আক্ষেপ করিয়া পরি অনেক কান্দিল * তৎ পরে তিন শত পরি লয়ে সাথে ॥ ব্রাহ্মণা নগরে দ্রুত চলিলেন রথে * শোনাপুরে পরি গন রথ নামাইয়া ॥ গাজির পালঙ্গ আর নিশান লইয়া চলিল বাতাস মত রথে করি ভর ॥ নিমিষে চলিয়া গেল ব্রাহ্মণা নগর * বাঘ লয়ে সাহা গাজি ছিল যেই ঘাটে ॥ পরি গন গিয়া সবে তাহার নিকটে * ছালাম করিয়া খাড়া রহে জোড় হাতে ॥ আশীর্ব্বাদ করি গাজি বসায় কাছেতে * নিশান পালঙ্গ সেই পরী সবে দিল ॥ হরসিতে জিন্দা গাজি পালঙ্গে বসিল * বসিল সাহেব গাজি পালঙ্গ উপরে ॥ শোনার নিশান উর্দ্ধে চারি দিগে উড়ে * ভেড়া ভেড়ি দিগে গাজি চাহিয়া তখন ॥ তিনবার ফুক দিল ভেবে নিরাঞ্জন যত ভেরা ছিল সব বাঘ হৈয়া গেল ॥ বাঘ হৈয়া থাপ ধরি সকলে বসিল * দুই বাঘ ছিল যেই পাটনীর ঘরে ॥ শুন বলি পাটনীরা কোন কাজ করে * দুই বাঘে নিয়া তারা গোসালে বান্ধিয়া ॥ আটি দুই ঘাস দিল সম্মুক্ষে আনিয়া * ঘাস জল দিয়া তারা ঘরে চলি গেল ॥ ঘরে গিয়া ছিনা ডোরা খাইতে বসিল * এখানেতে দুই বাঘে ঘাস জল হেরি ॥ কহিতে লাগিল তারা কানা কানী করি * বেড়াভাঙ্গা বলে শুন ভাই খান্দেওয়ারা ॥ ঘাস জল খাও কিছু হইয়াছ ভেড়া * এত গুণ জানে গাজি মরিবে হাঁসিয়া॥ দেখাইল ঘাস জল ভেড়া বানাইয়া * গোসালে [illegible]

নৌকায় তারা করিল গমন ✽ হেন কালে বুড়া বেটি ডোরার জননী॥ দেখিবারে ভেড়া সেই চলিল তখনি ✽ লাঠি ভর দিয়ে বুড়ি নুয়ে নুয়ে যায় ॥ গোয়ালি ঘরেতে গিয়া মাথা তুলি চায় ✽ ভেড়াটি দেখিয়া বুড়ি হাসে খল খল ॥ ভক্ষন করিতে মাংস মুখে উঠে জল ✽ হেন সময়ে বেরাভাঙ্গা উপহাস করে॥ মারিলেক ঢুস এক বুড়ির কমরে ✽ ঢুস খেয়ে বৃদ্ধ বেটি উঠিল রাগিয়া ॥ বাঘের মাথায় বাড়ি মারে ঝাটা দিয়া ✽ খাইয়া ঝাটার বাড়ি বাঘ ক্রোধ ভরে ॥ ধরিয়া বুড়ির চুলে গালে চর মারে ✽ চড় মারে কিল মারে মারে আর ঢুস ॥ গড়াগড়ি দিয়া বুড়ি কাসে খুস২ ✽ একেবারে প্রাণে নাহি বুড়িকে মারিল ॥ জীবণের দসা কিন্তু শেষ করে দিল ✽ গোয়ালী হইতে বুড়ি বাহির হইয়া ॥ আসিয়া সুইল ঘরে খেতা গায় দিয়া ✽ সেই সমে ছিরা ডোরা আসিল বাটীতে ॥ কহিতে লাগিল বুড়ি কাঁপিতে২ ভেড়ার কিলেতে গায় আসিয়াছে জর ॥ উঠিতে বসিতে আর শক্তি নাহি মোর ✽ কোন সমে কারে ভেড়া করে জানি খুন ॥ অদ্য মধ্যেই শ্রাদ্ধের কর আয়োজন ✽ শুনিয়া তখনি গিয়া ছিরা আর ডোরা ॥ করিলেন নিমন্ত্রন তের খান পাড়া ✽ পাইয়া সে নিমন্ত্রন জতেক পাটনী ॥ আসিল ডোরার বাড়ি চলিয়া তখনি ✽ বেছু আর মেছু দুই পুরোহিত ছিল ॥ সংবাদ পাইয়া আসি উপস্থিত হৈল ✽ ভেড়া দেখি দুই দ্বীজে কাচা খেতে চাহে ॥ ডাকিয়া ডোরার কাছে বেছু দেব কহে ✽ বড়টা ভেরার দিবা অণ্ডকুস মোরে ॥ অভিসাপ দিব যদি দেহ আর কারে ✽ শুনিয়া ঠাকুর মেছু কহে পাটনিকে ॥ আমি লিব অণ্ডকুস না দিব বেছুকে ✽ কহিছে ব্রাহ্মণী মোর তিনি গর্ভবতী ॥ অণ্ডকুস খাইবারে অভিলাস অতি ✽ বেছু বলে মেছু দেব অণ্ডকুস মোর ॥ মেছু বলে সুন বেছু গালে খাবি চর ✽ বকাবকী দুহ জনে অনেক করিয়া ॥ কিলাকিলী লাগে পরে কমর কাচিয়া ✽ পাটনীরা সবে বলে জোড় করি কর ॥ আমাদের বাক্য এক সুন দ্বিজবর ✽ দুই ভেড়া মধ্যে আছে অণ্ডকুস চারি ॥ বিভাগ করিয়া নেই দুই দুই করি ✽ দুই যে ভেড়ার এই দুই অণ্ডকুস ॥ মেছু দেব লয়ে জাহ হইয়া আপুস ✽ নিস্পত্তি করিল দ্বন্দ দুই দ্বিজবর ॥ পাটনীরা দাও খর্গ আনিল সত্বর ✽ বীল্লদল ফুল ধুপ ঘৃত কলা চিনি ॥ তইল সিন্দুর

যত দিল সব আনি * দুইটি ভেড়াকে পরে স্নান করাইয়া ॥ কাটঘর মধ্যে বান্দে গলে দড়ি দিয়া * তৎ পরে দুই দ্বীজে মন্ত্র পড়ি মুখে ॥ বেল পত্র দিতে নেয় বাঘের মস্তকে * খান্দেওারা বলে ভাই কার মুখ চাহ ॥ উৎসর্গ করিলে নষ্ট হইবেক দেহ * এবলি আল্লা ভাবি হুঙ্কার মারিয়া ॥ ধরিয়া নিজের রূপ চলিল গর্জ্জিয়া * খান্দে ওারা বলে সুন বেড়াভাঙ্গা ভাই ॥ মানুষ্য মারিতে আজ্ঞা সাহেবের নাই * দূই ব্রাহ্মণেরে কিছু অণ্ডকুস দিয়া ॥ নগরের গরু কোথা চল দেখি গিয়া * নেজ খাড়া করি বাঘ চলে ক্রোধ ভরে ॥ লম্ফ দিয়া ধরে সেই দুই ব্রাহ্মণেরে * ঠুকর চাপর মারি ফুলাইল গাল ॥ মুচরিয়া নাক কান করে আর লাল * একেবারে প্রাণে নাহি মারিল ব্রাহ্মণে ॥ পশ্চাতে করেন কিবা বাঘ দুই জনে * নগরের মধ্যে গরু জার জত ছিল ॥ ধরিয়া২ বাঘে সকলি মারিল * বারশো বলদ মারে তের শত গাই ॥ বাছুর মারিল যত লেখা জোখা নাই * তরাশে পাটনী গণ কাপে থরথরি ॥ পালাইয়া যায় সব কৈরে দৌড়াদৌড়ি * বাঘ দেখি ছিরা ডোরা তারা দুই ভাই ॥ দৌড়ে আর বলে সেই ফকীর দোহাই * পুত্র পরিবার তার যত জন ছিল ॥ কাটিয়া ঘরের বেড়া বাহির হইল * ঘর বাড়ী ছাড়ি তারা পালাইয়া জায় ॥ যায় আর ছিরা ডোরা পিছু দিগে চায় * ছিরা বলে যত দিন বাচিয়া থাকিব ॥ মুসলমান ফকিরের কৌড়ি নাহি লিব * এত কেরামত তার আগে জানি নাই ॥ তবে কি তাহার কাছে কৌড়ি আমি চাই * আসিলে ফকির কেহ ঘাটেতে আমার ॥ মাথে বয়ে তারে নিয়ে করে দিব পার * বাটী হইতে দুই বাঘ যায় যদি চলি ॥ আল্লার নামেতে সিন্নি দিব মোরা কালি * মহাম্মদী দিন সত্য বিশ্বাস করিব ॥ দুই থান ঘাট আর বান্ধাইয়া দিব * এই রূপে মানসিক ছিরা ডোরা করে ॥ শুন বলি বাঘে কিবা করে তৎপরে * দাড়াইয়া দুই বাঘে লাগিল কহিতে পীরের হুকুম নাহি পাটনি মারিতে * বিলম্ব করিয়া আর কাজ কিছু নাই ॥ সাহেবের কাছে চল এই বেলা যাই * এবলিয়া তবে সেই বাঘ দুই জন ॥ গর্জ্জিয়া পবন আগে চলিল তখন * ডাক মারি লাফ দিয়া নদী পার হৈয়া ॥ সাহেব গাজির কাছে অবিলম্বে গিয়া * ছালাম করিয়া খাড়া সমুখে হইল ॥ আশীর্ব্বাদ করি গাজি জিজ্ঞাসা

করিল ※ কি রূপে আছিলা বল পাটনীর বাড়ী ॥ কহিতে লাগিল তারা হাত জোড় করি ※ যে রূপে গোয়ালী ঘরে বান্ধিয়া রাখিল ॥ একে একে আদি অন্ত সকলি কহিল ※ শুনিয়া সাহেব গাজি হরসিত হৈয়া ॥ বাঘ পরি যত ছিল সকলে ডাকিয়া ※ কহিতে লাগিল শুন বলি সবাকারে ॥ প্রাণে নাহি মানে মোর ভাই কারাগারে ※ তোমাদের কাছে আমি কি বলিব আর ॥ এই কাজ কর জাতে হয় সে উদ্ধার ※ বাঘ পরি বলে পীর আসির্ব্বাদ চাই ॥ বসিয়া তামাসা দেখ মোরা সবে যাই ※

ধুয়া ॥ গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বাঘ লম্ফে২ চলে ॥
যেমন বেড়িল লঙ্কা বানর সকলে ※

পয়ার ॥ হুঙ্কার মারিয়া বাঘ চলিল সত্বর ॥ মহা বেগে যায় করি দন্ত কড় মড় ※ ব্রাহ্মণা নগর মধ্যে ছিল যত বাড়ী ॥ বাড়ী বাড়ী গিয়া বাঘ রহিলেক বেড়ি ※ পথে ঘাটে বসে আর কাতার বান্দিয়া ॥ চলা ফিরা করে কেহ গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ※ সমস্ত নগর বেড়ি রহে বাঘ গণে নগর নিবাসী গণ কেহ নাহি জানে ※ প্রভাতে উঠিয়া তারা ঝাড়া ফিরিবারে ॥ লোটা হাতে লয়ে পথে যায় ধীরে২ ※ বাহির হইয়া দেখে বাঘের কাতার ॥ দৌড় দিয়া ঘরে গিয়া মারে চিৎকার ※ শোনার কলশী লয়ে ব্রাহ্মণী সকল ॥ নদীতে চলিছে তারা ভরিবারে জল ※ বাঘ দেখি উমা২ সকলে বলিয়া ॥ দৌড় দিয়া ঘরে যায় কলশী ফেলিয়া ※ কাঁপিতে লাগিল সবে হইয়া অস্থির ॥ ঘর হৈতে লোক সব না হয় বাহির ※ রাখাল না মেলে গরু রহিল গোসালে ॥ ঘরে বসি ঝাড়া লগ্গি ফিরেন সকলে ※ হাড়ি ও পাতিল ঘরে যার যত ছিল ॥ হাগিয়া মূতিয়া সব ভরিয়া ফেলিল ※ বাঘের গর্জ্জনে যায় ফাটিয়া মেদিনী ॥ থর থর কাঁপে যত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ※ কেহ বলে দুর দুর কেহ বলে নিল ॥ কেহ বলে ওরে বাবা প্রাণ মোর গেল ※ কেহত কহেন গিয়া কাছেতে রাজার ॥ ব্রাহ্মণা নগর গেল হইয়া উজাড় ※ কারাগারে রাখিয়াছ এক যে ফকির ॥ আসিয়া তাহার ভাই গাজি জিন্দা পীর ※ কত শত বাঘ জানি দিছে পাঠাইয়া ॥ খাইতেছে মানু গরু ধরিয়া২ ※ বসিছেন সাহা গাজি রত্ন সিংহাসনে ॥ শোনার নিশান খানি উড়ে চারি কোনে ※ মানিক চান্দুয়া হেলে সিরের

উপর ॥ দাড়াইয়া পরি গণ ঢুলায় চামর ※ শীঘ্র গিয়া মিল রাজা সঙ্গেতে গাজির ॥ নহিলে খাইবে বাঘে সকলের সির ※ রাজা বলে হেন কথা না বলিও আর ॥ থাকিতে দক্ষিন রায় ভয় কি আমার ※ এখনি দক্ষিন রায় শুনিলে কানেতে ॥ মারিবে সকল বাঘ ফকির সহিতে ※ এবলিয়া চলে রাজা বাঘ দেখিবারে ॥ উঠিলেন গিয়া এক অট্টালিকা পরে ※ অট্টালিকে বসি রাজা দেখে চক্ষু মেলি ॥ কাতারে২ বাঘ করে চলা চলি ※ এক গুন বাঘ রাজা শত গুন দেখে॥ অন্তর শুকিয়া গেল বাক্য নাহি মুখে ※ ভয়েতে কাঁপেন রাজা করি থর থর ॥ যেমন আসিল গায়ে কত শত জ্বর ※ কাপিয়া২ রাজা কি করে তখন ॥ দক্ষিন রায়ের কাছে করিল গমন ※ খাইবারে বস্তু কত লইলেন সাথে ॥ হইবে দক্ষিন রায় তুষ্টিত যাহাতে ※ দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি কলা নারিকল ॥ সসা বাঙ্গি আনারশ যত ইতি ফল ※ মইস ছাগল মৃগ কবুতর হংস ॥ গোটা দশ বার আর রুহীত মৎস ※ এই সব দ্রব্য আগে পাঠাইয়া দিল ※ দেখিয়া দক্ষিন রায় মহা তুষ্ট হৈল ※ সকলি করিয়া পাক খায় একবারে ॥ খাইয়া বসিল বীর হ-রিস অন্তরে ※ হেন কালে গেল রাজা কান্দিয়া২ ॥ প্রনাম করিল গিয়া চরনে ধরিয়া ※ দেখিয়া দক্ষিন রায় জিজ্ঞাসা করিল ॥ কি কারনে কান্দ রাজা মোর কাছে বল ※ রাজা বলে কি কহিব শুনহ গোসাই ॥ জাতি প্রাণ সব জাবে আর রবে নাই ※ কালু নামে এক বেটা ফকির আসিয়া ॥ যে কথা কহিল তাহা শুন মন দিয়া ※ গাজি সাহা আছে বলে ভাই এক তার ॥ মোর কন্যা চায় সেহ বিভা করিবার ※ আসিলেন কালু তার ঘটক হইয়া ॥ রাখিয়াছি কারাগারে তাহাকে বান্ধিয়া ※ এখন তাহার ভাই বাঘ লয়ে সাতে ॥ আসিয়াছে এই দেখ মোর নগরেতে ※ আনিয়াছে কত বাঘ সংখ্যা নাহি তার ॥ নিমিসে করিবে এই দেশ ছারখার ※ প্রজা গণ ঘরে ঘরে বাহির না হয় ॥ বা-ঘের গর্জ্জনে কার প্রাণ স্থির নয় ※ গো মানুষ ধরি ধরি খাইতেছে বাঘে ॥ পালাইতে পথ নাহি বাঘ চারি দিগে ※ শুনিয়া দক্ষিন রায় হেসে২ কয় ॥ এর লাগি কান্দ রাজা নাহি কিছু ভয় ※ এখনি চলিহু আমি থাকহ নিশ্চিন্তে ॥ মারিব সকল বাঘ ফকির সহিতে ※ এ ব-

প্রথমে পরিল ধুতি লম্বা আসি হাত ॥ দশ মনি লোহার টুপি দিলেন মাথাত * চল্লিশ মোনের এক জিঞ্জির কোমরে ॥ আটিয়া বান্দিল বীর ধুতির উপরে * শতমন খাড়া খানা বগলে লইল ॥ আসি মোনি ঢাল আনি গর্দ্দানে বান্দিল * তিনশো মোনের গদা হাতেতে লইয়া ॥ যাত্রা করি যায় বীর সমরে চলিয়া * যাত্রা কালে হাঁচি তার বাঁমেতে পড়িল ॥ চক্ষেতে আসিয়া মাছি উড়িয়া বসিল * চলিতে পরিল বীর উষ্টা থায়ে পায় ॥ দেখে আর কাঠুরিয়া কাষ্ট লয়ে যায় * রহ রহ তিন ডাক শুনিল পশ্চাতে ॥ সমুক্ষেতে মরা আর দেখেন চক্ষেতে * অযাত্রা দেখিয়া বীর ভাবে মনে মনে ॥ ফিরিয়া না আসে ঘরে লজ্জার কারনে ॥ চিন্তা যুক্ত হইয়া বীর করিল গমন ॥ ঘরে ঘরে হুলা হুলি দেয় রামা গন * শঙ্খ সিংগা বাজে আর ঝাজ করতাল ॥ ভম ভম করি কেহ বাদ্য করে গাল * বসিল মটুক রাজা দালানের ছাতে ॥ দক্ষিন রায় বীরের সমর দেখিতে * সাত পুত্র নয় শালা সভাসদ লৈয়া ॥ বসিয়া দেখেন রাজা গালে হাত দিয়া * সাজিয়া দক্ষিন রায় রণস্থলে গেল ॥ দুরে থাকি সাহা গাজি তাহাকে দেখিল * দেখিয়া সাহেব গাজি কহে বাঘ গণে ॥ দেখহ দক্ষিন রায় আসিতেছে রণে * চারি দিগে বেড় দীয়া কাতার বান্দিয়া ॥ শুনিয়া চলিল বাঘ গর্জ্জিয়া২ * তখনি দক্ষিন রায় চক্ষু মেলি দেখে ॥ লাফে লাফে বাঘ গণ এসে লক্ষে লক্ষে * এক গুন বাঘ বীরে সাত গুন হেরে ॥ বদন শুকিয়া গেল বাক্য নাহি সরে * ভয়েতে দক্ষিন রায় কাঁপে থর থরি ॥ মনে মনে ভাবে বীর একা কিবা করি * এক বাঘ মারি যদি গদা উঠাইয়া ॥ দশে বিশে একে বারে ধরিবে আসিয়া * এ ভাব ভাবিয়া বীর ক্ষমা দিয়া রণ ॥ নদীর দিগেতে গেল চলিয়া তখন * নদীর কুলেতে গিয়া আসন করিয়া ॥ গঙ্গাকে ডাকেন বীর কান্দিয়া২ * তাহার ডাকেতে গঙ্গা ভাসিয়া উঠিল ॥ দেখিয়া দক্ষিন রায় প্রনাম করিল * আশীর্ব্বাদ করি দেবী জিজ্ঞাসে তখন ॥ কহ বীর কেন মোরে করিলা স্মরন * কহেন দক্ষিন রায় কান্দিতে২ ॥ শুন মাগো কি কহিব তোমার সাক্ষাতে * মটুক রাজায় মোরে সেবে ছোটবদি ॥ সেবিয়া আসিছে তার পিতা মহ আদি * সে রাজার জাতি মাগো আজি দেখ যায় ॥ আসিয়া

ফকির এক তার কন্যা চায় * নাহি জানি বাঘ কত ফকির আনিছে ॥ ব্রাহ্মণা নগর সব বেড়িয়া রাখিছে * তুমি যদি দয়া করি দেহগো কুম্ভীর ॥ তবেত দেখিতে পারি কেমন ফকির * গঙ্গা বলে বল বার বলহ সত্বর ॥ কি নাম ফকির সেই কোন দেশে ঘর * কহেন দক্ষিন রায় শুনগো জননী ॥ সাহেব গাজি নাম তার লোক মুখে শুনি * পশ্চিম দেশেতে ঘর বৈরাট নগর ॥ তাহার পিতার নাম সাহা ছেকান্দর * অজুপা বলির শুতা তাহার জননী ॥ শুনিয়াছি লোক মুখে আমি নাহি চিনি * গঙ্গা বলে তবে আর সন্ধে কি ইহাতে ॥ ব্রাহ্মণ চলিয়া গেছে তাহাদের জাতে * শুনহে দক্ষিন রায় নাহি জান তুমি ॥ গাজি মোর ভগ্নি পুত্র তারে চিনি আমি * একই র-ক্তের মাংশ নাহি হয় পর ॥ পুত্র হৈতে দয়া অতি গাজি প্রতি মোর আমি আর দুর্গা দেবী সহায় তাহার ॥ ফিরায় চাম্পার বিয়া শক্তি আছে কার * সংসারের সব লোক আসে একেবারে ॥ তবু না গাজির সাথে পারিবে সমরে * মটুক রাজাকে তুমি কহ বুঝাইয়া ॥ মিলুক গাজির সাতে কন্যা বিভা দিয়া * শুনিয়া দক্ষিন রায় কহেন তখন ॥ কেন মা তোমাকে তবে করিনু স্মরন * প্রাণ ভয়ে পলা-ইলে হাসিবেক লোকে ॥ আর সে ধরিয়া বাঘে খাইবে আমাকে * জয় পরাজয় আমি তাহা নাহি চাই ॥ কুম্ভীর আমাকে দিবা তোমার দোহাই * গঙ্গা বলে নাহি দিব কুম্ভীর তোমারে ॥ বিরক্ত হইয়া গাজি গালি দিবে মোরে * কান্দিয়া দক্ষিন রায় কহিলেন তবে ॥ তুরুক সহায় হয়ে কি ফল পাইবে * তুরুক কি সেবা পূজা করিবে তোমার ॥ নিদয় হইলা মাগো অভাগ্য আমার * যদি নাহি দিলা তুমি কুম্ভীর আমাকে ॥ এখনি মরিব আমি তোমার সমূখে * এ ব-লিয়া তৎক্ষন গদা লৈয়া হাতে ॥ আপন মস্তকে গদা উঠায় মারিতে * হেনকালে কহে গঙ্গা রাখ২ বীর ॥ এখনি তোমাকে দেই আনিয়া কুম্ভীর * এক কথা কহি কিন্তু শুন সাবধানে ॥ এসব বৃতান্ত যেন গাজি নাহি শুনে * তবেত ত্বরায় গঙ্গা গিয়া পাতালেতে ॥ কুম্ভীর ভাসায়ে দিল পাতাল হইতে * দশ হাজার কুম্ভীর উঠিল ভাসিয়া ॥ হরিসে দক্ষিন রায় চলিল লইয়া * ভাঙ্গিয়া বনের মাথা কুম্ভীর চলিল ॥ পেটের ঘসাতে কত খাল বিল হৈল * কুম্ভীর লইয়া বীর

রনস্থলে যায় ॥ দালানে বসিয়া রাজা সবাকে দেখায় * দেখহ গোসাঞি মোর আনিছে কুম্ভীর ॥ বাঘ লয়ে পালাইবে এখনি ফকির * কুম্ভীর দেখিয়া গাজি পরি গণ কাছে ॥ কহে দেখ গঙ্গা মাসি কুম্ভীর দিয়াছে * ভাল২ মাসী মুখে আল্লাদ কেবল ॥ কাটিয়া বৃক্ষের মূল পত্রে ঢালে জল * এই সব আলাপন করেন বসিয়া ॥ আসিল দক্ষিন রায় ক্রোধিত হইয়া * কুম্ভীর হুলায় দিল বাঘ ধরিবারে ॥ হেন কালে সাহা গাজি কহে উচ্চঃস্বরে * যত বাঘ আছ সব চলহ সাজিয়া ॥ কুম্ভীরের মাথা গিয়া ফেলহ ভাঙ্গিয়া * গাজির আজ্ঞায় বাঘ চলিল তখন ॥ কুম্ভীরের সাতে গিয়া আরম্ভিল রণ * বাঘের ডাকেতে কাঁপে ব্রাহ্মণা নগর ॥ ব্রাহ্মণী সকল কাঁপে করি থর থর * কাঁপেন দক্ষিন রায় হইয়া অস্থির ॥ মটুক রাজার পড়ে দুই চক্ষে নীর * গুজ্জিয়া২ বাঘ নেজ ঘুরাইয়া ॥ কুম্ভীর উপরে গিয়া পরে লম্ফ দিয়া * হুঙ্কার মারিয়া মারে কামড় দন্তেতে ॥ নাহি বিন্দে দাঁত নোখ কুম্ভীর অঙ্গেতে * কাষ্টের সমান শক্ত কুম্ভীরের কায় ॥ কামোর থাপায় কিছু কষ্ট নাহি পায় * বাঘের ভাঙ্গিল দাঁত নোখ ভাঙ্গে কার ॥ কাতর হইল বাঘ শক্তি নাহি আর ॥ তখন কুম্ভীর গণ গাজ্জিয়া২ ॥ ধরেন বাঘের পদে ঠোটে চিপা দিয়া * কাহার ভাঙ্গিল ঠ্যাঙ্গ কার ভাঙ্গে সির ॥ ভাগিয়া চলিল বাঘ হইয়া অস্থির * আসিয়া দক্ষিন রায় বলে মার২ ॥ সকল বাঘের আজি ভেঙ্গে ফেল ঘাড় * কুম্ভীরের ভয়ে বাঘ পালাইয়া চলে ॥ গাজির নিকটে গিয়া কেন্দে২ বলে * কুম্ভীরের অঙ্গ শক্ত লোহার আকার ॥ হের দেখ দাত নোখ ভাঙ্গিল সবার * শক্তি নাহি অঙ্গে আর সমরে জাইতে ॥ পালাইয়া আসিলাম তোমার কাছেতে * শুনিয়া সাহেব গাজি হইয়া কাতর ॥ কহেন খোদার কাছে জোড় করি কর * এইত সঙ্কট হৈতে কর মোরে ত্রান ॥ দয়া করি দেহ রৌদ্র অগ্নির সমান * যে বাঞ্ছা করিল মনে পুরিত হইল ॥ অগ্নির সমান রৌদ্র তখনি উঠিল * রৌদ্রের তাপেসে তবে যতেক কুম্ভীর ॥ লোট পোট করে সবে হইয়া অস্থির জল কাদা বিনে বুক সুখাইয়া গেল ॥ জল২ করি তারা সকলি ভাগিল পিছে২ বাঘ গণ খেদাড়িয়া চলে ॥ মার মার ধর ধর সাহা গাজি বলে

পলাইয়া গিয়া তারা পাতাল নগরে ॥ এখানে দক্ষিন রায় হায় হায় করে ❋ আসিয়া সকল বাঘে তাহাকে বেরিল ॥ সঙ্কটে পরিয়া বীর কান্দিতে লাগিল ❋ কান্দিয়া২ বলে কি করি উপায় ॥ এমন বিপদে আসি কে মোরে ত্বরায় ❋ কপালেতে ছিল বুঝি এমত লিখন ॥ ফকিরের বাঘ হাতে আমার মরন ❋ প্রাণ লয়ে পালাইলে হাসিবেন লোকে ॥ মটুক ভূপতি আর ছাই দিবে মুখে ❋ এভাব ভাবিয়া বীর কি করে তখন ॥ কান্দিয়া২ করে চণ্ডিকে স্মরণ ❋ ভক্তি ভাবে ডাকে বীর কোথাগো ভবানী ॥ অধিনেরে ত্রান কর গনেষ জননী ❋ দুর্গতি নাসিনী দুর্গে রহিলে কোথায় ॥ পদ ছায়া দিয়া রক্ষা করগো আমায় ❋ এরূপে দক্ষিন রায় ডাকে ঘন২ ॥ তাহার স্তবেতে হেলে দুর্গার আসন ❋ অন্তরে জানিয়ে দুর্গে রথে করি ভর ॥ দক্ষিন রায়ের কাছে আসিল সত্বর ❋ সুন্য মধ্যে রথ খান হেলিতে লাগিল ॥ দেখিয়া দক্ষিন রায় প্রনাম করিল ❋ রথে বসি শিব জায়া জিজ্ঞাসিল তায় ॥ কি কারণে বল বীর ডাকিলা আমায় ❋ কহেন দক্ষিন রায় কান্দিতে২ ॥ কি কহিব দেখ মাগো আপন চক্ষেতে ❋ জবনের বাঘ মোরে বেড়িয়া রাখিছে ॥ নগরের লোক আর কতবা মারিছে ❋ অতএব করি মাগো এই নিবেদন ॥ ভূত প্রেত মোরে তুমি দেহ কত জন ❋ মারিব সকল বাঘ ফকির সহিতে ॥ এই ভিক্ষা মাগো আমি মাগি চরনেতে ❋ চণ্ডি বলে শুন বাছা ক্ষেন্ত দেহ রণ ॥ চাম্পাকে পাইবে গাজি নির্বন্ধ লিখন ❋ মটুক রাজাকে তুমি কহ বুঝাইয়া ॥ মিলুক গাজির সাতে কন্যা বিভা দিয়া ❋ গাজি মোর ভগ্নি পুত্র আমি মাসি তার ॥ বিয়া যদি নাহি দেয় রাজায় তোমার ❋ ব্রাহ্মণা নগর দিবে ভাসায়ে জলেতে ॥ না রাখিবে এক প্রাণী বংসে বাতি দিতে ❋ কার্ত্তিক গণেষ মত গাজি বাছা মোর ॥ মসাত্ত ভগ্নির পুত্র নাহি হয় পর ❋ চাম্পাকে গলার হার আপনার দিয়া ॥ নমস্কারি লয়ে জাব কৈলাসে চলিয়া ❋ জাহ তুমি কহ গিয়া মটুক রাজারে ॥ ভাল যদি চাহে কন্যা দেহুক গাজিরে ❋ কত বড় রাজা সেই এত অভিমান ॥ গাজির বাপের নহে দাসের সমান ❋ বলি রাজা তার সুতা গাজির জননী ॥ সকল রাজার তারা হয় চুড়ামনি ❋ তার কাছে বিয়া দিতে কিছু দোষ নাই ॥ টাকা দিয়া পাবে কোথা এমন

জামাই ✻ শুনিয়া দক্ষিন রায় মুখ শুখাইয়া ॥ কহেন চণ্ডির কাছে কান্দিয়া২ ✻ শুন মাগো কেন তবে ডাকিলাম আমি ॥ ভুত প্রেত যদি মোরে নাহি দেহ তুমি ✻ এখনি মরিব আমি গদা হানি মাথে ॥ এ বলিয়া তুলে গদা মস্তকে মারিতে ✻ রাখ রাখ বলি দেবী ধরিয়া গদায় ॥ কহিলেন দিব ভুত পেরেত তোমায় ✻ এসব সংবাদ যেন গাজি নাহি শুনে ॥ শুনিলে বিরক্ত বাছা হবে মনে মনে ✻ এ কথা কহিয়া দেবি হুঙ্কার মারিল ॥ ডাকিনী যোগিনী গণ সাজিয়া আসিল ✻ দেও দান ভুত প্রেত চৌসট্যি যোগিনী ॥ আসিল সমর স্থলে যথায় ভবানী ✻ দন্ত কিচিমিচি করি জিজ্ঞাসা করিল ॥ কি কারনে জননী গো ডাকিয়াছ বল ✻ রণ করিবারে আজ্ঞা তাহাদিগে দিয়া ॥ কৈলাস সিখরে দেবী গৈলেন চলিয়া ✻ এখানে দানব গণ সাজিয়া তখন ॥ চলিল বাঘের সাতে করিবারে রণ ✻ পর্ব্বত হইতে তারা আনিয়া পাথর ॥ সুন্যেতে বসিয়া মারে বাঘের উপর ✻ চারি দিগে চায়ে বাঘে কিছু নাহি দেখে ॥ যেমত আকাশ হৈতে পরে লক্ষে লক্ষে ✻ কোন দিগে পালাইয়া না পারে যাইতে ॥ একেক বাঘের গায় পড়ে শতে শতে ✻ কাহার ভাঙ্গিল পদ কার ভাঙ্গে মাথা ॥ দৌর দিয়া গিয়া কহে সাহা গাজি জথা ✻ কহেন গাজির কাছে কান্দিয়া২ ॥ কি কর সাহেব গাজি কি কর বসিয়া ✻ মরিবে সকল বাঘ রক্ষা নাহি আর ॥ উঠিতে বসিতে নাহি সকতি কাহার ✻ না জানি থাকিয়া সুন্যে কে মারে পাথর ॥ তাহাতে সকল বাঘ হইল কাতর ✻ হেন শক্তি নাহি কার উঠিয়া বসিতে ॥ শুনিয়া সাহেব গাজি লাগিল ভাবিতে ✻ ধিয়ান করিয়া পীর অন্তরে জানিল ॥ দেও দান ভুত প্রেত দুর্গা দেবী দিল ✻ তখনি সাহেব গাজি কলেমা পড়িয়া ✻ ফুক দিল চারিবার চারি দিগে চায়্যা ✻ যেমন ভুতের গায় লাগিল আগুন ॥ যেই দিগে চায় তারা মেলিয়া নয়ন ✻ সেই দিগে জলে অগ্নি দহ দহ করি ॥ দৌড়া দৌড়ি করে সবে হৈয়া দিগাম্বরি ✻ ইশান কোনের দিগে দেখে কিছু পথ ॥ তাহা দিয়া সকলেতে চালাইল রথ ✻ প্রাণ লয়ে পালাইল দানব সকল ॥ ভাবেন দক্ষিন রায় হইয়া চঞ্চল ✻ হেন কালে বাঘ সবে কাতার বান্ধিয়া ॥ দক্ষিন রায়েরে বের করিল আসিয়া ✻ মনে মনে ভাবে রায় রক্ষ্যা নাহি আর ॥ নিশ্চয় বাঘের

হাতে মরন আমার * ভাবিয়া চিন্তিয়া বীর কমর কাচিয়া ॥ মারি-লেক ডাক এক ক্রোধিত হইয়া * তাহার ডাকেতে ভুমি কাঁপে থরে২ ॥ কাপিল বাসুকি নাগ পাতাল নগরে * ইন্দ্র আদি দেব গণ উঠিল কাপিয়া ॥ গর্ভিনির গর্ভ কত গেলহ পড়িয়া * যত বাঘ ছিল সব ঢলিয়া পড়িল ॥ প্রাণ ভয়ে পরি গণ পালাইয়া গেল * একেলা বসিয়া গাজি ভাবে মনে মনে ॥ হেতায় দক্ষিন রায় সাজিয়া তখনে গর্জ্জিয়া চলিল বীর গাজিকে মারিতে ॥ হেন কালে সাহা গাজি আসা লয়ে হাতে * আসাকে কহেন পীর কার মুখ চাহ ॥ দক্ষিন রায়ের সাতে লড়িবারে জাহ * বিছমিল্লা বলি আসা দিলেন ছাড়িয়া ॥ গর্জ্জিয়া চলিল আসা ঘুরিয়া২ * লাফ দিয়া পরে গিয়া দক্ষিনার বুকে ॥ আসার প্রহারে তার রক্ত উঠে মুখে * লম্ফ দিয়া আসা পুনঃ পড়িলেক সিরে ॥ ক্ষনে পরে নাকে মুখে ক্ষনে পড়ে ঘাড়ে * ভুজঙ্গের মত ক্ষনে ধরে পেচ দিয়া ॥ আছাড় খাইয়া বীর পড়িল ঢলিয়া * কোন মতে আসা নাহি পারে ছাড়াইতে ॥ করিয়া অনেক বুদ্ধি গদা লয়ে হাতে * মারিল আসার পরে গদা উঠাইয়া ॥ দুই খান হৈয়া আসা পরিল ভাঙ্গিয়া * দুই খান আসা বীর লয়ে দুই হাতে ॥ ফেলিয়া দিলেন নিয়া মধ্য সাগরেতে * যে সমে গাজির আসা সাগরে ফেলিল ॥ সাগরের জল যত শুখাইয়া গেল * তখনি জানিয়া গঙ্গা আপন অন্তরে ॥ পাঠাইয়া দিল আসা চাম্পার মন্দিরে * যে সমে চাম্পার ঘরে আসা নিয়া দিল ॥ যেই জল ছিল পুর্ব্বে সেই জল হৈল * এথানে দক্ষিন রায় গদা লয়ে হাতে * ক্র-সিয়া চলিল বীর গাজিকে মারিতে * তবেত সাহেব গাজি তখনি উঠিয়া ॥ কেহ নাহি চারি দিগে দেখেন চাইয়া * মনে২ ভাবে কারে করিব হুকুম ॥ অমনি দেখিল চক্ষে পায়ের খড়ম * খড়মেরে সাহা গাজি কহেন তখন ॥ দক্ষিন রায়ের সাতে কর গিয়া রণ * গর্জ্জিয়া খড়ম তবে চলিল উড়িয়া ॥ রায়ের মস্তকে গিয়া পড়িল ঘুরিয়া * মস্তকে পড়িয়া তার ধুম২ করে ॥ চাটুর চটুর আর নাকে মুখে মারে ক্ষনে থর্ম্মে সুন্যে উঠে ক্ষনে পরে গায় ॥ ভুমেতে পড়ীয়া বীর গড়া গড়ি যায় * বার বার খড়ম পরে আর উঠে ॥ যেমন ধানের চিড়া

সাহা গাজি অসি লয়ে হাতে * বুকে বসি দুই কান কাটিল টানিয়া ॥ রাম রাম বলে বীর কানে হাত দিয়া * পরে গাজি অস্ত্র তার দিতে চায় গলে ॥ খোদার দোহাই দিয়া কেন্দে কেন্দে বলে * নাহি কাট গলা মোর ধরি আমি পায় ॥ কাটিয়াছ কান মরি সেইত লজ্জায় * রক্ষা কর প্রাণ নাহি মারিও প্রাণেতে ॥ সেবক হইব আমি তোমার কাছেতে * মটুক রাজাকে আর এখনি কহিয়া ॥ চাম্পাকে তোমার কাছে আজি দিব বিয়া * শুনিয়া সাহেব গাজি নাহি কাটে আর ॥ দড়ি দিয়া দুই হাত বান্ধিয়া তাহার * পশ্চাতে লইয়া চলে ধরিয়া টিকিতে ॥ বার হাত লম্বা টিকি ছিল তার মাথে * ভয়ঙ্কর অঙ্গ অতি পর্ব্বত আকার ॥ হাতির কানের মত কান দুটি তার * বাম হাতে গাজি তার টিকিতে ধরিয়া ॥ পালঙ্গের খুড়া সাতে বান্ধিল আটিয়া * হেন সমে পরি গণ সকলি আসিল ॥ আসিয়া গাজির কাছে ছালাম করিল * গাজি বলে ভাল ভাল চিনিছি সকলে ॥ একাকি ফেলিয়া মোরে পলাইয়া গেলে * পরি গণ বলে শুন সাহা জিন্দা পীর ॥ যে ডাক মারিয়া ছিল এই দুষ্ট বীর * আমাদের প্রান নাহি আছিল কায়াতে ॥ মরনের ভয় জান রাখে সকলেতে * ক্ষমা কর অপরাধি আছি পদ তলে ॥ না করিব হেন কাজ আর কোন কালে * শুনিয়া সাহেব গাজি হাসিয়া২ ॥ বসাইল সবাকারে আপনি উঠিয়া * ধন্য২ সাহা গাজি বলে পরি গণ ॥ কেমনে এমন বীর করিলা বন্দন * হেন কালে বাঘ সব চেতন হইয়া ॥ আসিয়া হইল খাড়া ছালাম করিয়া * হাঁসিয়া হাঁসিয়া তবে কহিলেন গাজি ॥ তোমাদের বাহাদুরি জানা গেল আজি * বাঘ বলে জান তুমি কি কহিব আর ॥ দক্ষিনার ডাকে জ্ঞান নাহি ছিল কার * ভুমেতে পড়িয়া ছিনু হইয়া অস্থির ॥ ধন্য২ সাহা গাজি ধরিলা যে বীর * এখন ইহারে দেহ বিভাগ করিয়া ॥ আমরা সকলে খাই উদর ভরিয়া * বেড়াভাঙ্গা বসে মোর ভাগ কলিজার ॥ খান্দেওারা বলে দিল ফেপরা আমার * শুনিয়া দক্ষিন রায় কাঁপে থর থর ॥ হাত বাড়াইয়া কহে গাজির গোচর * বাঘ সবে নাহি দিও আমাকে কাটিয়া ॥ দিবহ চাম্পার বিয়া এইক্ষন গিয়া * শুনিয়া সাহেব গাজি হাসেন তখন ॥ পরি গণ হাসে দিয়া মুখেতে

দক্ষিন রায়েরে ॥ চাম্পাকে আমার সাথে বিয়া দিবে বলে ॥ এত শুনি বাঘ পরি হাসেন সকলে ॥ বাঘ পরি লয়ে গাজি রহে আনন্দিতে ॥ কি করে মটুক রাজা শুন সকলেতে ॥ যখন দক্ষিন রায় হইল বন্দন ॥ হায়২, করি রাজা করেন ক্রন্দন ॥

ধুয়া ॥ হায় মরি হায়২ কি হৈল কি হৈল ॥
কেমনে এমন বীর তাহাকে ধরিল ॥

ত্রিপদী ॥ দক্ষিন রায়ের জন্যে, ভাবে রাজা মনে২, নম্র সিরে হাত গালে দিয়া ॥ আছিল এমন বীর, ধরিয়া হাতির সির, দিছে হাতি দুরেতে ফেলিয়া ॥ তাহাকে জবনে ধরে, কেবা যুদ্ধে আর পারে, কোথা জাব ঠেকিলাম দায় ॥ জাতি কুল সব জাবে, বাঘে আর ধরে খাবে, হায় হায় করি কি উপায় ॥ পাত্র মিত্র সব কয়, নাহি ভাব মহাসয়, কি করিবে একাকি ফকির ॥ সেনা গণ এত এত, তিন কোটি সাত সত, বার লক্ষ তোপ আর তীর ॥ তিন লক্ষ ঘোড়া হাতি, জবনের কিবা শক্তি, সমরেতে পারে তব সাথে ॥ তোপ আর তীরে তার, বাঘ সব ছারখার, করে মোরা দিব নিমিসেতে ॥ তবে রাজা শান্ত হৈয়া, কহে সবে ডাক দিয়া, বিলম্বের কাজ নাই আর ॥ শীঘ্র চল সাজি, রণস্থলে গিয়া আজি, বাঘ সব করিয়া সংহার ॥ ধরে সেই ফকিরেরে, আনিয়া চণ্ডির ঘরে, বলি দিব ছাগলের মত ॥ রাজ আজ্ঞা পেয়ে তবে, সাজিতে লাগিল সবে, হাতি ঘোড়া সাজায় মাহুত ॥ হাতি সব সাজাইয়া, তোপ ধনু পৃষ্ঠে দিয়া, খাড়া করে কাতারে কাতার ॥ কেহ লয় তলওার, পৃষ্ঠে বান্দে ঢাল কার, কার হাতে গুরুজ লোহার ॥ সেনা গণ রণে সাজে, নানাইতি বাদ্য বাজে, শব্দে তার যায় কান ফেটে ॥ মৃদঙ্গের ধুম ধুমি, তবলের ঘুমঘুমি, টেন টেনাইয়া ঘণ্টা উঠে ॥ ঢোল বাজে তিন লাক, দুই লক্ষ জয়ঢাক, রাম কাড়া বাজে শত২ ॥ রাজ ডঙ্কা রায় বাঁশি, ভেউর ধামামা কাসি, বাজে আর বাজা কত শত ॥

ধুয়া ॥ বাজিল বাজিল বাদ্য কত বা বাজিল ॥
সাজিল সাজিল সেনা সাজিয়া চলিল ॥

পয়ার ॥ বাদ্য বাজাইয়া সেনা চলে সব রণে ॥ ঘরে ঘরে হুলাহুলি দেয় রামা গণে ॥ তিন লক্ষ হাতি ঘোড়া কাতারে চলিল ॥

পদাঘাতে বসুমতি কাঁপিতে লাগিল * চলিছে মটুক রাজা হরিস অন্তরে ॥ হেন সমে কালু সাহা থেকে কারাগারে * কহিতে লাগিল কালু রাজাকে ডাকিয়া ॥ আমাকে লইয়া যাহ সঙ্গতি করিয়া * নহেত তোমার আজি না বাঁচিবে প্রাণ ॥ ধরিয়া গাজির বাঘে ভা- ঙ্গিবে গর্দ্দান * মনে মনে গর্ব্ব কর লয়ে সেনা গণ ॥ হেলায় সাহেব গাজি জিনিবেক রণ * সংসারের সব লোক আসে একেবারে ॥ তবু না গাজির সাথে পারিবে সমরে * মিছা মিছি লোক সব মারিবা প্রাণেতে ॥ কন্যা দিয়া মেল গিয়া ফকিরের সাথে * শুনিয়া মটুক রাজা ক্রোধ হৈয়া কয় ॥ এত বড় কথা তোর নাহি কিছু ভয় * ভা- বিছ কি মনে২ ওরে দুরাচার ॥ কল্য সে বাপের বিয়া দেখাব তো- মার * এইক্ষন গিয়া বাঘ সকল মারিয়া ॥ গাজিকে আনিব হাতে রসি লাগাইয়া * তোরা দুই জনে কল্য পুজার সমেতে ॥ জুড়ে বলি দিব নিয়া চণ্ডির ঘরেতে * শুনিয়া সাহেব কালু হেট সিরে রয় ॥ মনে মনে ক্রোধ কিছু মুখে নাহি কয় * চলিয়া মটুক রাজা গেল রণস্থলে হেথায় সাহেব গাজি মনে মনে বলে * খোদা বিনে নাহি আর ভরসা আমার ॥ আবশ্য করিবে রক্ষা কৃপায় তাহার * বাঘ সব লয়ে কাছে আর পরি গণ ॥ মনে২ করে গাজি আল্লাকে স্বরণ * হেন সমে লোক সব আসিয়া রাজার ॥ সাজাইল তোপ ধনু বান্ধিয়া কাতার * বসিয়া আছেন গাজি বাঘ পরি লৈয়া ॥ চারিদিগে বেড়িলেক তোপ ধনু দিয়া তৎপরে কহে রাজা ডাকিয়া সবারে ॥ ফএর করহ তোপ সব একবারে তবে তারা তোপ তীর ছাড়িতে লাগিল ॥ তাহার শব্দেতে ভুমি কাঁপিয়া উঠিল * গাছ পাতা যত কিছু আছিল মাঠেতে ॥ ভস্ম হৈয়া গেল সব গুলির অগ্নিতে * ছাড়িল সকল তোপ তীর যত আর ॥ ধুঁয়াতে সংসার গেল হৈয়া অন্ধকার * অন্ধকার হৈয়া ধুমা তিন দণ্ড রয় ॥ ডাকিয়া মটুক রাজা লোক সবে কয় * মরিল ফকির বাঘ গি- য়াছে বালাই ॥ হরি ধনি দিয়া সবে ঘড়ে চল জাই * ক্ষনেক পরেতে গেল পসর হইয়া ॥ বাঘ সব খাড়া দেখে কাতার বান্ধিয়া * একরোম তাহাদের পোড়া নাহি গেছে ॥ জীবমান সাহা গাজি পরি গণ কাছে দেখিয়া মটুক রাজা হাত দিয়া গালে ॥ অস্থির হইয়া অতি কেন্দে কেন্দে বলে * এই যে ফকির বুঝি মহা মন্ত্র জানে ॥ বার লক্ষ তোপ

বান গেল অকারনে ✻ তিন কোটি সেনা আমি আনিলাম সাতে ॥ ফকিরের এক বাঘ নারিনু মারিতে ✻ না পারিব যুদ্ধে আর ফকিরের সাথে ॥ মিছা মিছি আসিয়াছি প্রাণ হারাইতে ✻ এ বলিয়া ভয়ে রাজা যায় পালাইয়া ॥ বাঘ গণে কহে গাজি তখনি ডাকিয়া ✻ পলাইয়া যায় রাজা লয়ে সেনা গণ ॥ বেড়িয়া সকল সেনা মারহ এখন ✻ তবে বাঘ লম্ফ দিয়া পড়িয়া সেনাতে ॥ মারিতে লাগিল লোক হাতে আর দাতে ✻ ক্রোধিত হইয়া সবে অগ্নির আকার ॥ মারিয়া চলিল সেনা হাজারে হাজার ✻ প্রাণ ভয়ে কত লোক পলাইয়া যায় ॥ নাচিয়া২ বাঘে তাহাকে ফিরায় ✻ হাউ২ শব্দ করি কাছে যায় জার ॥ না ছুইতে প্রাণ আগে চলে যায় তার ✻ খান্দেওারা বেড়াভাঙ্গা কালকূট বাঘ ॥ জাহার ডাকেতে কাঁপে পাতালের নাগ ✻ গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বাঘে মারিতে লাগিল ॥ হাতি ঘোড়া যত ছিল সকলি মারিল ✻ কত লক্ষ লোক মারে সংখ্যা তার নাই ॥ কত লোক পলাইয়া গেল ঠাই২ ✻ সিরের পাগড়ি আর গায়ের চাদর ॥ ফেলিয়া মটুক রাজা উঠে দিল ড়র ✻ ত্বরায় বাটীতে গিয়া কপাট লাগায় ॥ খুজিয়া মানুষ আর বাঘে নাহি পায় ✻ চলিলেন বাঘ সবে রণ করি জয় ॥ গাজির নিকটে গিয়া হরসিতে রয় ✻ কি করে মটুক রাজা শুন সমাচার ॥ মৃত্যু জীব কুণ্ডা এক আছিল তাহার ✻ তুলিয়া কুণ্ডার জল কলশী ভরিয়া ॥ রাত্র কালে জল লয়ে রণস্থলে গিয়া ✻ যত সেনা হাতি ঘোড়া রনেতে মরিল ॥ সবার অঙ্গেতে জল ছিটাইয়া দিল ✻ তবেত সকল মৃত্যু পাইল জীবন ॥ যত সেনা হাতি ঘোরা উঠিল তখন ✻ পশ্চাতে তাহারা পুনঃ সাজিয়া সত্বর ॥ গাজির বাঘের সাথে করেন সমর ✻ সমর করিয়া লোক নাস হয় জারা ॥ জল ছিটাইতে পূনঃ জিয়ে উঠে তারা ✻ এই রূপে নিত্য২ করিতেছে রণ ॥ আঠার দিবস হৈল তবে বাঘ গণ ✻ অশক্তি হইল আর না পারে লড়িতে ॥ মুখে ঘাও হৈল লোক মারিতে২ ✻ দাত নোখ সকলের ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥ আসিয়া গাজির কাছে কহিতে লাগিল ✻ নাহি জানি কত লোক মটুক রাজার ॥ যত মারি তত বাড়ে নাহি পারি আর ✻ ভাঙ্গা গেল দাত নোখ মুখে ঘাও হৈল ॥ অঙ্গে আর শক্তি নাই কি করিব বল ✻ শুনিয়া সাহেব গাজি দু আখী মুন্দীয়া ॥ মৃত্যু

জীব কূপ দেখে ধেয়ান করিয়া * গাজি বলে বাঘ গণ শুন সকলেতে মৃত্যু জীব কুপ আছে রাজার বাটীতে * অমুক স্থানেতে কুণ্ডা শুন সমাচার ॥ গোবধ করিয়া যদি পার ফেলিবার * তবেত দণ্ডেকে রণ জয় হৈয়া জাবে ॥ বাচিবার শক্তি আর কার নাহি হবে * তবে বাঘ বেড়াভাঙ্গা উঠে লম্ফ দিয়া ॥ আনিলেক গরু এক তখনি মারিয়া * এক চাক্কা মাংস তার লয়ে এক পরি ॥ কুণ্ডাতে ফেলিয়া সেই আসি-লেক উড়ি * তৎপরে বাঘ আর পরি যত ছিল ॥ একেবারে সবে সাজি সমরে চলিল * যত যত সেনা ছিল মটূক রাজার ॥ বাঘ আর পরি গিয়া মধ্যেতে তাহার * হাতে দাতে বাঘ গণ লক্ষ২ মারে ॥ খাড়া হাতে লয়ে পরি কাটে শুন্য ভরে * কাটিয়া চলিল লোক হাজারে হাজার ॥ মানুষের রক্তে হৈল বাঘের সাতার * সাতূ-রিয়া বাঘ গণ চারি দিগে ঘুরে ॥ জীবিত জাহারে পায় ঘারে গিয়া ধরে তিন কোটি লোক ছিল মটূক রাজার ॥ বার লক্ষ হাতি ঘোড়া নিছে কত আর * পরি আর বাঘে সব মারিয়া ফেলিল ॥ একটি জীবিত নাহি সে দিন রহিল * তবেত মটূক রাজা সে জল লইয়া ॥ মরা সব অঙ্গে পানি দিল ছিটাইয়া * ভরিয়া তাবত রাত্র জল ছিটাইল ॥ তবু নাহি এক প্রাণী উঠিয়া বসিল * মনে২ বলে রাজা সিরে হাত দিয়া ॥ কুণ্ডাতে গোমাংস গেছে জবনে ফেলিয়া * হায় হায় কোথা জাব কি হবে আমার ॥ আসিয়া খাইবে বাঘে রক্ষা নাহি আর * এ-ঝলিয়া ভয়ে রাজা কোন কাজ করে ॥ পালাইল গিয়া দ্রুত শীতল ম-ন্দিরে * লোহার কপাট আটি লাগাইল তাতে ॥ যে রূপে না পারে বাঘ ভিতরে জাইতে * এই খানে বাঘ গণ জয় করি রণ ॥ কারাগারে দিগে সবে করিল গমন * দুয়ারি প্রহরি যত সেই খানে ছিল ॥ ধরিয়া২ বাঘে সকলি মারিল * মারিয়া প্রহরি গণ গিয়া কারাগারে ॥ কালুকে দেখিল বান্দা লোহার জিঞ্জিরে * অমনি পড়িয়া বাঘ কালুর চরনে ॥ লুটিয়া২ ভূমে কান্দে জনে২ * কালু সাহা সকলেরে করিলেন স্থির ॥ তবেত ভাঙ্গিয়া বাঘে লোহার জিঞ্জির * খান্দেওারা বাঘে ধরি কালুর পায়েতে ॥ উঠাইয়া লইলেন আপন পৃষ্ঠেতে * কালুকে লইয়া পিঠে চলে খান্দেওারা ॥ নাচেন সকল বাঘে নেজ করি খাড়া * দুরে থাকি সাহা গাজি কালুকে দেখিয়া ॥ ভাই২ বলি

পরি গণ ॥ লজ্জায় মটুক রাজা না তুলে বদন ✻ কালুকে ডাকিয়া রাজা কহিলেন পরে ॥ ছাড়িয়া দেহরে বাছা দক্ষিন রায়েরে ✻ বিলম্ব করিয়া আর কাজ কিছু নাই ॥ বাঘ পরি ছুটি দিয়া গৃহে চল যাই ✻ গাজিকে কহেন রাজা মধুর ভাসায় ॥ শুন২ বাপ ধন বলিহে তোমায় ✻ বড় আল্লাদের মোর কন্যা চাম্পাবতী ॥ সাত পুত্র মধ্যে সেই আদরের অতি ✻ তার প্রতি দয়া তুমি সর্ব্বদা রাখিবা ॥ অনিষ্ট করিলে কোন মার্জ্জনা করিবা ✻ চাহিয়া খোদার দিকে পালিও তাহায় ॥ দুঃখ ক্লেশ কোন মতে নাহি জেন পায় ✻ তবেত সাহেব গাজি উঠিয়া তখন ॥ দক্ষিন রায়েরে দিল ছাড়িয়া বন্দন ✻ বাঘ পরি সবাকারে কহেন ডাকিয়া ॥ পাইলে অনেক কষ্ট আমার লাগিয়া ✻ এই সব মনে কেহ কিছু না রাখিবে ॥ এখন বিদায় দেই জাহ চলে সবে ✻ শুনিয়া সকল বাঘ আর পরি গণ ॥ ছালাম করিয়া তারা চলিল তখন✻ চলিল মটুক রাজা আপন বাটীতে ॥ গাজি আর কালু সাহা চলে সাথে সাথে ✻ আর সে দক্ষিন রায় আগে২ যায় ॥ রাজার বাটীতে গেল চলিয়া ত্বরায় ✻ শীতল মন্দিরে নিয়ে রত্ন সিংহাসনে ॥ বসাইল দুই জনে পরম যতনে ✻ নানাইতি উপহার দিল খাইবারে ॥ খাইলেন দুই জনে হরিস অন্তরে ✻ রাজা প্রজা যত আর পাত্র মিত্র ছিল ॥ আসিয়া গাজির কাছে কলেমা পড়িল ✻ তৎপরে বিবাহের করে আয়োজন ॥ আনিলেন জ্ঞাতি গুষ্টি করি নিমন্ত্রন ✻ আনন্দের সিমা নাহি পুরিতে রাজার ॥ আবদুর রহিম বলে পাচালি পয়ার ✻

ধুয়া ॥ আজি কি আনন্দ রাজার ভবন মাঝে ॥
ঘরে ঘরে জয় ধনি নানা বাদ্য বাজে ✻
নৃতকি কামিনী গণ শতে শতে সাজে ॥
গাইতে নাচিতে আজ্ঞা দিল মহারাজে✻

পয়ার ॥ নাটুয়া করেন নৃত বায়ে করে গান॥ নানা জাতি বাদ্য বাজে মধুর সমান ✻ দগর মৃদঙ্গ ঘণ্টা ধামামা কর্ণাল ॥ ভেউর ঝাজর কাড়া মাদল বিসাল ✻ রাম কাড়া জয়ঢাক শঙ্খ বীনা বাশি ॥ তুড়ি ভেড়ি পাকওাজ ঢোল বেলা কাসি ✻ ঠেমছা খেমছা আর সানাই ছেতারা ॥ খোঞ্জরি খমখ তাসা তবল তাম্বুরা ✻ সারঙ্গ সারিন্দা বাজে মন্দিরা পাঞ্জোরি ॥ টিকরা ডম্বর ডঙ্কা বাজে সারি সার ✻

করা কিছু মোর মনে লয় * শুন ভাই বেরাভাঙ্গা বন্দি দেখ তুমি ॥ তাহাদের সাতে ঠাট্যা করি কিছু আমি * মারিল বিজলি এক নেজ খাড়া করি ॥ উমা২ বলি সবে করে দৌড়াদৌড়ি * পরন বসন কার পড়িল খসিয়া ॥ ভয়েতে দিলেন কেহ হাগিয়া মূতিয়া * বেড়াভাঙ্গা বলে শুন খান্দেওারা ভাই ॥ ক্ষেন্ত দিয়া এস শীঘ্র আর কাজ নাই * তৎপরে গিয়া তারা উত্তর দালানে ॥ কপাট ভাঙ্গিয়া দেখে বাঘ দুই জনে * চাম্পা আর লিলাবতী বসিছেন পাটে ॥ বাঘ দেখি ভয়ে চাম্পা মাও কোলে উঠে * হেন কালে কহে সেই বাঘ দুই জনে ॥ না করিও ভয় কিছু আপনারা মনে * আমরা সেবক মাতা হইগো তোমার ॥ সাহেবের সাহেবানি তুমি আমরার * ধরিয়া চাম্পার পদে বাঘ দুই জন ॥ ছালাম করিয়া তারা চলিল্ল তখন * কপাট ভাঙ্গিয়া দেখে শীতল মন্দিরে ॥ বসিয়া মটুক রাজা কাপে থরে থরে* রাজাকে ধরিয়া বাঘে লইয়া পিঠেতে ॥ লক্ষে২ যায় চলি গাজির কাছেতে * দুরে থাকি কালু সাহা রাজাকে দেখিয়া ॥ পদুকা ফে-লিয়া পীর যায় দৌড় দিয়া * বাঘ হইতে ছাড়াইয়া লইয়া রাজারে ॥ অনেক সন্মান করি আনে হাতে ধরে * কালু কাছে কহে রাজা কান্দিয়া২ ॥ গাজিকে কহিবা বাবা তুমি বুঝাইয়া * প্রাণ রক্ষা যদি তিনি করেন আমার ॥ দিবহ চাম্পার বিয়া কাছেতে তাহার * বহাদ্দী দিন আর কবুল করিব ॥ আর যাহা কহে তিনি সে কথা মানিব * রাজাকে লইয়া কালু গিয়া তৎখন ॥ কহেন গাজির কাছে এইত বচন * অপরাধ ক্ষমা কর মটূক রাজার ॥ চাম্পাকে দিবেন বিয়া জাতি দিবে আর * শুনিয়া সাহেব গাজি রাগ ক্ষমা দিয়া ॥ রাজাকে বসান কাছে আপনি উঠিয়া * হেন সমে বাঘ আর পরি সকলেতে ॥ উপহাস করে বসি রাজার সঙ্গেতে * পরি গণ বলে রাজা মনে কিহে ভাব ॥ দক্ষিন রায়ের মত কান কাটা জাব * এক পরি হেসে২ বলে এই বানি ॥ না জানি তোমার রাণী কেমন রান্ধনী * কহ শুনি রান্ধে রাণী অম্বল কেমন ॥ আরনি সাগের মধ্যে দিতে পারে নুন * মেড়া পিঠা বানাইতে পারেনি সে আর ॥ কহ গুণ রান্ধনের কাছে জামতার * এক পরি বলে রাণী রান্ধে বড় মজা ॥ বিলা তৈঙ্গল মাছ আর বরা করে ভাজা * এই রূপে উপহাস করে

পরি গণ ॥ লজ্জায় মটূক রাজা না তুলে বদন ❋ কালুকে ডাকিয়া রাজা কহিলেন পরে ॥ ছাড়িয়া দেহরে বাছা দক্ষিন রায়েরে ❋ বিলম্ব করিয়া আর কাজ কিছু নাই ॥ বাঘ পরি ছুটি দিয়া গৃহে চল যাই ❋ গাজিকে কহেন রাজা মধুর ভাসায় ॥ শুন২ বাপ ধন বলিহে তোমায় ❋ বড় আল্লাদের মোর কন্যা চাম্পাবতী ॥ সাত পুত্র মধ্যে সেই আদ-রের অতি ❋ তার প্রতি দয়া তুমি সর্ব্বদা রাখিবা ॥ অনিষ্ট করিলে কোন মার্জ্জনা করিবা ❋ চাহিয়া খোদার দিকে পালিও তাহায় ॥ দুঃখ ক্লেশ কোন মতে নাহি জেন পায় ❋ তবেত সাহেব গাজি উঠিয়া তখন ॥ দক্ষিন রায়েরে দিল ছাড়িয়া বন্দন ❋ বাঘ পরি সবা-কারে কহেন ডাকিয়া ॥ পাইলে অনেক কষ্ট আমার লাগিয়া ❋ এই সব মনে কেহ কিছু না রাখিবে ॥ এখন বিদায় দেই জাহ চলে সবে ❋ শুনিয়া সকল বাঘ আর পরি গণ ॥ ছালাম করিয়া তারা চলিল তখন❋ চলিল মটূক রাজা আপন বাটীতে ॥ গাজি আর কালু সাহা চলে সাথে সাথে ❋ আর সে দক্ষিন রায় আগে২ যায় ॥ রাজার বাটীতে গেল চলিয়া ত্বরায় ❋ শীতল মন্দিরে নিয়ে রত্ন সিংহাসনে ॥ বসাইল দুই জনে পরম যতনে ❋ নানাইতি উপহার দিল খাইবারে ॥ খাই-লেন দুই জনে হরিস অন্তরে ❋ রাজা প্রজা যত আর পাত্র মিত্র ছিল ॥ আসিয়া গাজির কাছে কলেমা পড়িল ❋ তৎপরে বিবাহের করে আয়োজন ॥ আনিলেন জ্ঞাতি গুষ্টি করি নিমন্ত্রন ❋ আনন্দের সিমা নাহি পুরিতে রাজার ॥ আবদুর রহিম বলে পাচালি পয়ার ❋

ধুয়া ॥ আজি কি আনন্দ রাজার ভবন মাঝে ॥
ঘরে ঘরে জয় ধনি নানা বাদ্য বাজে ❋
নৃতকি কামিনী গণ শতে শতে সাজে ॥
গাইতে নাচিতে আজ্ঞা দিল মহারাজে❋

পয়ার ॥ নাটুয়া করেন নৃত বায়ে করে গান॥ নানা জাতি বাদ্য বাজে মধুর সমান ❋ দগর মৃদঙ্গ ঘণ্টা ধামামা কর্ণাল ॥ ভেউর ঝা-জর কাড়া মাদল বিসাল ❋ রাম কাড়া জয়ঢাক শঙ্খ বীনা বাশি ॥ তুড়ি ভেড়ি পাকওাজ ঢোল বেলা কাসি ❋ ঠেমছা খেমছা আর সানাই ছেতারা ॥ খোঞ্জরি খমখ তাসা তবল তাম্বুরা ❋ সারঙ্গ সা-রিন্দা বাজে মন্দিরা পাঞ্জোরি ॥ টিকরা ডম্বর ডঙ্কা বাজে সারি সার ❋

ধপ ও রৌশন চৌকি বাদ্য যত আর ॥ ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বাজে ভবনে রাজার * নানা জাতি বাজি আর ছাড়ে কতং ॥ একেবারে জলে উঠে অজুতং * সপ্তম দিবস ভরি গান বাজা হয় ॥ জতেক তামাসা আর নাহিক নির্ণয় * নগরেতে কার ঘরে নাহি চড়ে হাড়ি ॥ স্ত্রী পুরুষ সব মিলি খায় রাজ বাড়ী * পশ্চাতে মটুক রাজা সভাসদ লৈয়া ॥ শুভ দিন শুভ ক্ষন গনিয়া বাচিয়া * বর কন্যা সাজাইতে আদেশ করিল ॥ প্রথমে নাপিত আসি উপস্থিত হৈল * নাই বেটা বড় ঠেটা এক নোখ কাটি ॥ তিন বোঝা সিদা সেই বান্দিলেক আটি তবু বেটা বলে বাকি রহিলেক দালে ॥ দালং করি সেই ফুলাইল গাল দাল পেয়ে বলে পুনঃ রহিলেক তেল ॥ তেলং করি বুক শুখাইয়া গেল * তৈল পেয়ে বলে পুনঃ রহিলেক চুন ॥ চুন চুন কার বেটা হৈতে চায় খুন * চুন লয়ে গেল তবে হইয়া বিদায় ॥ পশ্চাতে জামাই কন্যা সকলে সাজায় * প্রথমে সাজায় সবে সাহেব গাজিরে আনিয়া সুগন্ধি তৈল দিল অঙ্গ পরে * আতর গোলাব চুয়া কস্তুরি কুম কুম ॥ আর কত পুষ্প তৈল উত্তমং * মানিক্য বসন পরে অঙ্গে পরাইল ॥ কোটি শশী যিনি গাজি সাজিয়া বসিল * অন্তঃপুরে রামা গণ সাজায় চাম্পারে ॥ প্রথমে হরিদ্রা তৈল দিল অঙ্গ পরে * গোলাবের জল দিয়া স্নান করাইয়া ॥ দিলেন সুগন্ধি তৈল পশ্চাতে মাখিয়া * উচ্চ করে বান্দিলেক মস্তকে লোটন ॥ তাহাতে গাঁথিয়া দিল সেউতি রঙ্গন * পরাইল কত আর রত্ন অলঙ্কার ॥ কোটি শশী যিনি রূপ অঙ্গে জলে যার * রত্ন মনি থাকে তার পদ তলে পরে ॥ দেশাচার মতে তবু হয় পরিবারে * পরস মানিক গাঁথা বসন পড়িল ॥ সুর্জ্জ যিনি ঝলমল করিতে লাগিল * হরসিতে চাম্পাবতী বসিল সাজিয়া ॥ হেন কালে কালু সাহা সময় বুঝিয়া * তুরিত উকিল সাক্ষি পাঠাইয়া দিল ॥ উকিলের কাছে চাম্পা কবুল করিল * পশ্চাতে সাহেব গাজি করিল স্বিকার ॥ বিবাহ বন্ধন দড় হইল দোহার বিবাহ করিয়া গাজি হরিস অন্তরে ॥ দেখিতে চাম্পার মুখ গেল অন্তঃপুরে * চাম্পার মন্দিরে গাজি যেই সমে গেল ॥ তাহার রূপেতে পুরি হৈয়া গেল আলো * রূপেতে সাগর গাজি রূপ বয়ে পরে ॥ মনোরম রূপ সেই মন চুরি করে * দেখিয়া গাজির রূপ যত রামা

গণ ॥ গালে হাত দিয়া ভাবে পাসরিয়া মন * কেহ নাহি পারে চিত্ত বান্ধিয়া রাখিতে ॥ অভিলাস দাসী হয়ে সেপদ সেবিতে * চাম্পার ভাজুরা সবে গাজিকে দেখিয়া ॥ হতপ্রায় পড়ে ভুমে দিগাম্বরি হৈয়া কতক্ষন পরে তারা হইয়া চেতন ॥ উঠিয়া কোটিতে আটি পড়িল বসন * পশ্চাতে চাম্পার কাছে তাহারা বসিয়া ॥ দেখায় চাম্পার মুখ ঘুমটা খুলিয়া * গাজি চাম্পা চারি চক্ষে যখন চাইল ॥ চক্ষু মেলি চক্ষে২ চাইয়া রহিল * হইলেন মত্ত দুই দুয়ের রূপেতে ॥ বধু গণে উপহাস লাগিল করিতে * নারিকল কচু কেহ কাটি এক সাথে ॥ গাজির সমুক্ষে আনি দিলেন খাইতে * কেহ২ ঝাউ বিচি কাটিয়া২ ॥ সুপারির সাথে আনি দিল মিলাইয়া * আর আনি চৌই পাতা দিল পান সাথে ॥ হুক্কাতে গোবর সাজি দিলেন শাক্কাতে * খই সাথে দিয়া আর কুসুম চুত্রার ॥ কাছে আনি খাও২ বলে বার-বার * দেখিয়া সাহেব গাজি চিনিয়া সকল ॥ কহিতে লাগিল ধর্ম্মি তাদের অকল * শুনলো সুন্দরি সব লাজে মরে যাই ॥ কি কহিব হই আমি নুতন জামাই * পুরুষের হাতে নাহি পরিছ কখন ॥ সপ্নে নাহি দেখিয়াছ পুরুষ কেমন * পুরুষের বসিভুত যেই সব নারী ॥ তারা নাহি ভাল বাসে হাস্যতা চাতুরি * তোমাদের পতি গণ সকলি বর্ব্বর ॥ রমণী হইয়া কর রমণীর ঘর * রতি শাস্ত্র তারা নাহি করিয়াছে পাঠ ॥ রতির পণ্ডিত হৈলে ভেঙ্গে দিত ঠাট * এ-কথা সাহেব গাজি যখন কহিল ॥ মুখেতে কাপর দিয়া সবে দৌড় দিল * ভাল ভাল দ্রব্য কত পশ্চাতে আনিয়া ॥ খাওয়ায় গাজিকে তারা সকলে মিলিয়া * খাইয়া সুইল গাজি চাম্পার ভবনে ॥ হেন কালে চাম্পাবতী প্রফুল্ল বদনে * সুগন্ধি পানের খিলি স্বহস্তে গড়িয়া ॥ পতির মুখেতে সতী দিলেন তুলিয়া * হরিসে পালঙ্ক পরে করিয়া শয়ন ॥ চুম্বিলেন দুই জনে দোহার বদন * কোলাকোলি মিলামিলি করিলেন আর ॥ নিভিল মনের অগ্নি ছিল যত যার * আনন্দে দিলেন দেখা নিরানন্দ গেল ॥ পাইল জতেক কষ্ট সব পাস-রিল * ডুব দিয়া দুই জন সুখের সাগরে ॥ নানা মত রতি খেলা নিত্য নিত্য করে * এই রূপে এক পক্ষ গত হৈয়া গেল ॥ আনন্দেতে নিরানন্দ এসে দেখা দিল * মহা সুখে রহে গাজি চাম্পার মন্দিরে

একাকি থাকেন কালু বাটীর বাহিরে * মনেং ভাবে কালু কি হবে উপায় ॥ বন্দি হৈল ভাই মোর ভবের মায়ায় * এ জাল কাটিতে তার সাধ্য নাহি আর ॥ ফকির হইল মিছা নামেতে আল্লার * এই সব লোভ যদি মনে তার ছিল ॥ রাজত্ত ছাড়িয়া কেন ফকির হইল * কেমনে দেখাবে মুখ খোদার কাছেতে ॥ এ বলিয়া কালু সাহা লাগিল কান্দিতে * অমনি আসিয়া গাজি উপস্থিত হৈল ॥ কান্দিতেছে কালু সাহা স্বচক্ষে দেখিল * তবেত সাহেব গাজি গলায় ধরিয়া ॥ জিজ্ঞাসা করেন অতি মিনতী করিয়া * কি কারণে কান্দ ভাই কহ মোর ঠাই ॥ নাহি যদি কহ তবে খোদার দোহাই * কালু বলে কান্দি ভাই তোমার কারণ ॥ মায়ার জালেতে তুমি হইলে বন্দন * হয় মায়া রাক্ষসিনী জান নারী জাতি ॥ তাহার সঙ্গেতে ভাই যে করে পিরীতি * ভবের বেপার যত সকাল হারায় ॥ রাক্ষসিনি নারী তার মুল ধন খায় * এদিক সেদিক নয় রহিলে মধ্যেতে ॥ তাহার দৃষ্টান্ত এক শুন কায় চিত্তে * এক নারী হয় যদি দুই পতি তার ॥ বল দেখি মন সেই রাখিবে কাহার * সেই মত এক প্রেম তোমার অন্তরে ॥ নারীকে দিবেন কিবা দিবেন খোদারে * হইলে সন্তানে মায়া লাগাইবে বেরি ॥ ছুটিবে খোদার প্রেম পুত্র মুখ হেরি * ঘাটেতে বান্দিয়া নৌকা পুজি ভেঙ্গে খাবে ॥ সকল হারায়ে ভবে খালি হাতে জাবে * শুন এক ইতিহাস কোরাণের বানী ॥ মরিয়ম সতী ছিল ইছার জননী * খোদার প্রেমেতে হেনমন মজাইল ॥ একেবারে আপনাকে পাসরিয়া গেল * সদয় হইয়া প্রভু তাহার কাছেতে ॥ পাঠাইল হুর গণ বেহস্ত হইতে * বেহেস্তের ফল মেওা দ্রব্য যত আর ॥ আনিয়া দিতেন হুর মুখে তুলে তার * তৎপরে ইছা নবী যখন জন্মিল ॥ মমতা করিয়া পুত্র কোলেতে লইল * কোলেতে লইয়া স্তন দিলেন মুখেতে ॥ তখনি কহেন প্রভু আকাশ বানীতে * এত দিন এক প্রেমে আমাকে ডাকিলে ॥ এখন পাইয়া শিশু মোরে পাসরিলে * দুই ভাব হৈয়া এবে গেলগো তোমার ॥ এখানে থাইতে বসি না পাইবে আর * এখান হইতে তুমি চলিয়া গো যাও ॥ পারিয়া বনের ফল বনে গিয়া খও * আরনা পাইবে হুর জীবন থাকিতে ॥ নাহি চিন্ত পাবে পুনঃ মরিলে বেহেস্তে * শুনং

ভাই গাজি কি কহিব আর ॥ বুঝাকে বুঝায় হেন বুদ্ধি আছে কার ❋ এই কথা কালু সাহা যখন কহিল ॥ হাসিয়া বলেন গাজি কিবা মোরে বল ❋ বন্দন নাহিক আমি নারীর পিরিতে ॥ নারী কি ধরিয়া মোরে পারিবে রাখিতে ❋ শুন ভাই রাত্রি কালে আজি চলে জাব ॥ রাজ রাণী কার কাছে কিছু না বলিব ❋ নিদ্রা গেলে চাম্পাবতী নিশা রাত্র কালে॥ চাম্পাকে নিদ্রায় ফেলি মোরা জাব চৈলে ❋ এবলিয়া সাহা গাজি কালুরে লইয়া ॥ চাম্পার মন্দির মধ্যে আসিল চলিয়া ❋ রাত্রি কালে মন্দিরের মধ্যে ঘেরা দিয়া ॥ এক দিকে কালু সাহা রহিল সু-ইয়া ❋ আর দিগে গাজি আর সতী চাম্পাবতী ॥ সুইলেন সজ্যা পরে শীঘ্র২ অতি ❋ ভাঙ্গা২ মন চাম্পা দেখিয়া গাজির ॥ ভাবিতে লাগিল ধনি হইয়া অস্থির ❋ নিশ্চয় প্রাণের নাথ ছাড়িবে আমায় ॥ মনে২ কান্দে সুয়ে নিদ্রা নাহি জায় ❋ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি গেল গত হৈয়া ॥ হেনকালে সাহা গাজি নিদ্রাতে জাগিয়া ❋ চুপে২ জাগাইয়া কালুরে তখন ॥ চলিলেন ধীরে ধীরে ভেবে নিরাঞ্জন ❋ হেনকালে চাম্পাবতী এল থেল কেশে ॥ দৌড় দিয়া ধরে গিয়া পাগলীর ভেসে ধরিয়া গাজির পদে পড়িয়া ধরাতে ॥ সোকাকুলি হৈয়া কহে কা-ন্দিতে২ ❋ দাসীরে ছাড়িয়া নাথ কোথা তুমি যাও ॥ একবার ফিরে চাও মোর মাথা খাও ❋ গাজি বলে প্রাণ প্রিয়ে না চাহিব আর ॥ জাননা কি হই আমি ফকির আল্লার ❋ ফকিরের নাহি আছে এইমত বিধি ॥ নারী লয়ে গৃহবাস করা নিরবধি ❋ চাম্পা বলে জ্ঞান নাহি আছিল পূর্ব্বেতে ॥ নমস্কার করি কান মলন পশ্চাতে ❋

গীত তাল আদ্ধা ॥

এমন পিরীত বন্ধু শিখিলে কোথায় ॥ ধীক তারে প্রেম শিক্ষা যে দিল তোমায় ❋ আহা মরি একি রিতি, জেমন ভৃঙ্গের প্রিতী খাইয়া ফুলের মধু ফুল ছাড়ি যায় ॥ বসে গিয়া অন্য ফুলে, তেমনি ধারা যাহ চলে, অন্য নারী কাছে বুঝি তেজিয়া আমায় ❋

পয়ার ॥ এবলিয়া চাম্পাবতী কান্দে উভরায় ॥ ধীরে২ কহে গাজি মধুর ভাসায় ❋

——০ঃ)❋(ঃ০ ——

গীত তাল আদ্ধা ॥

মন্দ কি তোমারে বাসি চিন্তা কেন মনে ॥ কিছু দিন ধৈর্য্য ধরি থাক নিকেতনে ※ কপালে থাকিলে লেখা, পুনরায় হবে দেখা, তুমি আর আমি যদি থাকি জীবমানে ॥ শুন শুন প্রাণ প্রিয়া, মনেরে প্রবোধ দিয়া, থাক তুমি যাই আমি তির্থ পর্জ্জ্যটনে ※

পয়ার ॥ এ বলিয়া চলে গাজি কালুরে লইয়া ॥ চরনে ধরিয়া চাম্পা কহেন কান্দিয়া ※

গীত তাল আদ্ধা ॥

জেয়োনা২ বন্ধু ও বন্ধু জোয়োনা ॥ এমন মধুর প্রিতে গরল দিওনা ※ কিঙ্করী চাড়িয়া নাথ, কেন জাহ অকস্মাত, করে থাকি অপরাধ করহ মার্জ্জনা ॥ মোরে করি জলাঞ্জলি, যাই তেছ কোথা চলি, দাসীরে লইয়া জাহ করিয়া করুনা ※

পয়ার ॥ আহা আহা মরি মরি হায়২ হায় ॥ কি কহিব প্রাণ নাথ বুক ফেটে যায় ※ কিঞ্চিৎ নাহিক মায়া তোমার অন্তরে ॥ কেমনে ছাড়িয়া চাহ জাইতে আমারে ※ তোমার কারণে আমি হইয়া পাগল ॥ লাজ ভয় জাতি কুল তেজিনু সকল ※ মোর লাগি জাতি দিল বাপ ভাই সবে ॥ কি দোষে আমাকে তুমি ছাড়িয়া জাইবে ※ ত্যজে যদি যাও নাথ অবলা দাসিরে ॥ কল্য বাপে বলি নিয়া দিব চণ্ডি ঘরে ※ তোমার চরনে আর হাতে আমি ধরি ॥ নাহি যাও প্রাণ নাথ মোরে পরিহরি ※ বলে গেলে রঘুনাথ সীতা লয়ে সাথে গঙ্গাকে রাখিল শীব আপনার মাথে ※ আমাকে ছারিয়া চাহ জাইতে কেমনে ॥ নারীর রক্ষক কেবা আছে পতি বিনে ※ জথা জাও প্রাণ নাথ মোরে জাবে লৈয়া ॥ তব সাথে জাব আমি যোগীনি সাজিয়া ※ আমাকে ছাড়িয়া প্রভু যদি তুমি যাও ॥ খোদার দোহাই আর মোর মাথা খাও ※ এই দিব্বি চাম্পাবতী যেই সমে দিল ॥ শুনিয়া সাহেব গাজি ভাবিতে লাগিল ※ গাজি বলে ভাই কালু করি কি উপায় ॥ রাজার নন্দিনী সাথে জাইবারে চায় ※ কালু বলে কি করিবা মইল অঙ্গের ॥ জেতে চাহে লহ সাথে ভাবনা কিসের ※ লাগাইছ সাধে মৈল আপনা অঙ্গেতে ॥ এইক্ষন আট মাস হবে ছাড়াইতে ※ ভবেত সাহেব গাজি ভেবে নিরাঞ্জন ॥ চাম্পাকে

লইয়া সাথে চলিল তখন ✻ রাতা রাতি ছাড়াইয়া ব্রাহ্মণা নগর ॥ উপস্থিত হৈল এক কানন ভিতর ✻ এখানে মটুক রাজা প্রভাতে উঠিয়া ॥ দেখিলেন তিন জন গেছেন চলিয়া ✻ আক্ষেপ করিয়া অতি লাগিল কান্দিতে ॥ কান্দে রাণী লিলাবতী হাত দিয়া মাথে ✻ সাত ভাই কান্দে আর দাস দাসী গণ ॥ কান্দিয়া রহিল সবে ভেবে নিরাঞ্জন ✻ এই খানে গাজি কালু আর চাম্পাবতী ॥ চলিলেন তিন জন হরসিতে অতি ✻ কানন ছারিয়া এক নগরেতে গেল ॥ হেন কালে সাহা গাজি কহিতে লাগিল ✻ শুন শুন ভাই কালু প্রাণের দোসর ॥ হইল জঞ্জাল এক চাম্পাবতী মোর ✻ কোনমতে না পারিনু ছাড়িয়া আসিতে ॥ এখন এহারে লয়ে জাইব কিমতে ✻ নগরের লোক সবে কহিবে হাসিয়া ॥ কেমন ফকির এরা যায় নারি লৈয়া ✻ এইতো জঞ্জাল আমি কি করিব ভাই ॥ কালু বলে যাহা ইচ্ছা কর তুমি তাই এত শুনি সাহা গাজি কি করে তখন ॥ চাম্পাকে দিলেন ফুক ভেবে নিরাঞ্জন ✻ চাম্পার অঙ্গেতে গাজি ফুক যবে দিল ॥ হরিদ্রার ফুল হৈয়া ততক্ষন গেল ✻ বান্দিয়া রাখিল তাহা গাত্র মার্জ্জনিতে ॥ পশ্চাতে নগর দিগে চলে হরসিতে ✻ নগরেতে গিয়া ভিক্ষা করিয়া দুজনে ॥ চলিয়া গেলেন এক নির্জ্জন কাননে ✻ কাননেতে গিয়া গাজি ফুল হরিদ্রার ॥ বাম হাতে লয়ে ফুক দিল তিনবার ✻ তবে সতী চাম্পাবতী মানুষ হইয়া ॥ আনিলেন দাল চাল্য যে কিছু মাগিয়া ✻ রন্ধন করিয়া তাহা দুই জনে দিল ॥ পশ্চাতে কিঞ্চিত আর আপনি খাইল রাত্রেতে সুইল গাজি চাম্পাকে লইয়া ॥ কালু সাহা দুরে গিয়া রহিল সুইয়া ✻ প্রভাতে উঠিয়া গাজি ফুকিয়া চাম্পারে ॥ করি হরিদ্রার ফুল বান্দিল কাপড়ে ✻ কখন কখন আর অঙ্গুরী করিয়া ॥ হাতের অঙ্গুলী মধ্যে রাখিতেন দিয়া ✻ রন্ধনের কালে আর নিশির কালেতে করিয়া মনুষ্য গাজি সুইতেন সাথে ✻ এই রূপে তিন অব্দ গত হৈয়া যায় ॥ মনে মনে ভাবে গাজি কি করি উপায় ✻ কত দিন বোঝা আর নারীর বহিব ॥ এইত জঞ্জাল আমি কেমনে এড়াব ✻ এবলিয়া সাহা গাজি কোন কাজ করে ॥ আরবার তিন ফুক দিলেন চাম্পারে ✻ হৈয়া গেল চাম্পাবতী গাত্র মেচোয়ার ॥ এ দসা করিয়া গাজি কালু সাহা আর ✻ দুই ভাই যায় তারা চলিয়া তখন ॥ হেন কালে কহে

চাম্পা করিয়া রোদন * কোথা যাও প্রাণ নাথ ছাড়িয়া আমারে ॥ সঙ্গে করে লয়ে যাও অবলা দাসীরে * কি দোষে আমাকে তুমি গাছ বানাইয়া ॥ বিদেশে ফেলিয়া যাহ আপনি চলিয়া * নির্দ্দয় হৃদয় অতি নাথ হে তোমার ॥ নাহি যাও মোরে ছারি দোহাই আল্লার *

গীত তাল আদ্ধা ॥

আহারে নির্দ্দয় নাথ আছিলে কোথায় ॥ কি দোষে ছাড়িয়া জাহ আমি অবলায় * মজিয়া তোমার প্রতি, বৈষ্ণবি সাজিয়া সাথে আসিলাম মাতা পিতা ছাড়িয়া সবায় * আমাকে বিদেশে ফেলি জাইতেছ কোথা চলি, এই কি প্রেমের ধর্ম্ম কি কব তোমায় *

পয়ার ॥ এবলিয়া চাম্পাবতী অস্থির হইয়া ॥ কহিলেন পুনঃ রায় কান্দিয়া কান্দিয়া *

গীত তাল আদ্ধা ॥

পিরিত এমন কষ্ট জানি কি আগেতে ॥ জর জর হৈল তনু ভাবিতে২ * ভাবি আমি জার দায়, সে মোরে ছাড়িয়া যায়, হায় দুঃখ কব কায়, বাচিনা দুঃখেতে ॥ রাজার নন্দিনী হৈয়া, করেতে করঙ্গ লৈয়া, বিভুতি অঙ্গে মাখিয়া, ভ্রমিলাম সাথে * তবু না হইল দয়া, নাথের পাশান হীয়া, ঠেকিয়াছি প্রাণ দিয়া, রহিব কি মতে ॥ কুলমান পরিহরি, হইনু কিঙ্করী তারি, তবু মোরে যায় ছাড়ি, ধীক্রে পীরিতে * আবদুর রহিম বলে, কোথা নাথ জাবে চলে, প্রেম ফাদ দিছ গলে, পারে কি জাইতে ॥ কেন তুমি হও রুষ্ট, জাননা যেমন কষ্ট, তাহার দ্বীগুন মিষ্ট, আছেগো পশ্চাতে

পয়ার ॥ এত শুনি কহে গাজি মধুর বচনে ॥ আবদুর রহিম বলে বিরচিয়া গানে *

গীত তাল আদ্ধা ॥

ছি ছি ছি ও প্রাণেশ্বরী কেন বল এত ॥ আমি কি ফুলের ওলি অন্য ফুলে জাব চলি, লম্পট পুরুষ যারা তাহাদের মত * চুকা কথা বেকা মুখে, এই জানে নারী লোকে, তোমাদের রিতি আমি বলি শুন কত * ক্ষনে নারী কানে ধরে, ক্ষনে২ পায়ে পড়ে, তিলেরে করেন তাল নারী জাত যত ॥ জার খায় জার পিন্দে, কত নারী তারে নিন্দে, এমন নারীর হবে নরক বসত *

পয়ার ॥ এই সব কথা চাম্পা শুনিয়া গাজির ॥ হেট সিরে ভাবে সতী হইয়া অস্থির ❋ গাজি বলে কেন প্রিয়া ভাবহ অন্তরে ॥ খোদার সপথ নাহি ছাড়িব তোমারে ❋ কিছু দিন আসি আমি করিয়া ভ্রমন ॥ নিশ্চিন্তে বসিয়া কর আল্লাকে স্মরন ❋ এই কথা সাহা গাজি চাম্পাকে কহিয়া ॥ কালুরে লইয়া সাথে গেলেন চলিয়া ❋ নানা দেশ নানা তীর্থ করিয়া ভ্রমন ॥ দেখেন খোদার সৃষ্টি ভরিয়া নয়ন ❋ আবদুর রহিম বলে পাচালি পয়ার ॥ গলাচিপা গ্রাম মাঝে নিবাস জাহার ❋

ধুয়া ॥ গাই গীত সুললিত মৃদুস্বরে গাই ॥
চলে সাজি জিন্দা গাজি সঙ্গে কালু ভাই ❋

পয়ার ॥ এক দিন গাজি কালু যায় পথ দিয়া ॥ দেখে এক গোদা আছে পথেতে পড়িয়া ❋ জামালিয়া নাম তার গোদ দুই পায়ে চলিতে না পারে গোদা গোদের জালায়ে ❋ তাল বৃক্ষ তুল্য গোদ বড় বড় বি চি ॥ জেমন আসির পাক্কা সোয়াসেরি খুচি ❋ মাঠে গেলে রাখালেরা মারে ধাক্কা ঠেলা ॥ ঘরেতে রমণী তার বলে গোদা শ্যালা গোদের জালায় গোদা দুঃখিত অন্তরে ॥ আসিয়া সুইল পথে প্রাণ ত্যাজিবারে ❋ হেন সমে গাজি আর কালু সা আসিয়া ॥ গোদাকে দেখিয়া পথে কহে ডাক দিয়া ❋ কে তুমি সুইছ ওহে পথ ছাড়ি দেহ ॥ গোদা বলে মুণ্ডে মোর লাথি মারি জাহ ❋ বড়ই দুঃখিত আমি পরিয়াছি পথে ॥ আমার সমান পাপী নাহি ত্রিজগতে ❋ দা-রুন গোদের দায় চলিতে না পারি ॥ জমে নাহি গেছে মোর এইগোদ হেরি ❋ শুনিয়া সাহেব গাজি কহেন তখন ॥ ঘুচিবে তোমার দুঃখ শান্ত কর মন ❋ এবলিয়া দুই হাতে ধরিয়া গোদেতে ॥ দুই জনে দুই পদ লাগিল চিপিতে ❋ চিপিয়া তাহার জল পদ্য পত্রে লৈয়া ॥ বিক্রম পুরের দিগে দিলেন ফেলিয়া ❋ এক ছিটা পড়ে তার বাদ্যা মৃজাপুর ॥ আর এক ছিটা পড়ে নদ্যা শান্তিপুর ❋ কিঞ্চিত পড়িল আর তাবত মহিতে ॥ অর্দ্ধেক পড়িল ঢাকা বিক্রম পুরেতে ❋ কব্রি কলা পাতি নেবু এক সাত করি ॥ খাইলে বিক্রম পুরে মাস তিন চারি জন্মিবেক গোদ কিম্বা বাড়িবেক পোতা ॥ শুন বলি শান্তিপুর নদীয়ার কথা ❋ সেই স্থানে নারীদের স্তন বেড়ে যায় ॥ জুবা কালে দেখা

যাঁয় বৃদ্ধ নারী ন্যায় * তৎপরে গাজি আর কালু সাহা পীরে ॥ আ-রোগ্য করিয়া সেই জামালিয়া গোদারে * আশীর্ব্বাদ করি পীর কহিলেন পর ॥ শুনহ জামাল তুমি হবে সদাগর * এইখানে খুদে দেখ আছে বহু ধন ॥ হইবে মনাই সাধু তোমার নন্দন * তাহার বংসেতে ধনি হইবে বিস্তর ॥ সপ্তম পুরুষ বদি দিয়া জাই বর * এবলিয়া চলে গাজি কালুকে লইয়া ॥ চলিয়া কতেক দেশ জায় এড়াইয়া * এক দিন দেখে এক সাগরের তীরে ॥ বসিয়া তিনশো যোগী তথা তপ করে * গাজি কালু গিয়া তপ সবের ভাঙ্গিল ॥ ক্রোধ হৈয়া যোগী গণে মারিতে আসিল * বাস লয়ে যায় তারা গাজিকে মারিতে ॥ হেন কালে সাহা গাজি লাগিল কহিতে * কহ সবে তপ কর তোমরা কাহার ॥ তারা বলে তপ মোরা করিত গঙ্গার * গাজি বলে মোর কথা শুন যোগী গণ ॥ করাইতে পারি যদি গঙ্গার দর্শন * হৈবানা মূছঁলমান করহ স্বীকার ॥ তারা বলে পাই যদি দর্শন গঙ্গার * তবেত তোমার কথা করিব পালন ॥ করাহ গঙ্গার সাথে এখনি দর্শন * তবে গাজি তাহাদিগে সঙ্গেতে লইয়া ॥ নদীর তীরেতে সাহা তৎক্ষন গিয়া * মাসী২ বলি গাজি তিন ডাক দিল ॥ মকর বাহনে গঙ্গা ভা-সিয়া উঠিল * উঠিয়া জিজ্ঞাসে কহ ভগ্নির নন্দন ॥ কি কারণে মোরে বাছা করিলে স্মরন * গাজি বলে শুন মাসি নিবেদন করি ॥ এই সব যোগী গণ বহু দিন ভরি * করেন তোমার তপ করিতে দর্শন ॥ তাহা দের বাঞ্ছা পুরা করগো এখন * পদ্য পত্রে মাসী তুমি বৈসহ উ-ঠিয়া ॥ দেখুক এহারা সবে নয়ন ভরিয়া * তবে গঙ্গা পদ্য পত্রে উঠিয়া বসিল ॥ সর্ব্ব অঙ্গ যোগী গণে তাহার দেখিল * গাজি বলে জাহ মাসী চলিয়া এখন ॥ তবে গঙ্গা পাতালেতে করিল গমন * যোগী গণ বলে ধন্য ধন্য সাহা গাজি ॥ জাহার অধিন গঙ্গা মোরা জাকে পুজি * জবনের তুল্য আর নাহি আছে জাতি ॥ জাহাকে করেন মান্য গঙ্গা ভাগিরথী * তখন গাজির কাছে সকলে আসিয়া ॥ হৈলেন মূছলমান কলেমা পরিয়া * তৎপরে সাহা গাজি লয়ে সাধু গণে ॥ গড়িলেন মর্ছজিদ এক সেই খানে *

ত্রিপদী ॥ সাধু গণ সবাকারে, লয়ে গাজি জিন্দা পীরে, গড়ি-লেন মছজিদ সেথা ॥ ফিরোজা আকিক দিয়া, ছিল তাহা গড়াইয়া,

মধ্যে হীরা মুক্তা গাঁথা ✻ কত দিন সেই খানে, রহে গাজি হর্স মনে কহে পরে কালুর গোচর ॥ আরনা এখানে রব, পাতাল নগরে জাব, যথা আছে জৈষ্ঠ সহদর ॥ এবলিয়া সাহা গাজি, তখনি চলিল সাজি, সাধুরা মছজিদে রহিল ॥ গাজি কালু দুই পীরে, গিয়া সেই কত দুরে, মৃর্ত্তিকারে ডাকিয়া কহিল ✻ শুন ওগো বসুমতি, পথ দেহ শীঘ্র গতি, জাব আমি পাতাল নগরে ॥ তবেত সরিল মাটি, পথ হৈল পারিপাটি, হাতি ঘোরা পারে জাইবারে ✻ গাজি কালু হরসিতে, চলিল শুরঙ্গ পথে, মনেং ভেবে নিরাঞ্জন ॥ দুজন চলিয়া যায়, কত দুর গিয়া পায়, জঙ্গ রাজা তাহার ভবন ✻ দেখিয়া পাতাল পুরি, বলে গাজি আহা মরি, হেন পুরি না দেখিছি আর ॥ সুবর্ণের বর্ণ মাটি, জেমন সুবর্ণ খাটি বৃক্ষ বন বরণ শোনার ✻ কিট আদি যত জিবি, সকলি শোনার ছবি, দেখে গাজি গালে হাত দিল ॥ গালে হাত দিয়া পরে দুই ভাই ধীরেং, চলিয়া নগর মধ্যে গেল ✻ সুভিত নগর খানি, ইন্দ্রের উদ্যান যিনি, হীরা লাল গড়াগড়ি যায় ॥ নগরের সোভা দেখে দুই ভাই হেট মুখে; বসে এক বৃক্ষের তলায় ✻ অশেষ প্রভুর ক্রিয়া, জানে তার কত মায়া, সে রাত্রে জুলহাসে স্বপন ॥ দেখাইল এ প্রকার গাজি নামে ভাই তার, আসিয়া সে পাতাল ভবন ✻ অমুক গাছের তলে, বসিছে সোকাকুলে, ভাই আর কালুহ সঙ্গেতে ॥ এমত স্বপন দেখি, কান্দিয়া ভাসায় আখি, মাতা পিতা সবের সোকেতে রজনী প্রভাত হৈল, দিন নাথ দেখা দিল, অমনি জুলহাস চলিল ॥ দুই ভাই যথা আছে, জাইয়া তাদের কাছে, মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল ✻ তোমাদের ঘর কোথা, কেবা হয় মাতা পিতা, সাহা গাজি কহেন তখনি ॥ বৈরাট নগরে ঘর, পিতা সাহা ছেকান্দর, অজুপা হয় মোর জননী ✻

✻ কবির গীত ভাল আন্ধা ✻

ডাকিগো কাতরে প্রভু ত্রান কর দিনে ॥ তোমা বিনে কেহ
মোর নাহি ত্রিভুবনে ✻ পাপ বোঝা লয়ে মাথে, দাড়াইছি জোড়
হাতে, ভাগোরা কিঙ্কর আমি আসিয়া সদনে ॥ কর পাপ পরি-
হার, পতিত পাবন আর, দয়াল তোমার নাম শুনিছি শ্রবনে ✻

পয়ার ॥ গাজি বলে পিতা মোর সাহা ছেকান্দর ॥ অজুপা জননী ঘর বৈরাট নগর * শুনিয়াছি ভাই মোর আছে এই দেশে ॥ আসিলাম রসাতলে তাহার উদ্দেশে * একথা সাহেব গাজি জখন কহিল ॥ দুই হাতে জুলহাস গলায় ধরিল * ধরিয়া গাজির গলে কহেন কান্দিয়া ॥ হইরে তোমার ভাই আমি অভাগিয়া * কহ ভাই মাতা পিতা আছেন কেমন ॥ গাজি বলে সোকাকুল তোমার কারন * আছে কি না আছে তাহা না পারি কহিতে ॥ চল ভাই দেসে চল যদি লয় চিত্তে * জুলহাস বলে ভাই কিবা কহ আর ॥ মনে লয় উড়ে জাই দেশে আপনার * তৎপরে জুলহাস লয়ে দুই জনে ॥ তুরিত চলিয়া গেল আপন ভবনে * দুই জনে লয়ে জবে বাটী মধ্যে গেল ॥ দেখে দোহে জঙ্গরাজা জিজ্ঞাসা করিল * কোথা হৈতে আসিয়াছে এই দুই জন ॥ দেব উপদেব কিম্বা পরির নন্দন * হেন রূপ চক্ষে নাহি দেখিয়াছি আর ॥ জুলহাস কহিলেন সাক্ষাতে রাজার * হয় এই দুই জন মোর সহদর ॥ আসিয়াছে আমার জন্য পাতাল নগর * শুনিয়া পাতাল পতি তখনি উঠিয়া ॥ বসাইল দুই জনে আদর করিয়া * অন্তঃপুরে পাঁচ তোলা চন্দ্রিমা বদনি ॥ জুলহাসের স্ত্রী সেই রাজার নন্দিনী * শুনিলেন গাজি কালু দেওর তাহার ॥ আসিছে পাতাল পুরে উদ্দেসে ভ্রাতার * মনে মনে প্রফুল্লিত হইয়া তখন ॥ আপনি গেলেন অন্ন করিতে রন্দন * রন্দন করিয়া অন্ন সমাচার দিল ॥ তবে তারা দুই জনে অন্তঃপুরে গেল * ধরিয়া গাজির হাত রাজার দুহিতা ॥ মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহে এই কথা * শুন শুন ভাই গাজি প্রাণের দেওর ॥ মনে নাহি জানি হেন ভাগ্য হবে মোর * তুমিহ আসিয়া এই পাতাল ভবনে ॥ বৈরাটে লইয়া জাবে মোরা দুই জনে * মা বাপের ঘরে প্রায় কাল কাটাইনু ॥ শ্বশুর সাসের সেবা কিছু না করিনু * মোর সম অভাগিনী নাহি সংসারেতে ॥ তোমাদের পদে জল না পারিনু দিতে * শুনহে বান্ধব গাজি দেওর আমার ॥ বিলম্ব করিয়া কিছু কাজ নাই আর * শীঘ্র শীঘ্র অন্ন খেয়ে বাপকে কহিয়া ॥ এইক্ষন জাই চল এ রাজ্য ছাড়িয়া * এ বলিয়া ততক্ষন অন্ন আনি দিল ॥ হরিসেতে তিন জন খাইতে বসিল * পরে গিয়া কহে গাজি রাজার কাছেতে ॥ না সহে বিলম্ব

আর জাইব দেশেতে * ভাই আর ভাত্রি বধু উভয় জাইবে ॥ আপনি করিলে আজ্ঞা জাই মোরা সবে * রাজা বলে বাপ ধন নাহি কিছু দায় ॥ হরসিতে জাহ সবে দিলাম বিদায় * তিন শত লোক রাজা দিলেন সঙ্গেতে ॥ পথের সম্বল আর অনেক থাইতে * ধন রত্ন দিবে কিবা তারাকি কাঙ্গাল ॥ কৌড়ির সমান গনে হীরা মুক্তা লাল * পঞ্চ দাসী সাতে নিয়ে সতী পাঁচ তোলা ॥ সুবর্ণের মহাফায় বসিলেন বালা * এক মাফা খালি আর কাহারে লইল ॥ সাজ সাজ বলি সবে সাজিতে লাগিল * গাজি কালু পাঁচ তোলা সবে এক সাথে ॥ রাজাকে প্রনাম করি চলিলেন পথে * ছাড়িয়া নগর সেই কত দুর জায় ॥ সুড়ঙ্গের পথ গিয়া সমুক্ষেতে পায় * তিন শত লোক গাজি সঙ্গেতে লইয়া ॥ চলিল সুড়ঙ্গ পথে আল্লাকে স্মরিয়া * চলিয়া কতেক দিন সুড়ঙ্গের পথে ॥ মছজিদে উপস্থিত হইল পশ্চাতে * গড়িয়া ছিলেন জাহা লয়ে যোগী গণ ॥ তিন শত লোক আর ভাই তিন জন * বসিলেন মছজিদে মহা হরসিতে ॥ কাহার কোনও চিন্তা নাহিক মনেতে * হেন সমে কহে গাজি কালুরে ডাকিয়া ॥ চাম্পাবতী আছে যথা সেঁওড়া হইয়া * পঞ্চ দাসী পাঁচ তোলা সবে লয়ে সাতে॥ আনহ চাম্পাকে গিয়া আমার কাছেতে * শুনিয়া তখনি কালু করিল গমন ॥ চলে আর পাঁচ তোলা লয়ে দাসী গণ * মহাফায় আরোহিয়া রামা গণ যায় ॥ যেই থানে চাম্পাবতী গিয়া সে তথায় * সেঁওড়া গাছের তলে সকলে বসিল ॥ হেন সমে কালু সাহা তিন ডাক দিল * নিজ নাম ধরি কালু ডাকিল যখন ॥ হইলেন চাম্পাবতী তখনি চেতন * সেঁওড়া আকার ছাড়ি বাহির হইল ॥ রূপের প্রতাপে তার বন হৈল আলো * দেখিয়া চাম্পার রূপ পাঁচ তোলা সতী ॥ ঢলিয়া পড়িল ভূমে হারাইয়া মতি * জিজ্ঞাসিল চাম্পাবতী কালু সাহা কাছে ॥ এই রামা কোথাকার ভূমিতে পড়িছে * কালু বলে পাঁচ তোলা এই চন্দ্রাননী ॥ পাতালেতে জঙ্গ রাজা তাহার নন্দিনী * এহাকে করিল বিয়া জুলহাস ধীর ॥ তোমার ভাশুর সেই সহদর গাজির * হয় তব বড় জাল শুন চাম্পাবতী তবে সতা চাম্পাবতী অতি শীঘ্র গতি * বদনে সলিল দিয়া করিয়া চেতন ॥ তাঁহাকে প্রনাম চাম্পা করিল তখন * জিজ্ঞাসে

কালুর কাছে সতী পাঁচ তোলা ॥ এমন সুন্দরী এই কাহার মহিলা * কালু বলে কন্যা ইনি মটুক রাজার ॥ গাজির বনিতা হয় জালগো তোমার * তবে সতী পাঁচ তোলা উঠিয়া ত্বরায় ॥ বহিন বলিয়া মিলে ধরিয়া গলায় * দুই জন আলাপন অনেক করিয়া ॥ মহাফা ভিতরে শেষে বসিলেন গিয়া * মাহা ফা লইয়া তবে কাহারে চলিল ॥ গাজির নিকটে জবে উপস্থিত হৈল * হেন সমে সাহা গাজি লয়ে লোক জন ॥ মছজিদ ছেড়ে চলে ভেবে নিরাঞ্জন * দিবা রাত্র চলে পথে বিশ্রাম না করে ॥ কতেক দিবসে গেল ব্রাহ্মণা নগরে * নয় দিবা নয় রাত্রি এমন সময় ॥ ব্রাহ্মণা নগরে গিয়া উপস্থিত হয় * সশুরের দেশে গাজি যখন আসিল ॥ বিনয় বচনে অতি কালুরে কহিল শুন ভাই কালু তুমি শীঘ্র চলে জাও ॥ আমার সংবাদ গিয়া রাজাকে জানাও * গাজির আজ্ঞায় কালু তখনি চলিল ॥ রাজার সমূক্ষে গিয়া কহিতে লাগিল * আসিল সাহেব গাজি ভাই আর তার ॥ আদি অন্ত শুনাইল সব সমাচার * শুনিয়া মটুক রাজা হরিস অন্তরে ॥ আগে বাড়াইয়া সবে জায় আনিবারে * কত জাতি বাদ্য সব বাজিতে লাগিল ॥ বাতি জালাইয়া পুরি উজ্জ্বল করিল * লণ্টন ফানুস ঝার জ্বলে শত২ ॥ নানা জাতি বাজি আর ছাড়ে কত২ * হইল দিনের মত ব্রাহ্মণা নগর ॥ নৃত গীত হুল ধনি সব ঘরে ঘর * আসিল সাহেব গাজি সাথে দুই ভাই ॥ মানিক্য মন্দিরে রাজা দিল নিয়া ঠাই * যত২ লোক আর সঙ্গেতে আসিল ॥ জোগ্যমত সজ্যা পরে সবে বসাইল * খাইতে আনিয়া দিল নানা দ্রব্য জাতি ॥ লিখিলে সবের নাম বেড়ে জায় পুথি * শুন কিবা অন্তঃপুরে করে রামা গণ ॥ চাম্পাবতী পাঁচ তোলা আসিল জখন * ফুল দুব্বা পান চিনি নারী গণ আনি ॥ করাইল মিষ্ট মুখ মুখে দিয়া চিনি * সাত ভাই বধু তারা হাঁসিতে হাঁসিতে ॥ ধান্য দুব্বা ফুল দিয়া দুজনার মাথে * লইয়া গেলেন শেষে ঘরের মাঝার ॥ হেন সমে পাঁচ তোলা চাম্পাবতী আর * লিলাকে প্রনাম তারা দুজনে করিল ॥ আসির্ব্বাদ দিয়া লিলা কোলেতে লইল * দুই জনে কোলে লয়ে রাণী লিলাবতী ॥ মনে মনে প্রফুল্লতা হইলেন অতি * নানাজাতি উপহার দিলেন খাইতে ॥ খাইলেন দুই জনে বসি এক সাতে * খাইয়া তাহারা জাহা ঝুঠা করে ছিল ॥ সাত ভাই বধু সবে

তাহাই খাইল ※ সাত ভাজু নয় মামী একাসনে বসি ॥ দুই জনে লয়ে কত করে হাঁসি খুসি ※ এই রূপে তিন দিন গেল গত হৈয়া ॥ তবেত সাহেব গাজি রাজাকে কহিয়া ※ বিদায় হইয়া চলে লইয়া চাম্পারে ॥ হটাৎ আকাশ ভেন পড়িলেক সিরে ※ রাজা কান্দে রাণী কান্দে কান্দে দাসী গণ ॥ সাত ভাই সাত বধু করেন ক্রন্দন ※ নয় মামা কান্দে আর মামীরা সকলে ॥ কান্দিয়া২ কেহ পিছে পিছে চলে ※ চাম্পাকে লইয়া গাজি চলিল ত্বরায় ॥ ব্রাহ্মণ নগর গিয়া নিমিশে ছাড়ায় ※ চলিয়া বৎসর দিন শোনা পুরে গেল ※ শোনা পুর গিয়া তিন দিবস রহিল ※ সেখান হইতে পরে হইয়া বিদায় ॥ ছাপাই নগর গিয়া কত দিনে পায় ※ ছাপাই নগরে জবে উপস্থিত হৈল ॥ নগরের লোক সব দেখিতে আসিল ※ আসিয়া শ্রীরাম রাজা ছালাম করিয়া ॥ আপন বাটীতে সবে গেলেন লইয়া ※ থাকিয়া দিবস চারি ছাপাই নগর ॥ ত্বরিত চলিয়া পার হইল সাগর ※ সাগর হইয়া পার কত দুর যায় ॥ বৈরাট নগর গিয়া সমুক্ষেতে পায় ※ লাগিবেক কোস চারি জাইতে ভবনে ॥ সবাকে লইয়া গাজি থাকিয়া সেখানে ※ কালুরে পাঠায়ে দিল সংবাদ কহিতে ॥ ত্বরায় চলিয়া কালু গেলেন বাটীতে ※ পালঙ্গে বসিয়া ছিল সাহা ছেকান্দর ॥ হেন সমে কালু সাহা জোড় করি কর ※ ছালাম করিয়া খাড়া সমুক্ষে হইল ॥ কান্দিয়া কালুকে সাহা জিজ্ঞাসা করিল ※ কহ পুত্র এত দিন কোথায় আছিলে ॥ গাজিকে লইয়া গেলে তারে কি করিলে ※ কালু বলে আসিয়াছি সব এক সাথে ॥ রহিলেন সাহা গাজি নামিয়া গ্রামেতে ※ সংবাদ কহিতে মোরে দিল পাঠাইয়া ॥ শুনিয়া বৈরাট পতি হাঁসিয়া২ কালুকে লইয়া সাথে গেল অন্তঃপুরে ॥ যেখানে অজুপা রাণী ছিলেন মন্দিরে ※ কালুকে দেখিয়া সতী কান্দিয়া বলিল ॥ আহা বাছা কোথা ছিলে গাজি কোথা বল ※ কালু বলে জননী গো চিত্ত কর স্থির ॥ আসিয়াছি লয়ে আমি সংবাদ গাজির ※ আসিল সাহেব গাজি জুলহাস আর ॥ আর মাগো দুই বধু আসিল তোমার ※ বসিয়া রাণীর কাছে কহে কালু পীর ॥ যেরূপে গেলেন তারা হইয়া ফকির ※ যেই রূপে পার গিয়া হইল সাগর ॥ যে রূপে গেলেন চলি ছাপাই নগর ※ যেরূপে ত্যাগিল জাতি শ্রীরাম রাজার ॥ সেই রূপে শোনা পুরে নগর

বসায় ※ যেই রূপে পালঙ্গেতে ছিলেন সুইয়া ॥ যে রূপে পাগল হৈল চাম্পার লাগিয়া ※ যেই রূপে গিয়া ছিল ব্রাহ্মণ্য নগর ॥ যে-রূপে মটুক রাজা করিল সমর ※ যে রূপে বিবাহ গাজি চাম্পাকে ক-রিল ॥ যে রূপে পাতাল দেশে দুই ভাই গেল ※ যেই রূপে জুলহাসে আনিল লইয়া ॥ কহিল রাণীর কাছে সকলি ভাঙ্গিয়া ※ শুনিয়া অ-জুপা রাণী হরিস অপার ॥ কাঙ্গাল পাইল যেন সিন্দুক শোনার ※ আনন্দের শীমা নাহি বৈরাট নগরে ॥ জয় জয় বাদ্য বাজে সব ঘরে২ ※ পুত্র বধু আনিবারে বৈরাটের পতি ॥ আগু বাড়াইয়া চলে হরসিতে অতি ※ লক্ষ২ লোক জায় বাদ্য বাজাইয়া ॥ হাতী ঘোড়া খাড়া করে কাতার বান্ধিয়া ※ জখন গাজির কাছে মহিপাল গেল ॥ আসিয়া সা-হেব গাজি চরনে পড়িল ※ জুলহাস পুত্র আর বধূ দুই জনে ॥ ছালাম করিল আসি ধরিয়া চরনে ※ একে একে সবাকারে বৈরাটের পতি ॥ তুলিয়া লইল কোলে স্নেহ করে অতি ※ পুত্র বধু লয়ে সাহা তখনি চলিয়া ॥ বাটী মধ্যে উপস্থিত হইল আসিয়া ※হেনসমে জুলহাস গাজি দুই জনে ॥ ছালাম করিল গিয়া মায়ের চরনে ※ পুত্র পুত্র বলি সতী কোলেতে লইল ॥ যত দুঃখ ছিল মনে সব পাসরিল ※ চাম্পাবতী পাচ তোলা আসিয়া ত্বরায় ॥ ছালাম করিল ধরি সাশুড়ির পায় ※ পুত্র থুয়ে তাহাদেরে লইয়া কোলেতে ॥ বসিল অজুপা সতী হাসিতে২ ※ পুত্র বধু লয়ে রাণী অজুপা সুন্দরী ॥ আমোদ প্রমদে রহে দিবা সব ভরি আর সাহা ছেকান্দর আনন্দে রহিল ※ পাঠকে প্রনাম পুথি সমাপ্ত হইল ※ আবদুর রহিম আমি হীনের বচন ॥ পরিচয় শুন মোর কো-থায় ভবন ※ ময়মন সিংহ জিলে বাস গলাচিপা গ্রামে ॥ আশুত্যার বাজারের উত্তর পশ্চিমে ※ বাটীর দক্ষিনে নদী নরসুন্দা নামেতে ॥ মহকুমা কিসোর গঞ্জের সাখিনেতে ※ জোয়ার হসেন পুর তার অন্তঃপাতি ॥ আছি দিন হীন আমি করিয়া বসতী ※

পয়ার ॥ আর কিছু বিবরণ শুনাই সবায় ॥ সাহেব গজির হৈল মাজার কোথায় ※ বঙ্গ দেশে মুসলমান না ছিল পুর্ব্বেতে ॥ তখন আছিল হিন্দু সমস্ত বঙ্গেতে ※ ছোলতান মহাম্মদ সময় তা-হার ॥ ফারেছ দেশের লোক কএক হাজার ※ বাঙ্গালা দেশের মধ্যে দিল পাঠাইয়া ॥ নির্ম্মান করেন বাড়ী ঠাই২ গিয়া ※ শ্রীহট্ট জিলার

মধ্যে বাড়ী সাত থান ॥ নির্জ্জন কাননে এক করিয়া নির্ম্মান * বসতী করেন তাহা হরিস অন্তরে ॥ তার মধ্যে এক জনে মানসিক করে * যদি এক পুত্র হয় ঔরষে তাহার ॥ গরু এক জবে করে নামেতে খোদার * যত হয় মাংস তার দিব সে বাঁটিয়া ॥ তৎপরে কত দিন জায় গত হৈয়া * তবে এক পুত্র তার ঘরেতে জর্ম্মিল ॥ তখনি আনিয়া গরু জবে কৈরে দিল * জবে করে মাংস তার দিল ঘরে২ ॥ আশ্চার্য্য খোদার কাজ দেখ কিবা করে * এক চাক্কা মাংস তার চিলে এক লৈয়া ॥ উড়িয়া চলিয়া চিল জায় স্নুন্য দিয়া * গহুর গোবিন্দ রাজা ছিল শ্রীহট্টেতে ॥ আছিল অনেক দেশ তাহার তাবেতে * মূসলমান দেশে তার ঠাই নাহি দিত ॥ লোকা ছাপা মত বাস কাননে করিত * মুসলমান গেলে কেহ তাহার দেশেতে ॥ তাহাকে না দিছে কভু নামাজ পাড়তে * সেই দিন রাজা সেই বসিয়া ঘাটেতে ॥ স্নান করি শীব পূজা আছিল করিতে * মাংস চাক্কা লয়ে চিল যায় উড়া দিয়া ॥ রাজার সমুক্ষে গেল হটাৎ পড়িয়া * গোমাংস দেখিয়া রাজা গর্জ্জিয়া উঠিল ॥ ডাকিয়া কোটাল গণে কহিতে লাগিল * দেখহ জবনে কোথা গোবধ করিছে ॥ ত্বরায় ধরিয়া তারে আন মোর কাছে * জানিতে কোটাল গণে তাদের খবর॥ আনিল বান্ধিয়া সবে রাজার গোচর সাত বাড়ী মূসলমান সবাকে আনিল ॥ রাজা সেই তাহাদেরে জিজ্ঞাসা করিল * গোবধ করিছ কেবা কহ সত্য কথা ॥ নহেত সবের আজি কাটা জাবে মাথা * করে ছিল জবে যেই কহিতে লাগিল ॥ আমা হৈতে এই কার্য্য নিশ্চয় হইল * মানসিক কৈরে ছিনু মনে আপনার ॥ পুত্র যদি হয় এক ঘরেতে আমার * গরু এক জবে করে খোদার নামেতে ॥ বেঁটে দিব মাংস তার এসাত বাড়ীতে * এত শুনি রাজা সেই অতি ক্রোধ হৈয়া ॥ মারিল চল্লিশ বেঁত তাহাকে গনিয়া * আর যে জর্ম্মিল শিশু আনাইয়া তায় ॥ তাহার পিতার হাতে শিশুকে কাটায় * কাটাইয়া মাংস গুলি কুচি২ কৈরে ॥ কাগে আর চিলে তাহা দিল খাইবারে * এমত সিদ্দত করি ছেরে তারে দিল॥ সেইত পুরূষ আর ঘরে নাহি গেল * চলিল পশ্চিম দিগে ভাবিয়া খোদায় ॥ চলিয়া বৎসর দিনে গেলেন মক্কায় * চল্লিশ আবদল ছিল ঘরেতে কাবার ॥ কহিল বৃত্তান্ত সব কাছেতে তেনার * শুনিয়া

তিনিয়া সবে অতি ক্রোধ হৈয়া ॥ তখনি বাঙ্গালা দেশে চলিল সাজিয়া সাহেব জালাল পীর সাহা ছোলতান ॥ কুতুব আলম পীর সাহেব মস্তান * মহৎ সমেস পীর পীরবদর আর ॥ বাঘ লয়ে চলে গাজি সা-তে২ত তেনার * চলিল মিছকিন সাহা নিজামদ্দিন পীর ॥ চলিল কামাল সাহা হেলাইয়া সির * চল্লিশ পীরের সাথে কত পীর চলে ॥ পুথি বেড়ে যায় নাম সবের লিখিলে * নাকরে বিশ্রাম পথে চলিয়া ত্বরায় ॥ উপস্থিত হৈল আসি শ্রীহট্ট জিলায় * গোহর গোবিন্দ রাজা শ্রীহট্টে আছিল ॥ করিয়া অনেক যুদ্ধ তাহাকে মারিল * লেখি যদি বিবরণ সমস্ত তাহার ॥ দ্বিতীয় পুস্তক এক হৈয়া জাবে আর * বড় বড় হিন্দু যত সেই দেশে ছিল ॥ পীর সবে জাতি নাশ তাদের করিল * হিন্দু লোক যত ছিল নোওাইল সির ॥ বলে সবে ছিল কোথা এমন যে পীর * দিন মহম্মদি অতি প্রবল করিল ॥ স্বইচ্ছায় জাতি কত হিন্দু লোকে দিল * অনেক বৎসর পীর জালাল বাঁচিয়া ॥ তৎপর স্বর্গ দেশে গেলেন চলিয়া * সেইত শ্রীহট্টে দিল তাহান কবর ॥ মৃত্যু হৈয়া ছিল তার বহুকাল পর * ছেকান্দর নগরে এক আসলেন অলি ডাকিত লোকেরা মিঞা খন্দকার বলি * সর্ব্বদা করিত জপ নাম নি-রাঞ্জন ॥ বেসি কথা হাসি মুখে না ছিল কখন * এক দিন চলে তিনি শ্রীহট্ট দিগেতে ॥ পীর সাহা জালালের মাজার দেখিতে * দেখি-লেন গিয়া তান মাজারের কাছে ॥ নুতন কবর এক সেই দিন দিছে * জাহার কবর সেই মহা পাপী ছিল ॥ মারিতে তাহারে দুই ফিরিস্তা আসিল * লইয়া মুদ্গার হাতে ফিরিস্তা দুজনে ॥ মারিবেক তারে এই করিয়াছে মনে * দেখিয়া জালাল সাহা লাঠি হাতে লৈয়া ॥ দৌরায় ফিরিস্তা দোহে অতি ক্রোধ হৈয়া * আর পীর ক্রোধে অতি লাগিল কহিতে * অসিয়াছে এই পাপী আমার কাছেতে * যখন লইছে আশ্রা নিকটে আমার ॥ এহাকে মারিতে কেহ না পারিবে আর * পুনর্ব্বার যদি তোরা এখানে আসিবে ॥ আমার লাঠির বাড়ি তখনি খাইবে * মিঞা খন্দ কার দেখ্যে হাঁসিতে লাগিল ॥ তখনি খাদিম লোকে জিজ্ঞাসা করিল * সাহেবের হাঁসি মোরা কভু দেখি নাই ॥ আজি কেন হাঁসিলেন শুনিবারে চাই * কিবা করে তিনি তবে ক-হিতে লাগিল ॥ এমন ক্ষমতা আল্লা মানুষেরে দিল * নুতন কবর এই

দেখবে চক্ষেতে ॥ আছে এক মহা পাপী কবর মধ্যেতে * মারিতে তাহাকে দুই ফিরিস্তা আসিল ॥ হজরত জালাল দুহে দৌড়াইয়া দিল* অতএব হাঁসিলাম শুন বলি কেয় ॥ এই দেশী লোক যত উচিৎ সবের মরিলে এখানে না। করিলে দাফন ॥ কবরে আজাব তার না হবে শুন হজরত জালাল পীর হইয়া সদয় ॥ আজাব হইতে তারে বাঁচাবে নিশ্চয় * পীর সাহা জালালের কেরামত যত ॥ হইবে পুস্তক এক লেখিলে সমস্ত * বাঘ লয়ে সাহা গাজি গেলেন কোথায় ॥ সে কথা সংক্ষেপে যাই বলিয়া সবায় * বিশগাঁও আছে সেই শ্রীহট্ট জিলায় ॥ বাঘ লয়ে সাহা গাজি রহিল তথায় * কেহ২ বলে নাম গাজিপুর আর হইয়াছে সেই থানে গাজির মাজার * সর্ব্বদা হাজতি যায় সেইত মাজারে ॥ হিন্দু মুসলমান যত মান্য সবে করে * অদ্যবধি থাকে বাঘ মাজারেতে সেই ॥ শুনিয়াছি লোক মুখে চক্ষে দেখি নাই * বড় বড় হিন্দু লোক যেই দেশে ছিল ॥ এক এক আলউল্লা সেই থানে গেল * সাহেব বদর পীর গেল চাটিগাঁয় ॥ কেহ গেল বরিশাল কেহত ঢাকায় গেলেন সমেস পীর গ্রাম কুড়িগাই ॥ মাঘ মাসে মেলা এক জমে সেই ঠাঁই * সাহেব ছোলতান গেল মদন পুরেতে ॥ গেলেন কামাল সাহা মন্দির গঞ্জেতে * গুপাই নগরে পীর নিজামদ্দি গেল ॥ সাহা মিছকিন গিয়া মুখিতে বসিল * চলিল মস্তান সাহা রংপুর দিগেতে ॥ পশুরাম ক্ষত্রি রাজা তাহাকে দেখিতে * গরুর ছালেতে পীর নামাজ পড়িত ॥ কখন২ আর তাহাতে সুইতে * পশুরাম রাজা কাছে পীর সেই গিয়া ॥ এক ছাল ভুমি ভিক্ষা মাগিয়া লইয়া * বসিয়া ছালেতে পীর বাড়িতে বলিল ॥ পীরের হুকুমে ছাল বাড়িতে লাগিল * শত ধুল ভুমি ছিল বাটীতে রাজার ॥ বাড়িয়া সমস্ত বাড়ী থালে বেড়ে তার ভয় রাজা পশুরাম করে পলায়ন ॥ পাত্র মিত্র পুত্র তার ছিল যত জন মুসলমান সবাকারে করিলেন পীরে ॥ সেখানে থাকিয়া পীর বহুকাল পরে * ছাড়িয়া মাটির দেহ স্বর্গে চলি গেল ॥ তাহান মাজার থান সেখানে হইল * সন সন পৌষ মাসে মেলা সেথা হয় ॥ মস্তানের মেলা বলি লোক সবে কয় * কহিলাম সংক্ষেপেতে অনেক কথন ॥ আবদুর রহিম বলে পুথি সমাপন *

গাজির পুথি সমাপ্ত ॥

সাবধান !　　　　　　সাবধান !!　　　　　　সাবধান !!!

এই কেতাবের

ভয়াণক জাল ও নকল হইতেছে।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে যানাইতেছি যে, আমার পিতা মুন্সী আবদুর রহিম সাহেবের কৃত ৯৬ পৃষ্ঠার আসল গাজী কালুর কিতাব খানা সমাজে প্রচলিত হওয়ায় কএক জন দুষ্ট লোকে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কেবল আসল কিতাবের নামে নাম প্রকাশ পূর্ব্বক নকল পুস্তক ছাপিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া নিরহ ভদ্র লোক দিগকে ঠগাইতেছে। তদন্তে যানা গিয়াছে যে ঐ নকল কিতাবের মধ্যে আসলের কোন অংশই নাই, যাহ হউক যতো প্রকাণ্ড হইলেও অশুদ্ধই আছে, কেননা ক্ষুদ্র প্রাণী ছাগলটী সর্ব্ব স্থানেই শুদ্ধ, মোট কথা আসল কেতাব অপেক্ষা নকল কেতাবের পৃষ্ঠা কিছু বেশী আছে বলিয়া ক্রেতা গণ ভুলিয়া ঠগিবেন না উচিৎ মূল্য দিয়া ৯৬ পৃষ্ঠা এবং আমার নামর এক মোহর ও আমার পিতার নামের দুই মোহর এই তিন মোহর দেখিয়া খরিদ করিবেন নচেৎ ঠগিবেন তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি খরিদ্দার গণকে আরোও যানাইতেছি যে, এই কিতাবের প্রথম আমার ও আমার পিতা সাহেবের নামের মোহর ও শেষ ভাগে কেবল আমার পিতা সাহেবের মোহর এই তিন মোহর দেখিয়া খরিদ বিক্রী করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, এই কেতাবের অবিকল নকল কেতাব কেহ ছাপা করিতেছে কিম্বা করাইতেছে এরূপ অবস্থায় যদি কেহ প্রমান দ্বারা ধরিয়া দিতে পারেন তবে আমি তাহানকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিব প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতেছি, কেহ কিতাবের জন্য পত্র লিখিলে নাম ধাম পোঃ আঃ জিলা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন অপষ্ট লেখা থাকিলে মাল পাঠান যায় না। কেহ পত্র লিখিলে ব্যরিং পত্র লিখিবেন না, কোন বিষয় জানিতে চাহিলে রিপ্লাই পোষ্ট কাড লিখিবেন।　　নিবেদক—

শ্রী আবদুল করিম সাং গলাচিপা

পোঃ আঃ হোসেনপুর জিলা ময়মনসিংহ

গলা চিপা

রহমানিয়া পুস্তকালয় নিজ বাটী।

যে সকল কিতাব আমার পিতা সাহেবে নিজে রচনা করিয়াছেন তাহার নাম ও মূল্য ডাক মাশুলসহ দেওয়া গেল।

ঢাকার নবাব সাহেবের পুথী ৫ খণ্ড ৶০ হয়বত নগর জঙ্গল বাড়ী দেওয়ান সাহেবানের বংশাবলী ২ খণ্ড ৶০ হজরত আলীর জঙ্গনামা ৵ ছিহতল খুবী ৶০ নছিহত নামা ৵০ দেল দেওয়ানা ৶০ ছাখাওত নামা ৶০ ... লাল নামা ৵০ মুছা পয়গাম্বরের পুথী ৵০ রূপবাজ চন্দ্রাবতী কন্যার পুথী ।০ এবরাহিম আধামের পুথী ৵০ জল চমৎকারের পুথী /১০ মল্লিকা ... কার বিবীর পুথী ৵০ খনার বচন ৵০ (ক খ) র মাইনি /০ আফিম ... রে রগল্প /০ ১২৮০ সনের পুথী ৵০ গাজী কালু চাম্পাবতী ৶০ লাঙ্গ... লওয়ার অর্থাৎ মোল্লা গনের নছিহত ৵০ সেখ ফরিদ ৵০ সতীনে ২ দন্দ খণ্ড ৶০ নারী পুরুষের দন্দ৵০ মৌলুদে আবদুর রহিম ... ভুলী ক... ... র পুথী /১০ নালিতার পুথী ৵০ আনা॥

ইহা ব্যতীত আমাদের উক্ত পুস্তকালয় আরবী, ফারসী, উর্দ্দু, নাগরী নানাবিধ পুথী পুস্তক বিক্রার্থে মৌজুদ আছে। যাহাদের আবশ্যক হয় আমার নিকট পত্র লিখিবেন পুস্তকাদি নিয়া ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না দোহাই আল্লা ও রছুলের।

যে সকল কিতাবের লিষ্টি দেওয়া গেল তাহা ভিঃ পিঃতে লইলে ... ণা লাগিবেক, এবং পাইকারী দর খুব সস্তা।

বিক্রেতা

শ্রী আবদুল করিম গলাচিপা রহমানিয়া পুস্তকালয়

পোঃ আঃ হোসেনপুর জিলা ময়মনসিংহ।

শ্রী আবদুল করিম

এই গাজি কালুর পুথী ঢাকা চওকের মসজিদের নিচে শ্রীযুক্ত মৌলবী ওলিউল্লা মতওল্লী সাহেবের কিতাবের দোকানে ও পাইবেন।